শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

রহস্য-লহরী

উপন্যাস-মালার

১৭নং উপন্যাস

সংখ্যা ঃ

চোরে গোয়েন্দায় যোগ

[প্রথম সংস্করণ]

২৮ নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা
'লহরী' বৈদ্যুতিক মেসিন-প্রেসে
শ্রীবিনয়ভূষণ বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'রহস্য-লহরী' কার্য্যালয়—
২৮ নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা।

রাজ সংস্করণ পাঁচ সিকা,—সুলভ সাধারণ, বার আনা মাত্র।

ভ্রম সংশোধন

প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় লাইনে 'লইয়া' স্থানে তৃতীয় লাইনের, 'তাঁহার', ও 'তাঁহার' স্থানে 'লইয়া' পাঠ করিতে হইবে।

চোরে গোয়েন্দায় যোগ

প্রথম তরঙ্গ

গ্রীণ ক্যানারী ক্লাবে

লর্ড হলষ্টেডের পুত্র মাননীয় ইউষ্টাস ক্যাভেণ্ডিস্ ডিটেক্টিভ ব্লেকের সঙ্গে তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিতেছিলেন, কিন্তু মিঃ ব্লেক তাঁহাকে তাহার গ্রীণ ক্যানারী নাইট-ক্লাবের দ্বারে গাড়ী হইতে নামিলেন, তাহার পর তাঁহার হাত ধরিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ইউষ্টাস সবিস্ময়ে বলিলেন, "এখানে কেন ?"

ইউষ্টাসের এখানে আসিবার ইচ্ছা ছিল না। এই শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ক্লাবের উপর তাঁহার আন্তরিক বিতৃষ্ণা ছিল। কিন্তু মিঃ ব্লেক তাঁহাকে নিজের মোটরকার গ্রে প্যান্থারে তুলিয়া লইয়া বেকার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে না গিয়া তাঁহার অসম্মতিতে কেন এখানে আনিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল তিনি ব্লেকের গৃহে আহার শেষ করিয়া ধূমপান করিতে করিতে মধুর সন্ধ্যা নানা গল্পে অতিবাহিত করিবেন।

যাহা হউক, ইউষ্টাস অনিচ্ছার সহিত তাঁহার টুপি ও ওভার-কোট ছাড়িয়া দিয়া মিঃ ব্লেকের সঙ্গে একখানি টেবিলের নিকট উপস্থিত হইলেন। গ্রীণ ক্যানারী অতি বৃহৎ ক্লাব। কক্ষগুলি মূল্যবান আসবাব-পত্রে সুসজ্জিত, আলোকমালায় বিভূষিত। কোন বিষয়ে কোন খুঁত ছিল না। সেই সময় নাচের মজলিস জনপূর্ণ। ইউষ্টাস সেখানে সম্ভ্রান্ত সমাজের অনেক গণ্য মান্য নর নারীকে দেখিতে পাইলেন। লর্ড ও লেডির দল, সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবক,

যুবতীগণ, লণ্ডনের ধনকুবেরবর্গ, এবং বহু যশস্বী লেখক ও গ্রন্থকার সেদিন সেখানে সমবেত হইয়াছিলেন।

যেখানে সম্ভ্রান্ত নর নারীগণের সমাগম হইত, সেইস্থানে যাইতে ইউষ্টাস অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিতেন; এই শ্রেণীর নৈশ মজলিসের প্রতি ইউষ্টাসের অত্যন্ত বিতৃষ্ণা ছিল। যে নৈশ ক্লাবে আড়ম্বর কম, এবং মধ্যবিত্ত জনসাধারণ যেখানে আমোদ প্রমোদ করিতে আসিত, সেইরূপ ক্লাবে যোগদান করিতে তাঁহার আপত্তি ছিল না।

তিনি ব্লেককে বলিলেন, "যদি আপনি আমাকে 'কপার মগে' লইয়া যাইতেন, তাহা হইলে সেখানে যাইবার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতাম। কারণ আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি সেখানে উপস্থিত হইলে দশ সেকেণ্ডের মধ্যে আমরা দশজন তস্করকে দেখিতে পাইতাম এবং কোন টেবিলে বসিবার পূর্ব্বে দুই তিনজন নরহন্তার সহিত আমাদের মাথা-ঠুকাঠুকি হইত, তাহাতে কিছু না কিছু ফললাভের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এই সম্ভ্রান্ত নরনারীর মিলন-ক্ষেত্রে একটিও দস্যু বা তস্করের মুখ দেখিবার আশা নাই, এ অবস্থায় এখানে আসিবার সার্থকতা কি?"

লণ্ডনের সে সকল নৈশ ক্লাবে নানা শ্রেণীর অপরাধীদের সমাগম হইত, ইউষ্টাস সেই সকল ক্লাবে যাইতেও ভাল বাসিতেন। তাঁহার মন পবিত্র, তিনি পাপকে ঘৃণা করিতেন; কিন্তু নানা শ্রেণীর নর নারীর চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তিনি ঐ সকল স্থান দর্শনের লোভ সংবরণ করিতে পারিতেন না। গোয়েন্দাগিরিতে তাঁহার দক্ষতা থাকায় দস্যু তস্কর প্রভৃতি অপরাধীদের সংস্রব তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন। অপরাধীদের অপরাধ সপ্রমাণের জন্য তিনি কষ্ট স্বীকার করিতে, এমন কি, বিপদরাশিকে আলিঙ্গন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

কিন্তু এই গ্রীণ ক্যানারী ক্লাবটি সেই শ্রেণীর ক্লাব নহে; ইহার মান মর্য্যাদা সাধারণ ক্লাবসমূহের বহু উর্দ্ধে অবস্থিত। ইহা নানাবিধ আড়ম্বরে পূর্ণ, নৃত্যগীতে মুখরিত; এখানে পানাহার ও আমোদ প্রমোদের ব্যয়ও অসাধারণ।

মিঃ ব্লেক যে উদ্দেশ্যে সাধারণ নৈশ ক্লাবে যোগদান করিয়া থাকেন --এখানে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা না থাকায় ইউষ্টাস এই ক্লাবে কালক্ষেপণ করা অনাবশ্যক মনে করিলেন।

মিঃ ব্লেক সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত করিয়া কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছেন—ইউষ্টাস তাহা বুঝিতে পারিলেন না। মিঃ ব্লেক তাঁহাকে লইয়া হঠাৎ এখানে আসিয়াছিলেন; তিনি সন্ধ্যাকালে বাড়ীতে না গিয়া এখানে আসিবেন—একথা নিমন্ত্রিত ইউষ্টাসের নিকট একবারও প্রকাশ করেন নাই।

ইউষ্টাস ভাবিতে লাগিলেন—ইহার কারণ কি?

ইউষ্টাসের পিতা লর্ড হলষ্টেড মন্ত্রীসভার সদস্য হইলেও শুচিবায়ুগ্রস্ত! তিনি জানিতেন গোয়েন্দাগিরির প্রতি তাঁহার পুত্রটির অসাধারণ অনুরাগ, এইজন্য সর্ব্বদাই তাঁহার আশঙ্কা হইত—তাঁহার পুত্র কোন দিন দুর্নাম-গ্রস্ত কোন নৈশ ক্লাবে উপস্থিত হইয়া কোন দস্যু তস্করের পশ্চাতে দৌড়াইতে আরম্ভ করিবে এবং পরদিন প্রভাতে কোন দৈনিকে সেই সংবাদ প্রকাশিত হইবে, তখন সমাজে তাঁহার মুখ দেখাইতে লজ্জা হইবে। লোকে বলিবে—'এমন বাপের এমন ছেলে, ছিঃ।' তিনি কত দিন ইউষ্টাসকে সতর্ক করিবার জন্য বলিয়াছেন, 'তুমি আমার বংশের সুনাম নষ্ট করিবার পথটি খাসা বাছিয়া লইয়াছ বাপধন!' কিন্তু তাঁহার সকল কথাই ইউষ্টাসের এক কানে প্রবেশ করিয়া অন্য কান দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। (all of which went into Eustace's one ear to emerge out of the other)

ইউষ্টাস মিঃ ব্লেককে বলিল, "আপনি আমাকে এখানে কেন আনিলেন তাহা বলিবেন না?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "কৌতূহলের অনুরোধে।"

ইউষ্টাস বলিল, "এখানে আপনার পকেট লুঠ হইবার আশঙ্কা না থাকিলেও এস্থানের মাহাত্ম্য ত আপনার অজ্ঞাত নহে। উহারা আপনাকে আধগিনির খানা দিয়া আপনার কাছে তিন গিনি আদায় করিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু এখানে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবে

তাহার কি কোন মূল্য নাই ? এরূপ সম্ভ্রান্ত নরনারীদের সঙ্গে বসিয়া ভোজন করিতে হইলে বেশী টাকা খরচ ত হইবেই।”

ইউষ্টাস বলিলেন, “না, ওকথা বলিয়া আমাকে ভুলাইতে পারিবেন না, আপনি কি মতলবে এখানে আসিয়াছেন তাহা আমাকে বলিতেছেন না, কিন্তু গুপ্ত মতলব একটা আছেই। উহারা যে গিল্টি-করা কাঠের মাচানকে টেবিল বলে, তাহা ঢাকিবার কাপড়খানারই পাঁচ শিলিং ভাড়া আদায় করিবে তাহা ত আপনি জানেন ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কৌতূহল, আর কোন কারণ নাই ইউষ্টাস !”

ইউষ্টাস বলিলেন,“কিন্তু আমি এখানে খাইব না ; আপনি বেশী পীড়াপীড়ি করিলে এক গ্ল্যাস বীয়ার পান করিতে রাজী আছি—যদিও অন্য স্থানে সেই মূল্যে দুই বোতল বীয়ার মিলিবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার অত্যুক্তি করিবার শক্তি অসাধারণ !”

ইউষ্টাস একজন স্যারদালীকে বীয়ার আনিবার জন্য আদেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন ঠিক সেই সময় সেই ক্লাবের বিভিন্ন দ্বার হঠাৎ উন্মুক্ত হইল এবং একদল পুলিশম্যানে ঘরগুলি পূর্ণ হইল।

ইউষ্টাস মিঃ ব্লেককে বলিলেন, “এ আবার কি ব্যাপার ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।”

গ্রীণ ক্যানারীতে পুলিশের হানা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়াই তাঁহাদের মনে হইল। বিশেষতঃ, সন্ধ্যার পর ক্লাবে বহু সম্ভ্রান্ত নরনারীর সমাগমে যখন সেখানে আনন্দোৎসব আরম্ভ হইবার উপক্রম, সেই সময়টিতে সেখানে পুলিশ-বাহিনীর শুভাগমন অত্যন্ত অদ্ভুত বলিয়াই তাঁহাদের মনে হইল। মিঃ ব্লেক জানিতেন আরও আধ ঘণ্টাকাল সেই ক্লাবের মদ্য বিক্রয়ের অধিকার ছিল, সুতরাং নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর ক্লাবে মদ্য বিক্রয়ের অভিযোগের তদন্তে পুলিশ আসিয়াছিল ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সেই জন্য তাঁহার সন্দেহ হইল পুলিশ সেখানে কোন ছদ্মবেশী দস্যুর সন্ধানে আসিয়াছে।

ইউষ্টাস গোয়েন্দাগিরির সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইলেন ; সমবেত নরনারীবর্গ

পুলিশের আবির্ভাবে অত্যন্ত বিচলিত হওয়ায় তিনি দুঃখিত হইলেন না। পার্শ্বস্থ টেবিলে যে সকল সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও রমণী দলবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা পুলিশের আবির্ভাবে বিচলিত হইয়া যে সকল বিরক্তিসূচক মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন তাহা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আমোদ বোধ করিলেন; পুলিশ দেখিয়া চারিজন মহিলার মূর্চ্ছা হইল; তিনজন প্রাচীন 'জেণ্টল্‌ম্যানের' ধাত ছাড়িবার উপক্রম!—ইউষ্টাস মনে মনে বলিলেন, "হাঁ, মন্দের ভাল, একটা নূতন কিছু দেখিতে পাওয়া যাইবে।"

পুলিশের অধ্যক্ষ বলিল, "রবার্টস্, ঐদিকের দরজায় থাক। যদি কেহ বাহিরে যাইবার চেষ্টা করে, তাহাতে বাধা দিও; তাহাকে বাহিরে পা বাড়াইতে দিও না। ইভান্‌স, তুমি ও ধারের দ্বার রক্ষার ভার গ্রহণ কর। উইল্‌কিন্‌স, তুমি ভিতরের দরজায় লক্ষ্য রাখ।"

পুলিশ কন্‌ষ্টেবলেরা দক্ষতার সহিত কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিল। যেখানে বিপদের সম্ভাবনা অল্প, যেখানে গুলী চলে না, এমন কি, কেহ লাঠী পর্য্যন্ত তুলে না, সেখানে পুলিশের কর্ত্তব্য-সম্পাদনে ত্রুটি হয় না, উৎসাহেরও অভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং আদেশ পালনে কাহারও কোন অসুবিধা হইল না।

অতঃপর পুলিশ সুপারিন্‌টেনডেণ্ট বলিল, "ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ, আপনাদের আনন্দোৎসবে এই ভাবে বাধা দিতে বাধ্য হওয়ায় আমরা অত্যন্ত দুঃখিত; আমার অনুরোধ আপনারা ভয় পাইবেন না—"

তাহার বাক্যোচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া একজন মুরুব্বি বলিয়া উঠিলেন, "বাজে ফ্যাসাদ! এ অত্যন্ত অপমানজনক ব্যাপার। তুমি সদলে এখানে আসিতে কিরূপে সাহস করিলে? আজকাল যেখানে-সেখানে যখন-তখন পুলিশের হানা, অত্যন্ত বিশ্রী ব্যাপার! গণ্য মান্য ভদ্রলোকেরও নিস্তার নাই, যেন ঘাড়ে আসিয়া চাপিলেই হইল!"

আর একটি ভদ্রলোক বলিলেন, "তোফা বক্তৃতা! সকলে অবধান করুন।"

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট গম্ভীর স্বরে বলিল, "ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, আপনারা যিনি যেখানে আছেন সেই স্থানেই বসিরা থাকুন।—আর আপনি বক্তৃতা বন্ধ করুন মহাশয়!"

পূর্ব্বোক্ত মুরুব্বিটি বলিলেন, "তুমি গোল্লায় যাও।" (go to the devil!)

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আপনি চুপ করুন মহাশয়! নতুবা আপনাকে এখনই গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হইব, এবং ঘাড় ধরিয়া লইয়া যাইব; পুলিশের কর্ত্তব্যে বাধা দেওয়া কিরূপ গুরু অপরাধ আপনার জানা নাই কি?"

পুলিশের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের কথা শুনিয়া অনেকে গর্জ্জিয়া উঠিলেন; একজন বলিলেন, "ইঃ, ভারী যে লম্বা লম্বা কথা বলিতেছ! পুলিশের চাকরী পাইয়া সকলের মাথা কিনিয়া লইয়াছ?"

ইউষ্টাস খুসী হইয়া বলিলেন, "খাসা! চমৎকার! থিয়েটার অপেক্ষা এ দৃশ্যে অধিক নূতনত্ব আছে। তাই ত বলি, মিঃ ব্লেক, ভিতরের খবর না পাইয়াই কি আমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছেন? মিঃ ব্লেক, এখানে আমাদের কোন বিপদের আশঙ্কা নাই ত? এই সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টটির সঙ্গে আপনার জানা শুনা আছে ত?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না; তবে উহাকে পূর্ব্বে বোধ হয় দেখিয়াছি; যেন চেনা মুখ।—তোমার সঙ্গে পিস্তল আছে কি ইউষ্টাস?"

ইউষ্টাস সবিস্ময়ে বলিলেন, "পিস্তল! তাহা এখানে কি কাযে লাগিবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সঙ্গে আছে কি না?"

ইউষ্টাস বলিলেন, "আলবৎ আছে। আমি হাতিয়ার ছাড়িয়া কখন বাহিরে যাই না, উহা আমার পরিচ্ছদের অঙ্গ। কিন্তু—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তুটা মুলতুবি রাখিয়া প্রস্তুত হও, আমি কি করি দেখ।"

মিঃ ব্লেকের কথায় ইউষ্টাস উত্তেজিত হইলেন। তিনি প্রকৃত ব্যাপার

বুঝিতে না পারিলেও এটুকু বুঝিতে পারিলেন যে, শীঘ্রই একটা বিভ্রাট আরম্ভ হইবে। তিনি প্রফুল্ল ভাবে চতুর্দ্দিকের অবস্থা দেখিতে লাগিলেন।

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট তাহার একজন তাঁবেদারকে বলিল, "সব প্রস্তুত ত? সকল দরজায় পাহারা বসিয়াছে? আমাদের দলের সকলে নিজের নিজের যায়গায় গিয়া দাড়াইয়াছে?"

অনেকে বলিল, "সব ঠিক আছে কর্ত্তা!"

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট বুকের পকেটে হাত দিয়া বলিল, "তবে কায আরম্ভ করা যাক।"

মিঃ ব্লেক টেবিলের তলা দিয়া হাত বাড়াইয়া ইউষ্টানের হাঁটুতে খোঁচা দিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন, "এখনও একটু বিলম্ব আছে; আগে দড়ি দিয়া বাঁধুক।"

ইউষ্টাস স্থান কাল ভুলিয়া, বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে পুলিশের কায দেখিতে লাগিলেন। প্রত্যেক পুলিশম্যান তাহাদের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের ইঙ্গিত অনুসারে এক একটি অটোমেটিক পিস্তল বাহির করিল। তাহার পর তাহারা ঠিক একই সময়ে প্রত্যেক টেবিল ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া নরনারীগণ আতঙ্কে বিহ্বল হইলেন।

সুপারিন্‌টেনডেণ্ট গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "মহিলা ও মহোদয়গণ, আপনারা সকলে দুই হাত মাথার উপর উচ্চ করুন; যদি কেহ এই আদেশ পালন না করেন কিংবা বাহিরে যাইবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ঐরূপ করিতে বাধ্য করা হইবে।"

ক্লাবের ম্যানেজার একটি স্থূলদেহ ভদ্রলোক; সে দ্রুতপদে সুপারিন্‌টেনডেণ্টের সম্মুখে আসিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "ক্লাবে আসিয়া এ কি অত্যাচার? তোমরা কি পুলিশ? পুলিশ কখন এভাবে শান্তিভঙ্গ করে না। তোমরা সাতাত্তর নম্বর—"

"সুপারিণ্টেনডেণ্ট বলিল, "ওয়েলস্, পূর্ব্বে তোমাকে সতর্ক করা হইয়াছে; কিন্তু তুমি আমার কথা গ্রাহ্য না করিয়া আমার কার্য্যের প্রতিবাদ

করিতেছ! তুমি সরিয়া যাও, নতুবা আমরা এখান হইতে তোমাকে তাড়াইতে বাধ্য হইব।”

ম্যানেজার হতাশ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ইউষ্টাস বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিয়া সমাগত নর নারীগণের অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। মিঃ ব্লেকের চক্ষুতে উদ্বেগ পরিস্ফুট; কিন্তু পুলিশ কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের টেবিলে দৃষ্টিপাত করিল না।

সুপারিন্‌টেনডেণ্ট বলিল, “তিন মিনিটের মধ্যেই আমাদের কায শেষ হইবে। আমরা আপনাদের কোন ক্ষতি করিব না, আমোদ প্রমোদেও বাধা দিব না। আপনাদের কাছে যে সকল মূল্যবান দ্রব্য—হীরা জহরত, স্বর্ণালঙ্কার আছে তাহা আপনাদের সম্মুখে টেবিলের উপর বাহির করিয়া রাখুন; আমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিব।”

এই কথা শুনিয়া সকলের মুখ শুকাইল, তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন ইহারা পুলিশবেশী দস্যু! কিন্তু তাহারা পিস্তল তুলিয়া সকলকেই অভিভূত করিয়াছিল—তখন কাহারও আপত্তি করিবার সামর্থ্য হইল না। মহিলাগণ নিরুপায় হইয়া তাঁহাদের অলঙ্কারগুলি—অঙ্গুরী, নেক্‌লেস, কর্ণভূষণ প্রভৃতি উন্মোচন করিতে লাগিলেন, পুরুষেরা পকেট হইতে টাকার থলি বাহির করিবার সময় জাল পুলিশকে লক্ষ্য করিয়া অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এইবার!”

পুলিশবেশী দস্যুদল মহিলা ও পুরুষগণের অসহায় ভাব দেখিয়া মনে করিয়াছিল তাঁহাদের কেহই তাহাদের বিরুদ্ধে হাত তুলিবে না, তাহারা নিশ্চিন্ত মনে লুণ্ঠনের আয়োজন করিতেছিল। সেই মুহূর্ত্তে মিঃ ব্লেক টেবিল হইতে লাফাইয়া উঠিয়া একটা গুণ্ডার মুখে ঘুসি মারিয়া তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিলেন। তাহার হাতের পিস্তল হইতে সশব্দে গুলী বাহির হইয়া গেল। ইউষ্টাস তৎক্ষণাৎ তাহার হাত মোচড়াইয়া পিস্তলটা কাড়িয়া লইলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সকলে শীঘ্র দুই হাত মাথার উপর তোল্। তোমাদের পিস্তল টেবিলের উপর রাখিয়া দাও।"

জাল পুলিশ গভীর বিস্ময়ে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার কাছে তোমাদের চালাকি খাটিবে না, আমি দ্বিতীয় বার তোমাদিগকে সতর্ক করিব না।"

তাঁহার পিস্তল গুড়ুম শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের হাতের পিস্তল তাহার অবশ হাত হইতে খসিয়া পড়িল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,"যদি অন্য কেহ আমার পিস্তলের শক্তি পরীক্ষা করিতে চায়—সে অগ্রসর হইতে পারে।—শীঘ্র সকলে টেবিলের উপর পিস্তল রাখ।"

ইউষ্টাস বলিল, "সঙ্গে সঙ্গে মাথায় হাত তুলিতে ভুলিও না।"

মিঃ ব্লেকের বাক্যে এরূপ দৃঢ়তা ছিল যে, তাঁহার কথায় গুণ্ডাগুলার মন দমিয়া গেল। তাঁহার আদেশের ভঙ্গিতে এরূপ প্রভুত্ব ছিল যে, তাঁহার আদেশ হঠাৎ কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারিত না। মিঃ ব্লেক একাকী সেই পুলিশবেশী গুণ্ডাগুলাকে বিচলিত করিলেন। ইউষ্টাস তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিলেও মিঃ ব্লেক কেবল অদ্ভুত মানসিক শক্তি দ্বারা সেই গুণ্ডাগুলাকে তাঁহার আদেশ পালনে বাধ্য করিলেন। গুণ্ডার দল তাহাদের হাতের পিস্তলগুলি টেবিলের উপর রাখিবামাত্র ক্লাবের সভ্যেরা তাহা তুলিয়া লইলেন। তাঁহারা সেই সকল পিস্তল গুণ্ডাদের লক্ষ্য করিয়া উদ্যত করিলেন, কিন্তু একটি পিস্তল হইতেও গুলী বাহির হইল না!

গুণ্ডাদের ভয়-বিহ্বল দেখিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কায ভালই হইয়াছে, এখন আমরা অসঙ্কোচে আলাপ করিতে পারি। যদি কোন ব্যক্তি—"

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে অদূরবর্ত্তী টেবিলে উপবিষ্ট একটা যুবক চিৎকার করিয়া বলিল, "ঐ লোক দুটিকে শীঘ্র ধরিয়া নিরস্ত্র কর; তাহা হইলে আমরা সকলেই সম্পূর্ণ নিরাপদ হইতে পারিব।"

এই যুবকটি মনে করিয়াছিল মিঃ ব্লেক ও ইউষ্টাস উভয়েই দস্যু, তাঁহারা সুযোগ বুঝিয়া চোরের উপর বাটপাড়ি করিতে আসিয়াছেন।

তিনজন বলবান যুবক তৎক্ষণাৎ মিঃ ব্লেককে আক্রমণ করিয়া ধরাশায়ী করিল। এই আক্রমণ এরূপ আকস্মিক যে, তিনি আত্মসমর্থনের অবসর পাইলেন না। তাঁহাকে ঐ ভাবে আক্রান্ত হইতে দেখিয়া ইউষ্টাস তাঁহার উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হইলেন, কিন্তু অন্য কয়েকজন যুবক তাঁহাকেও ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল।

মিঃ ব্লেক নিরুপায় হইয়া একটি যুবকের মস্তকে প্রচণ্ড বেগে এক ঘুঁসি মারিতেই সে চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল। ইউষ্টাসও তাঁহার আততায়ীদের একজনকে পদাঘাতে ধরাশায়ী করিলেন। সেই সুযোগে গুণ্ডার দল পলায়ন করিতে লাগিল; তাহাদের পিস্তলগুলি হস্তচ্যুত হওয়ায় তাহারা লুণ্ঠনের চেষ্টা করিতে সাহস করিল না।

তাহারা সকলে বিভিন্ন দ্বারের দিকে ধাবিত হইল এবং দ্বার খুলিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত পরে একটি দীর্ঘদেহ বলবান্ পুরুষ অন্য কক্ষ হইতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং একদল ক্রোধোন্মত্ত যুবককে ধরাশায়ী ব্লেকের চারি দিকে দণ্ডায়মান দেখিয়া ভীড় ঠেলিয়া তাহাদের সম্মুখে আসিলেন এবং দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তোমরা কি নির্ব্বোধ! তোমরা কিরূপ অন্যায় কায করিতেছ তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? তোমরা যে ভদ্র লোকটিকে বাঁধিয়াছ উনি মিঃ রবার্ট ব্লেক।"

মিঃ ব্লেক পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিলেন, তাঁহাকে বলিলেন, "ধন্যবাদ কর্ণেল ক্লাউষ্টন, উহারা আমাকে বাঁধিয়া নিজেদেরই অপকার করিয়াছে; কারণ এই গোলমালের সুযোগে গুণ্ডাগুলা পলায়ন করিয়াছে; আমরা সকলে এক যোগে চেষ্টা করিলে তাহাদিগকে ধরিতে পারিতাম। এই যুবকদের বুদ্ধির দোষেই এ বিষয়ে আমরা অকৃত-কার্য্য হইলাম। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।"

কর্ণেল ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "আপনি তাহাদের পলায়নে বাধা দিতে পারিতেন মিঃ ব্লেক! কিন্তু এই নির্ব্বোধ ছোকরার দল সেই সুযোগ নষ্ট করিয়াছে।"

কর্ণেল মিঃ ব্লেকের আততায়ীদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ইনি ডিটেক্‌টিভ মিঃ ব্লেক, ইহা কি তোমরা জানিতে না? সেই দস্যুগুলা তোমাদিগকে ভয় দেখাইয়া তোমাদের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; উনিই তাহাদের কাযে বাধা দিয়াছিলেন। তখন ত তোমরা ভয়ে কাঁপিতেছিলে, তাহাদিগকে তাড়াইতে তোমাদের সাহস হয় নাই; শেষে যিনি তোমাদের স্বার্থ রক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন, তাঁহাকেই তোমরা আক্রমণ করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিলে!"

এই তিরস্কারে লজ্জিত হইয়া যুবকেরা মস্তক অবনত করিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদিগকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছি এজন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত; আমি এখানে উপস্থিত হইয়াই যদি আপনাদের নিকট আত্ম-পরিচয় প্রকাশ করিতাম তাহা হইলে আমাকে বোধ হয় এভাবে বিপন্ন হইত না। কিন্তু প্রথমে যে ভুল করিয়াছি এখন আর তাহা সংশোধন করিয়া ফল নাই। আমাদের নবাগত বন্ধুর দল এখনও যাহাতে ধরা পড়ে—তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।"

মিঃ ব্লেক উঠিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন, ইউষ্টাস তাঁহার হাত ধরিয়া পাশে পাশে চলিলেন।

ইউষ্টাস বলিলেন, "বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়, তবে আপনি বাধা দেওয়াতেই তাহারা হীরকালঙ্কারগুলি লুঠ করিবার সুযোগ পায় নাই; উহারা কি সাতাত্তর নম্বর দস্যুদল? ক্লাবের ম্যানেজার সাতাত্তর নম্বর বলিয়া চিৎকার করিয়াছিল; তখন তাহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি ত তোমাকে বলিয়াছিলাম সুপারিন্‌টেন-ডেণ্টটার মুখ আমার চেনা চেনা; আমি তাহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম।"

ইউষ্টাসের বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইল। ৭৭নং গুণ্ডার দল কিছুদিন হইতে লণ্ডনের শান্তি ভঙ্গ করিয়া লণ্ডনবাসীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিল। অনেক দস্যু তস্কর ও পুরাতন অপরাধী এই গুণ্ডার দল পরিপুষ্ট করিয়াছিল।

ইউষ্টাস বলিলেন, "আপনি সেই সুপারিন্‌টেনডেণ্টটাকে কিরূপে চিনিলেন ? উহারা যে এই ক্লাবে লুঠ করিতে আসিয়াছিল—ইহাই বা কিরূপে বুঝিতে পারিলেন ?"

মিঃ ব্লেক ইউষ্টাসের সঙ্গে বহির্দ্বারের দিকে চলিতে চলিতে বলিলেন,"উহা বুঝিতে আমার কোন অসুবিধা হয় নাই। আমি যখন রিজেণ্ট ষ্ট্রীটের ভিতর দিয়া এই পথে আসিতেছিলাম সেই সময় একখানি বৃহৎ ব'সের নম্বরটি লক্ষ্য করিয়াছিলাম ; গাড়ীখানির দ্বার জানালা বন্ধ ছিল। সেই নম্বরটি দেখিয়া আমি প্রথমে কোন সন্দেহ করি নাই ; কিন্তু কিছুদূর আসিয়া একখানি 'বেবি অষ্টিন' গাড়ী দেখিতে পাইলাম, সেই মুহূর্ত্তেই আমার সন্দেহ হইল—"

ইউষ্টাস বাধা দিয়া বলিলেন, "বেবি অষ্টিন দেখিয়া আপনার সন্দেহ হইল ? ইহার কারণ কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সন্দেহের কারণ এই যে, পূর্ব্বোক্ত ব'সের যে নম্বর দেখিয়াছিলাম, সেই বেবি অষ্টিনখানারও ঠিক সেই নম্বর দেখিলাম ! বেবি অষ্টিনের আরোহীগণের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তাহাতে একটি পুরুষ, একটি রমণী ও একটি শিশু ছিল। গাড়ীখানির অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম তাহা বহুদূর হইতে আসিতেছিল, এবং তাহার নম্বরটিই যে ঠিক নম্বর এবিষয়ে আমার সন্দেহ রহিল না। কিন্তু আজকাল মোটর-ডাকাতির প্রাদুর্ভাবের দিনে ঐ রকম দ্বার জানালায় পর্দ্দা-আঁটা গাড়ী দেখিয়া মনে স্বতঃই সন্দেহের উদয় হয়। বিশেষতঃ রাত্রিকালে ঐরূপ গাড়ী দ্রুতবেগে যাইতে দেখিলে তাহাকে সন্দেহ না করিয়া থাকা যায় না। বেবি অষ্টিনের নম্বর ও সেই ব'সের নম্বর অভিন্ন দেখিয়া আমি বুঝিলাম সেই ঝুটা নম্বরের ব'সখানির উপর নজর রাখা প্রয়োজন, এই জন্য আমি তৎক্ষণাৎ রিজেণ্ট ষ্ট্রীটে আমার গাড়ীর মোড় ঘুরাইয়া দিলাম। তাহার পর দ্রুতবেগে চলিয়া সেই ব'সের ঠিক পশ্চাতে উপস্থিত হইলাম।"

ইউষ্টাস বলিলেন, "হাঁ, সে কথা আমার স্মরণ আছে ; কিন্তু আপনি কি উদ্দেশ্যে ঐরূপ করিয়াছিলেন তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে—আমি সেই গাড়ীর পশ্চাতে উপস্থিত হইবামাত্র তাহার গতিবেগ হ্রাস হইয়াছিল। সুতরাং আমি তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলাম। সেই সময় দেখিতে পাইলাম একজন লোক ফুটপাথ হইতে আসিয়া সেই গাড়ীর চালককে কি বলিল। সেই লোকটিকে দেখিয়াই আমি চিনিতে পারিলাম—সে সাতাত্তর নম্বর দলের একটা গুণ্ডা। সে ব'সের চালককে যে সকল কথা বলিল সেই সকল কথার মধ্যে একটি মাত্র কথা শুনিতে পাইলাম—তাহা 'গ্রীণ ক্যানারী'। ঐ কথাটি শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম এই ক্লাবই ব'সের আরোহীগণের লক্ষ্য, এখানে আসিয়া লুঠ করিলে তাহাদের যথেষ্ট লাভ হইবে—ইহা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহাদের মতলব বুঝিতে আমার কোন কষ্ট হয় নাই। ঐ জাল সুপারিন্‌টেনডেণ্ট সেই ব'সের চালক!"

ইউষ্টাস বলিল, "ওঃ, সেইজন্যই আপনি বাড়ী না গিয়া আমাকে লইয়া এই ক্লাবে আসিয়াছিলেন! আমি আপনার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া আপনাকে এখানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আপনি কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছিলেন, তাহা এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক ও ইউষ্টাস বহির্দ্বারে উপস্থিত হইলেন। গুণ্ডার দল ব্যর্থমনোরথ হইয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে তাহাদের গাড়ীর নিকট ফিরিয়া গিয়াছিল। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া পুলিশের ছদ্মবেশে ক্লাবে প্রবেশ করায় ক্লাবের প্রহরীরা তাহাদিগকে বাধা দিতে সাহস করে নাই; পলায়ন কালেও তাহারা বাধা পায় নাই, কারণ ক্লাবে তখন কোন শৃঙ্খলা ছিল না।

মিঃ ব্লেক ক্লাবে উপস্থিত থাকায় দস্যুদলের চেষ্টা সকল হয় নাই; তাহাদিগকে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইল। তাহারা তাহাদের গাড়ীতে উঠিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিবামাত্র ভ্রাম্যমান পুলিসের দুইখানি শকট দ্রুতবেগে সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

মিঃ ব্লেক পুলিশের সেই দুইখানি মোটর-গাড়ী দেখিয়া ক্ষুব্ধ ভাবে

বলিলেন, "আহা, যদি ইহারা আর একমিনিট আগে আসিতে পারিত! আমার ইচ্ছা ছিল পুলিশের গাড়ী যতক্ষণ এখানে উপস্থিত না হয় ততক্ষণ গুণ্ডাগুলাকে আটক করিয়া রাখিব।"

তাঁহার কথা শুনিয়া ইউষ্টাস ক্যাভেণ্ডিস্ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মিঃ ব্লেক ক্লাবে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কি জন্য ক্লাবের টেলিফোন ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন।

দ্বিতীয় তরঙ্গ

গুণ্ডাদলের অনুসরণের ফল

পুলিশের হুইশ্‌ল-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইল। বহুকণ্ঠের চিৎকার-ধ্বনি উত্থিত হইল। পুলিশের গাড়ী দ্রুতবেগে ক্লাবের নিকট আসিতেছে দেখিয়া দস্যুদল তাড়াতাড়ি সেই স্থান ত্যাগ করিল। সেই সময় পুলিশের গাড়ীর চতুর্দ্দিকে এরূপ জনতা হইয়াছিল যে, সেই জনতা ভেদ করিয়া পুলিশ-শকট তৎক্ষণাৎ দস্যুদলের অনুসরণ করিতে পারিল না; তাহারা অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িল।

ইউষ্টাস ক্লাবের বাহিরে দাঁড়াইয়া সকলই দেখিতে পাইলেন। তিনি ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "এত লোকের ভিতর হইতে সরিয়া পড়িল!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, উহারা এক হাত দেখাইয়া গেল! এখানে আমাদের আর কিছুই করিবার নাই ইউষ্টাস্! চল, আমরা গ্রে-প্যান্থারে ফিরিয়া যাই; তাহার উপর নির্ভর করিয়া কি করিতে পারি দেখি।"

তাঁহারা তাড়াতাড়ি পথপ্রান্তবর্ত্তী গ্রে-প্যান্থারের নিকট উপস্থিত হইলেন; সেই মুহূর্ত্তে পুলিশের গাড়ী সবেগে পলাতক দস্যুদলের অনুসরণ করিল। ঠিক সেই সময় একখানি প্রকাণ্ড খোলা গাড়ী দ্রুতবেগে পুলিশের গাড়ীর আগে আগে চলিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক গ্রে-প্যান্থারে উঠিতে উঠিতে, পুলিশের গাড়ীর অগ্রগামী শকটের আরোহীকে লক্ষ্য করিয়া ইউষ্টাসকে বলিলেন, "উনি সার হিলটন চেম্বার্স। উনি সাতাত্তর নম্বর দস্যুদলের উচ্ছেদ-সাধনে কৃতসঙ্কল্প। আমরা গুণ্ডাগুলাকে হাতে পাইয়াও ধরিতে পারিলাম না, ইহা বড়ই লজ্জার কথা!"

মিঃ ব্লেক গ্রে-প্যান্থারের ইঞ্জিনে 'ষ্টার্ট' দিলেন। গ্রে-প্যান্থার তৎক্ষণাৎ পুলিশের গাড়ীর অনুসরণ করিল। কিন্তু মিঃ ব্লেকের মনে তখন উৎসাহ

ছিল না ; যাহাদিগকে হাতে পাইয়াও তিনি ধরিতে পারিলেন না, তাহারা পলায়ন করিলে তাহাদের অনুসরণ করা বিড়ম্বনাজনক বলিয়াই তাঁহার মনে হইল। দস্যুদল ধরা পড়িবে—ইহা তিনি আশা করিতে পারিলেন না।

ইউষ্টাস বলিলেন, "গুণ্ডাগুলাকে আপনি আর দুই মিনিট আটক করিয়া রাখিতে পারিলে পুলিশ সম্বৎসরের কায গুছাইয়া লইতে পারিত ; দেশের সর্ব্বত্র ধন্য ধন্য রব উঠিত। কিন্তু কেহই আপনার দোষ দিতে পারিবে না। উহাদের কার্য্যতৎপরতায় বিস্মিত হইয়াছি ; বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া পড়িয়া চক্ষুর নিমেষে চম্পট দিল! নির্ব্বোধ ছোকরার দল হঠাৎ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া সকল কায নষ্ট করিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন,"কিন্তু সাতাত্তর নম্বর দল এখনও পলায়ন করিতে পারে নাই ইউষ্টাস! তাহাদের পলায়নের সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু পুলিশের হাতে তাহারা ধরা পড়িতেও পারে।"

ইউষ্টাস বলিলেন, "পুলিশ অনেক বারই তাহাদিগকে ধরি ধরি করিয়া ধরিতে পারে নাই, এবারও ধরিতে না পারাই সম্ভব। উহাদের গাড়ী না থামিলে কিরূপে ধরিবে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উহাদের গাড়ীর ইঞ্জিন অত্যন্ত বেগবান ; তাহার উপর গাড়ীর আরোহীরা সকলেই গুণ্ডা, এবং প্রত্যেকেই নরহন্তা। তাহারা মরিয়া হইয়া গাড়ী চালাইতেছে।"

ইউষ্টাস বলিল, "আপনার কি বিশ্বাস উহারা মরিয়া হইয়া গুলী চালাইবে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যদি উহারা বুঝিতে পারে—পলায়ন করিয়া আর বাঁচিবার উপায় নাই, ধরা পড়িতে হইল, তাহা হইলে আত্মরক্ষার জন্য গুলী চালাইবে—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। সার হিল্‌টন উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার আশায় উহাদের গাড়ীর অনুসরণ করিয়া অত্যন্ত নির্ব্বোধের কায করিয়াছেন। উৎসাহ ও দুঃসাহস এক জিনিস নহে। তাঁহার মূল্যবান জীবন ও ভাবে বিপন্ন করা সঙ্গত নহে।"

বস্তুতঃ এই ব্যাপারে মিঃ ব্লেকের দুশ্চিন্তা হইয়াছিল, ইউষ্টাসও খুসী হইতে পারেন নাই ; তাঁহার ক্ষোভের স্বতন্ত্র কারণ ছিল। মোটর-গাড়ী তিনি অসাধারণ দক্ষতার সহিত চালাইতে পারেন, সকলেই তাঁহার এই শক্তির প্রশংসা করেন ; তথাপি মিঃ ব্লেকের দুঃসাহসে তিনি বিচলিত হইলেন, অথচ তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতেও তাঁহার আগ্রহ হইল না।

গ্রে-প্যান্থার যখন পিকাডেলি সার্কাসের পথে প্রবেশ করিল তখন তাহা ঘণ্টায় ষাট হইতে আশী মাইল বেগে চলিতেছিল ! মিঃ ব্লেক অকম্পিত হস্তে তাহার পরিচালন-চক্র সঞ্চালিত করিতেছিলেন, ইউষ্টাসের মনে হইল তাঁহার হাত যেন লৌহনির্ম্মিত ! চলিতে চলিতে অনেক গাড়ীর সহিত গ্রে-প্যান্থারের সংঘর্ষণ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত দক্ষতায় কোন বিভ্রাট ঘটিল না। বিস্তর কার, ব'স, লরী পশ্চাতে ফেলিয়া গ্রে-প্যান্থার সম্মুখে ধাবিত হইল।

মিঃ ব্লেক স্থির করিলেন তিনি ভ্রাম্যমান পুলিশের গাড়ী পশ্চাতে ফেলিয়া সার হিল্‌টন চেম্বার্সের শকটখানিও অতিক্রম করিবেন। সার হিল্‌টন পুলিশ-কমিশনর হইয়া যে কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই, তিনি তাঁহার অগ্রগামী হইয়া তাহা সম্পন্ন করিবেন। তাঁহাকে অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দিবেন—ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা।

পুলিশের প্রধান কমিশনরেয় পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সার হিল্‌টন যথেষ্ট কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন ; বিশেষতঃ গুণ্ডা-দমনে আমাদের কলিকাতা-পুলিশের ভূতপূর্ব্ব কমিশনর সার টেগার্টের ন্যায় বিপুল খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তবে উভয় দেশের গুণ্ডার শক্তি সামর্থ্যের তুলনা চলিতে পারে না। বিলাতী ও মার্কিণ গুণ্ডারাজেরা আমাদের দেশের বিখ্যাত গুণ্ডাগুলিকে লেজে বাঁধিয়া সাত সমুদ্রের জল খাওয়াইতে পারে ! সার হিল্‌টনের পরিচালনে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড আধুনিক দস্যুদেরও শায়েস্তা করিয়াছিল। মিঃ ব্লেক মনে করিলেন—তাঁহার ন্যায় সুযোগ্য সুদক্ষ পুলিশ-কর্ম্মচারীকে যদি গুণ্ডাগুলার গুলীতে নিহত হইতে হয়—তবে তাহাতে

সরকারের বিশেষতঃ পুলিশ বিভাগের অত্যন্ত ক্ষতি হইবে ; তিনি এই ক্ষতি নিবারণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চীফ কমিশনর স্বয়ং এই অনুসরণ-কার্য্যে নেতৃত্ব করিবেন—ইহা নিরবচ্ছিন্ন অবিমৃষ্যকারিতা বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। (he regarded it as sheer folly that the Chief Commissioner of Scotland Yard should personally lead this chase.)

সার হিল্‌টনের 'কার' ভ্রাম্যমান পুলিশের শকটখানি পশ্চাতে ফেলিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু পুলিশ কমিশনর তাঁহার গাড়ীতে একাকী দস্যুদলের অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার সোফেয়ার ব্যতীত দুইজন সশস্ত্র ডিটেক্‌টিভ তাঁহার পশ্চাতের আসনে বসিয়া ছিল। তাঁহার শকট দস্যুদলের শকটের অত্যন্ত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল।

পুলিশ হুইশ্লের শব্দ শুনিয়া ও পুলিশ কমিশনরের শকটের গতি লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন ঘাঁটির পুলিশ প্রহরীরা ও অন্যান্য শকটের চালকগণ প্রকৃত ব্যাপার কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহারা সকলেই তাঁহার পথ ছাড়িয়া দূরে সরিয়া যাইতেছিল। পথিকেরা ফুটপাথে দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে তাঁহার শকটের গতি লক্ষ্য করিতেছিল। লণ্ডনের পথিকেরা এইরূপ দৃশ্য মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইত। দস্যুদের গাড়ী হইতে পুনঃপুনঃ সুগম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি নিঃসারিত হইতেছিল। তাহার গতিবেগে দ্রুতগামী এরোপ্লেনের ইঞ্জিনের শব্দের ন্যায় শব্দ উত্থিত হইতেছিল। কিন্তু মিঃ ব্লেক গ্রে-প্যান্থারকে এরূপ বেগে চালাইতে লাগিলেন যে, তাহা ক্রমশঃ পুলিশ-কমিশনরের গাড়ী ধরিবার উপক্রম করিল। দস্যুদলের পশ্চাতে কয়েকখানি শকট এই ভাবে ধাবিত হইয়া তাহাদিগকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে, কয়েকখানি শকট পরস্পরকে অতিক্রম করিবার জন্য বায়ুবেগে ধাবিত হইয়াছে—এরূপ দৃশ্য লণ্ডনের রাজপথেও বিরল।

সার হিল্‌টনের শকট যখন দস্যু-শকটের ঠিক পশ্চাতে উপস্থিত হইল, সেই সময়—মিঃ ব্লেক যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। দস্যু-শকটের

পশ্চাৎস্থিত দ্বারটি হঠাৎ খুলিয়া গেল ; - মুহূর্ত্ত মধ্যে নৈশ অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া সার হিল্‌টনের শকটের উপর অনল-স্রোত প্রবাহিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের গম্ভীর নির্ঘোষে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কলের বন্দূক হইতে সার হিলটনের শকটের উপর মুহুর্ম্মুহু গুলী বর্ষিত হইতে লাগিল। সার হিল্‌টনের 'উইণ্ড স্ক্রীণ' যে কাচে নির্ম্মিত তাহা সাধারণ কাচের ন্যায় ভঙ্গ-প্রবণ নহে ; কিন্তু তথাপি তাহাতে কলের বন্দুকের গুলী প্রতিহত হইল না, গুলী তাহা ভেদ করিয়া চলিল ! তাহার বহু স্থানে ছিদ্র হইল। প্রথমে যে গুলী তাহা ভেদ করিল, সেই গুলীর আঘাতে সার হিল্‌টনের সোফেয়ার নিহত হইল। তাহার মৃতদেহ তৎক্ষণাৎ শকটের পরিচালন-চক্রের নিম্নে নিপতিত হইল ; সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর মাথা বিদ্যুদ্বেগে ঘুরিয়া গেল। তাহার যে ফল হইল তাহাও অতি ভীষণ ! গাড়ীখানি চক্ষুর নিমেষে পথের এক ধার হইতে অন্য ধারে লাফাইয়া পড়িল, এবং পথিপ্রান্তে অবস্থিত একখানি দোকানের সম্মুখস্থ থামের উপর সবেগে নিক্ষিপ্ত হইল ! সৌভাগ্যক্রমে পথের সেই অংশে কোন লোক না থাকায় কোন পথিক এই দুর্ঘটনায় আহত বা নিহত হইল না। কিন্তু প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা লাগায় যেরূপ শব্দ করিয়া গাড়ীখানি চূর্ণ হইল, তাহা বোমা-ফাটার শব্দের অনুরূপ। তাহার পশ্চাতে ভ্রাম্যমান পুলিশ-শকটখানি অতি অল্পের জন্য বাঁচিয়া গেল ; সার হিল্‌টনের শকটের সহিত তাহার সংঘর্ষণ হইল না ! মিঃ ব্লেক উভয় শকট অতিক্রম করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন ; এই দুর্ঘটনায় তিনি তৎপরতার সহিত পথের অন্য-ধারে সরিয়া পড়িলেন। শকট-চালনে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতার জন্যই তাঁহার শকটখানি রক্ষা পাইল। কিন্তু সেই সকল ভীষণ কাণ্ড দেখিয়া ইউষ্টাসের দেহ লোমাঞ্চিত হইল, ঘর্ম্মধারায় তিনি সিক্ত হইলেন। দুই তিন মিনিটের মধ্যে তাঁহার সম্মুখে যেন প্রলয়ের কাণ্ড সংঘটিত হইল !

সাতাত্তর নম্বর দস্যুদলই এই মোটর-দৌড়ে জয়লাভ করিল। ভ্রাম্যমান পুলিশের শকট ও গ্রে-প্যান্থার এই আকস্মিক বিপদে গতিহীন হইয়াছিল। তাহারা মুহূর্ত্ত পরে যখন পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিল তখন দস্যুদল অদৃশ্য

হইয়াছিল। (the bandits had vanished) কিছুকালপরে তাহাদের খালি গাড়ী বেজওয়াটারের একটি গলির ভিতর পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল।

সকলেরই আশঙ্কা হইয়াছিল সার হিল্‌টন চেম্বার্সের দেহ চূর্ণ হইয়াছে; তাঁহাকে জীবিত দেখিতে পাওয়া যাইবে—ইহা কেহই আশা করে নাই। কেহ গাড়ীর নিকট আসিবার পূর্ব্বেই ইঞ্জিন ফাটিয়া পেট্রলের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সেই আগুন দোকানের কেরোসিনের টিনের গুদামে পড়িয়া শত শত টিন কেরোসিন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, এবং অবিলম্বে সেই দোকান অগ্নিময় হইল, কিন্তু ফায়ার ব্রিগেড আসিয়া শীঘ্রই সেই অগ্নিরাশি নির্ব্বাপিত করায় দোকানখানি ধ্বংশমুখ হইতে রক্ষা পাইল। অবশেষে ডাক্তার মৃতদেহগুলি পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন, মোটরখানি বিধ্বস্ত হইবার পূর্ব্বেই দস্যুদের বন্দুকের গুলীতে মোটর-চালক ও আরোহীদের মৃত্যু হইয়াছিল। সার হিল্‌টন ও তাঁহার সঙ্গীরা প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রধান ডিটেক্‌টিভ-ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড ভ্রাম্যমান পুলিশের শকটে দস্যুদলের অনুসরণ করিতেছিলেন! তিনি মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "সার হিল্‌টন এবং আমাদের ইয়ার্ডের তিনজন বহুদর্শী কার্য্যদক্ষ ডিটেক্‌টিভ আজ দস্যুহস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। আমেরিকার এই গুণ্ডাগুলা আমাদের যে ক্ষতি করিল তাহা সহজে পূরণ হইবে না।"

মিঃ ব্লেক ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "উহাদের সাহস দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। তাহাদের অত্যাচারের সীমা নাই; এই অত্যাচার নিবারণের জন্য কঠোর উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। নতুবা তাহারা নির্ভয়ে লুণ্ঠন করিতে থাকিবে; কাহাকেও ভয় করিবে না, গ্রাহ্যও করিবে না। সার হিল্‌ঠনের জীবন বিপন্ন হইবে—ইহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমি তাঁহার গাড়ী পশ্চাতে ফেলিয়া দস্যুদের শকট ধরিবার জন্য সবেগে অগ্রসর হইতেছিলাম, আর এক মিনিটের মধ্যে আমি তাঁহার গাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিতাম, তাহাকে সতর্ক করিবারও সুযোগ পাইতাম; কিন্তু আমার চেষ্টা সফল হইবার পূর্ব্বেই এই অনর্থ ঘটিল!"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "তাঁহাকে সতর্ক করিবার প্রয়োজন ছিল না; দস্যুদের সঙ্গে কলের বন্দুক আছে তাহা তিনি জানিতেন। সার হিল্‌টন স্বেচ্ছায় ও-ভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি এই ভার অনায়াসেই আমাদের হস্তে অর্পণ করিতে পারিতেন। তিনি গাড়ী লইয়া আমাদের আগে যাইতেছিলেন, এজন্য আমরা দস্যুদের আক্রমণের সুযোগ পাই নাই, তাঁহার গাড়ীতে বাধা পাইয়াছিলাম; অবশেষে তাহাদের গুলীতে তাঁহাকেই মরিতে হইল। তিনি প্রাণপণ করিয়াও দস্যুদের গ্রেপ্তার করিতে পারিলেন না; তাহারা অক্ষত দেহে পলায়ন করিল। কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া তাঁহার আত্মবিসর্জ্জন বিফল হইল—ইহাই গভীর ক্ষোভের বিষয়।"

মিঃ ব্লেক ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "সার হিল্‌টন চমৎকার লোক ছিলেন। তাঁহার একমাত্র দোষ—তিনি অতিরিক্ত জেদী ছিলেন, ঠিক শূয়োরের গোঁ! প্রাণ থাক আর যাক—যাহা ধরিতেন তাহা করাই চাই। এইরূপ অসঙ্গত জীদের ফল যেরূপ হয় তাহাই হইয়াছে। তিনি তাবেদারদের কর্ত্তব্য-পথ নির্দ্দেশ করিলে, তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া পরিচালনের ব্যবস্থা করিলেই যথেষ্ট হইত, কিন্তু তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, স্বয়ং দস্যুদলকে গ্রেপ্তার করিতে দৌড়াইলেন, তাহার ফল এই হইল! কি ক্ষোভের বিষয়!'

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "এখন আমাদেব অবস্থা কবন্ধের মত! আমাদের দেহ আছে, মাথা নাই। কি দুর্ভাগ্যের বিষয়! এখন কে তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবে, আমাদিগকে কাহার তাঁবেদারী করিতে হইবে—পরমেশ্বরই তাহা জানেন। তা যিনিই স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পরিচালন-ভার গ্রহণ করুন, চীফ্ কমিশনার নিযুক্ত হউন, সার হিল্‌টনের মত উপরওয়ালা আমরা শীঘ্র পাইব না। সকল দিক দিয়াই আমাদের ক্ষতি হইল।"

ইউষ্টাস দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "যদি সেই নির্ব্বোধ ছোকরার দল গ্রীণ ক্যানারী ক্লাবে আমাদের কাযে বাধা না দিত, দস্যু সন্দেহে আমাদের

দুইজনকে ও-ভাবে না বাঁধিত, তাহা হইলে এই বিভ্রাট ঘটিত না; সাতাত্তর নম্বর গুণ্ডার দলের সকল লোক ধরা পড়িত, তাহার ফল অন্য প্রকার হইত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই জন্যই অদৃষ্ট মানিতে হয়। অদৃষ্টের লেখা কে খণ্ডন করিতে পারে? আমরা মনে করি সকল কায আমরা করিতেছি, আমরাই কর্ত্তা! কিন্তু যিনি কর্ত্তা, তিনি অলক্ষ্য থাকিয়া আমাদের দম্ভের পরিচয় পাইয়া হাসিতেছেন।"

পরদিন সকালে লণ্ডনের প্রত্যেক সংবাদ-পত্রে এই শোচনীয় দুর্ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইল। জনসাধারণ বহুদিন দস্যুদলের এরূপ দুঃসাহসের সংবাদ পাঠ করে নাই। প্রকাশ্য রাজপথে গুণ্ডাদল কর্ত্তৃক পুলিশ-কমিশনর সদলে নিহত! নগরবাসীগণ দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিল।

মার্কিণ গুণ্ডাদলের গুলীতে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অধ্যক্ষ (Scotland Yard's chief) নিহত হওয়ায় স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অবস্থা কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় সঙ্কটজনক হইল। দস্যুরা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইল; তাহাদের সন্ধানের কোন সূত্র আবিষ্কৃত হইল না।

সাধারণের ধারণা হইল—পুলিশ দস্যুদল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত যুদ্ধে গুণ্ডার দল জয় লাভ করিয়াছে, এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়ায় স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের শক্তি সামর্থ্যের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস শিথিল হইল। নগরবাসীগণ মনে করিল স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তৃত্বে ধন প্রাণ আর নিরাপদ নহে। যাহারা দলবদ্ধ গুণ্ডার কবল হইতে আত্মরক্ষায় অসমর্থ, তাহারা কিরূপে নগরবাসীগণকে তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার করিবে? আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্যের সিকাগো নগরে গুণ্ডার অত্যাচার প্রসিদ্ধ, পৃথিবীর কোন সভ্যদেশে তাহার তুলনা নাই। এই দুর্ঘটনার পর সকলে সিকাগো নগরের অবস্থার সহিত লণ্ডনের অবস্থার তুলনা করিতে লাগিল।

কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে এই সকল দস্যু দলবদ্ধ হইয়া শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল,

এবং তাহাদের সাহস ও অত্যাচার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছিল। মোটর-কারের সাহায্যে ডাকাতি যেন দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়াছিল; এমন কি, মোটর-কারের সাহায্যে তাহারা দিবালোকেও লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহারা পুলিশের সতর্কতা ও পাহারার কড়াকড়ি অগ্রাহ্য করিয়া দিবাভাগেই বড় বড় ব্যাঙ্ক ও মহাজনের গদী হইতে সহস্র সহস্র মুদ্রা আত্মসাৎ করিতেছিল। ব্যাঙ্ক ও বড় বড় কারখানা দস্যুদলের আক্রমণের আশঙ্কায় যথাযোগ্য পাহারার বন্দোবস্ত করিয়াও ধনসম্পত্তি রক্ষায় অকৃতকার্য্য হইল। দস্যুরা পাহারাওয়ালাদের সকল চেষ্টা বিফল করিয়া লুঠ করিতে লাগিল।

স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াও দস্যুদলনে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অধ্যক্ষ সার হিল্‌টন চেম্বার্স দীর্ঘকালের চেষ্টায় দস্যুদমনে অকৃতকার্য্য হইয়া যখন সংবাদ পাইলেন দস্যুরা সদলে পূর্ব্বোক্ত নৈশ ক্লাব আক্রমণ করিয়াছে,সেই মুহূর্ত্তেই তিনি তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার আশায় স্বয়ং তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন এরূপ সুযোগ সর্ব্বদা পাওয়া যায় না; এই জন্যই তিনি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ম্মচারীবর্গের উপর নির্ভর না করিয়া স্বয়ং কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন; ভ্রাম্যমান পুলিশ-বাহিনীও তৎক্ষণাৎ তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল, তাহাও জানিতেন। তাঁহার কর্ত্তব্যানুরাগ ও কার্য্যকুশলতার সহিত যাহাদের পরিচয় ছিল তাহারা তাঁহার শোচনীয় অপমৃত্যুর সংবাদে মর্ম্মাহত হইল। কিরূপ সঙ্কটে পড়িয়া তিনি এই অসমসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা জানিয়াও তাহারা তাঁহার বুদ্ধির নিন্দা করিতে লাগিল: কারণ, যে ঘটনাক্রমে হঠাৎ ঠকিয়া যায়, তাহা অপেক্ষা সকলেই অধিক বুদ্ধিমান!

যাহারা এই ভাবে লণ্ডনবাসীদের হৃদয়ে আতঙ্কসঞ্চার করিয়াছিল, যাহাদের অত্যাচারে নাগরিকবর্গের ধনপ্রাণ রক্ষা করা অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই বিদেশী গুণ্ডা—এই সংবাদে লণ্ডনের জনসাধারণ অধিকতর

অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের শতকরা নব্বই জন আমেরিকান গুণ্ডা। তাহারা স্বদেশে থাকিতেই সংবাদ পাইয়াছিল—লণ্ডন একটি মনোরম লুঠের মহাল; পরের মাথায় হাত বুলাইয়া পকেট পূর্ণ করিবার সুযোগ লণ্ডনে যেরূপ আছে, পৃথিবীর অন্য কোন রাজধানীতে সেরূপ নাই! লণ্ডন দস্যু তস্করগণের সুখের শিকার-ক্ষেত্র (a happy hunting ground) লণ্ডনের পুলিশ কর্ত্তব্যপালনের সময় নিরস্ত্র থাকে, এবং লণ্ডনের জনসাধারণ অটোমেটিক পিস্তল বা কলের বন্দুকের চেহারা কিরূপ তাহা জানে না! সুতরাং সেখানে পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করা অত্যন্ত সহজ।

মিঃ ব্লেক তাঁহার বেকার ষ্ট্রীটের গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া আহারে বসিয়া তাঁহার সুযোগ্য সহকারী স্মিথকে বলিলেন, "দেখ স্মিথ, আমার মনে হয় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে এখন একজন দৃঢ়চিত্ত কর্ম্মঠ নেতার প্রয়োজন। যাঁহার হস্তে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পরিচালন-ভার অর্পিত ছিল, দস্যুহস্তে তিনি নিহত হইয়াছেন। কর্ত্তারা এখন কাহাকে সেই পদে নিযুক্ত করিবেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; কিন্তু দৃঢ়সঙ্কল্প সাহসী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ ঐ কায চালাইতে পারিবে না।"

স্মিথ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "কর্ত্তা, এখন যদি উঁহারা আপনাকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন তাহা হইলে বর্ত্তমান সঙ্কটকালে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সম্মান রক্ষা হইতে পারে। গবর্মেণ্ট আপনার অপেক্ষা যোগ্যতর লোক আর কোথায় পাইবেন? যাঁহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে হইবে তাঁহার সাহস ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা থাকিলেই চলিবে না, তাঁহার বহুদর্শী ও কার্য্যদক্ষ হওয়াও প্রয়োজন। কাল রাত্রে আপনারা যখন দস্যুদলের অনুসরণ করিতেছিলেন, সেই সময় আমি আপনাদের সঙ্গে থাকিলে আনন্দিত হইতাম। আপনাকে যখনই কোন লোমহর্ষণ সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হয়, ঠিক সেই সময়টিতেই আমি আপনার সঙ্গে থাকিতে পাই না—ইহা আমার দুর্ভাগ্য!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন "কাল সেই সময় তুমি আমার সঙ্গে থাকিলে সেই লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিয়া খুসী হইতে পারিতে না। আমার বিশ্বাস, তুমি

২০৬৭৩ | ৩৮. ১১|১|১৩৮০

অত্যন্ত বিচলিত হইতে। আমাদের বন্ধু ইউষ্টাস ক্যাভেণ্ডিস্ আমার সঙ্গে ছিল ; সে বলিতেছিল সেই ভীষণ কাণ্ড দেখিয়া তাহার মনে এরূপ আঘাত লাগিয়াছে যে, চব্বিশ ঘণ্টা না ঘুমাইলে তাহার মন স্থির হইবে না, তাহার মানসিক চাঞ্চল্য দূর হইবে না। সুতরাং আমাদের সঙ্গে না যাওয়ায় তোমার আক্ষেপের কারণ নাই।"

স্মিথ বলিল, "লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিয়া আমি খুসী হই, এ কথা ত আমি বলি নাই কর্ত্তা! আমার কথা এই যে, আপনি বিপন্ন হইলে আমি আপনার বিপদের অংশ গ্রহণ করিতে উৎসুক।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার এই উচ্চাভিলাষ প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু উহা বিজ্ঞের মত কথা নহে। তুমি আমার সঙ্গে থাকিলে আমাদের কাহারও কোন উপকার করিতে পারিতে না, তোমার সাহায্যে আমাদের চেষ্টাও সফল হইত না ; তুমি কোনও কাযে লাগিতে না। অথচ তোমার জীবন বিপন্ন হইবার আশঙ্কা ছিল। যাহা হউক, ঐ পাত্রটায় যে কাফি আছে তাহা এক পেয়ালা হইবে কি না দেখ। ইউষ্টাসের জন্য এক পেয়ালা কাফির প্রয়োজন হইতে পারে।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু তিনি ত এখানে নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নাই বটে, কিন্তু এখনই সে আসিবে। তাহার চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমের এখনও অনেক বাকি বটে, কিন্তু আশা করি চব্বিশ ঘণ্টা না ঘুমাইলেও তাহার মন স্থির হইয়াছে।"

দুই মিনিট পরেই ইউষ্টাস ক্যাভেণ্ডিস সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। স্মিথ সিঁড়িতে তাঁহার পদশব্দ শুনিতে পায় নাই, এ জন্য তাঁহার আকস্মিক আবির্ভাবে সে অত্যন্ত বিস্মিত হইল। ইউষ্টাস সেখানে আসিবেন ইহাই বা মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিট পূর্ব্বে কিরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন তাহাও স্মিথ বুঝিতে পারিল না। ইউষ্টাসের দেহ প্রাভাতিক পরিচ্ছদে আবৃত ছিল ; তাঁহার পায়ের জুতা হইতে মাথার টুপি পর্য্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ এবং বিলাসিতার নিদর্শন।

ইউষ্টাস হাসিয়া বলিলেন, "সেলাম আলেকম, ভাই ছাহেব!—উনি কি চিজ? কাফি? ধন্যবাদটা অবশ্যই আপনার প্রাপ্য, সুতরাং তাহার খয়রাতে কৃপণতা করিব না; কিন্তু ঐ বিষাক্ত পানীয় আমি স্পর্শ করি না।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে ইউষ্টাসের মুখের দিকে চাহিলেন,—সুরার আস্বাদন ভিন্ন যাহার গলা শুকাইয়া কাঠ হয়, সে বলিতেছে কাফি বিষাক্ত পানীয়!

ইউষ্টাস মিঃ ব্লেকের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "কিন্তু আতিথ্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বিষপানেও আমার আপত্তি নাই, অতএব—" তিনি তৎক্ষণাৎ কাফির পেয়ালাটি শূন্যগর্ভ করিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি আসিতেছ তাহা দুই মিনিট পূর্ব্বেই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তোমার গাড়ীর বৈদ্যুতিক হর্ণের শব্দ আমার সুপরিচিত; অন্য যে কোন গাড়ীর হর্ণের শব্দের সহিত তাহার পার্থক্য বুঝিতে পারি।"

ইউষ্টাস বলিলেন, "কাফি যদি ভাল করিয়া প্রস্তুত করা হয় তাহা হইলে তাহা পান করিয়া বেশ আরাম পাওয়া যায়। আপনার বাড়ীতে যে কাফি তৈয়ারী হয় তাহা অমূল্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাল বলিয়াছিলে চব্বিশ ঘণ্টা না ঘুমাইলে তোমার বুকের ধড়ফড়ানীর নিবৃত্তি হইবে না; কিন্তু এখনও ত চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ণ হয় নাই, তবে?"

ইউষ্টাস হাসিয়া বলিলেন, "কিছু ছুট্-বাদ আছে। রাত্রি তিনটার পূর্ব্বে আমি ঘুমাইতে পারি নাই; তাহার পর সকালে উঠিয়া অনেক কায শেষ করিয়াছি। কাল গ্রে-প্যাস্থারের যে দৌড় দেখিয়াছিলাম, তাহার কথা বহুকাল স্মরণ থাকিবে।"

অতঃপর ইউষ্টাস প্রফুল্ল চিত্তে মিঃ ব্লেকের সহিত কিঞ্চিৎ আহার করিলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহার প্রফুল্লতায় বিস্মিত হইলেন; কিন্তু তাহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইয়াছিল পূর্ব্ব-রাত্রের দুর্ঘটনার পর তিনি ইউষ্টাসকে বিষণ্ণ দেখিবেন।

মিঃ ব্লেক তাঁহাকে তাঁহার প্রফুল্লতার কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন সেই সময় মিসেস্ বার্ডেল একখানি আড়ম্বরপূর্ণ চৌকা লেফাপা লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। লেফাপাখানির পিঠে একটি বৃহৎ মোহর অঙ্কিত ছিল। একজন পদাতিক তাহা লইয়া আসিয়াছিল। মিসেস্ বার্ডেল মিঃ ব্লেককে তাহা দিতে আসিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক মিসেস্ বার্ডেলের নিকট হইতে পত্রখানি গ্রহণ করিলে ইউষ্টাস বলিলেন, "হোম-আফিসের চিঠি?"

মিঃ ব্লেক তাঁহার মুখের উপর কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "কিরূপে জানিলে ইহা হোম-আফিসের পত্র?"

ইউষ্টাস বলিলেন, "কিঞ্চিৎ বুদ্ধি খরচ করিয়া। প্রকাণ্ড চৌকা লেফাপা, পুরু কাগজ, পিঠে সরকারী মোহর-আঁকা,—উহা প্রেমলিপি বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ নাই।"—মিঃ ব্লেক পত্রখানি খুলিয়া দেখিলেন উহা লর্ড হলিন্-ষ্টনের স্বহস্তলিখিত আধা-সরকারী পত্র। হোম সেক্রেটারী লর্ড হলিন্ষ্টন কোন কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া, মিঃ ব্লেককে অবিলম্বে হোম-আফিসে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক পত্রখানি পাঠ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "তাঁহার অনুরোধ আমাকে রক্ষা করিতেই হইবে। গত রাত্রের দুর্ঘটনা সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইয়াছে—এরূপ অনুমান করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।"

ইউষ্টাস বলিলেন, "কেবল কি আলাপ মাত্র? আমার বিশ্বাস, আপনার সহিত সাক্ষাতের অন্য উদ্দেশ্যও আছে। স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হঠাৎ অভিভাবক-হীন হইয়াছে, এ কথাটিও ত আপনার ভুলিলে চলিবে না।"

মিঃ ব্লেক কিঞ্চিৎ বিরক্তি ভরে বলিলেন, "সে কথা স্মরণ রাখিবার কি আমার কোন প্রয়োজন আছে? তোমার কথাগুলি প্রহেলিকার মত দুর্ব্বোধ্য। তুমি আমার সঙ্গে রহস্য করিতেছ কি না ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।"

ইউষ্টাস বলিলেন, "আমি আপনার সঙ্গে রহস্য করিব? অসম্ভব! তবে

একটা কথা আপনাকে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তাহা শুনিয়া আপনি রাগ করিবেন না। আপনি ত জানেন আমার পিতার সহিত গবমেণ্টের সম্বন্ধ আছে. তিনি মন্ত্রীসভার সদস্য কি না। আজ সকালে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহার সহিত দুই একটি জরুরি কথার আলোচনা করিয়াছিলাম; সেগুলি ঘরের কথা নয়, সরকারী দপ্তরের কথা। আমার কৌতূহল বোধ হয় একটু মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল. এজন্য আমাকে দুই একটি কড়া কথাও শুনিতে হইয়াছিল। কিন্তু আমি জানি লর্ড হলিনষ্টন মন্ত্রী-সমাজেই কেবল বাবার সহযোগী নহেন, এক সময় তাঁহারা সহপাঠীও ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের বন্ধুত্বের অভাব নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে এ তোমারই কীর্ত্তি, স্ফূর্ত্তিবাজ গদ্দভ।" (cheerful idiot !)

ইউষ্টাস প্রচণ্ডবেগে মাথা নাড়িয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "নিশ্চয়ই নয়; আমি ইঙ্গিতে একটু আভাস দিয়াছিলাম মাত্র। তাহার পর যথা-সময়ে কথাটা হোম সেক্রেটারীর কানে উঠিয়াছিল এবং কানের ভিতর দিয়া তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। তাহার পর তিনি কি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছেন তাহা তিনিই জানেন। রাজ-পারিষদের মস্তিষ্কে রাজনীতির আবাদে কি ফসল উৎপন্ন হয়—তাহা আমাদের মত রাজনীতি-শাস্ত্রে আনাড়ীর জানিবার সম্ভাবনা নাই। তবে আমার বিশ্বাস, কথাটি প্রধান মন্ত্রীর কানেও প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাঁহার মস্তিষ্কও আলোড়িত হইয়াছিল। এই আলোচনার কিরূপ ফল হইয়াছে তাহা সরকারী দপ্তরের লাল্ল ফিতার বাণ্ডিলে দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকিবে বলিয়া মনে হয় না।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া ইউষ্টানের কাঁধে একটি ধাক্কা দিলেন, তাহার পর বলিলেন, "তুমি তলে তলে খেলিয়াছ ভালই; কিন্তু আমার বিশ্বাস, কার্য্যতঃ কিছুই হইবে না। আমি বন্ধনহীন স্বাধীন মানুষ, আমি কোন্ প্রলোভনে সেই স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া শৃঙ্খলের মোহে আকৃষ্ট হইব?"

ইউষ্টাস বলিলেন, "কিন্তু অবস্থানুসারে—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কোন অবস্থাতেই আমি স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত নহি। তুমি খেয়ালের বশে যে ভুল করিয়া বসিয়াছ তাহা সমর্থনের অযোগ্য এবং তাহার ফল প্রীতিকর হইবে না।"

ইউষ্টাস্ এক চোখে চশমা আঁটিয়া কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তৃতীয় তরঙ্গ

মিঃ ব্লেক পুলিশের কর্ত্তা

লর্ড হলিন্‌ষ্টন তাঁহার আফিসে উপবিষ্ট। মিঃ ব্লেক তাঁহার সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিয়া ছিলেন। লর্ড হলিন্‌ষ্টনের মুখ গম্ভীর, তাঁহার মৌন গাম্ভীর্য্য হোম-আফিসের গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত করিতেছিল। অদূরে হোয়াইট হলের পথের দুই একখানি শকটের শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ সেই কক্ষে শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল না।

লর্ড হলিন্‌ষ্টন গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "দেখুন মিঃ ব্লেক, অবস্থাটা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে অধিক আলোচনা অনাবশ্যক, কারণ আপনি সকল কথাই জানেন; আপনার অভিজ্ঞতা আমার অপেক্ষা অল্প নহে। সার হিল্‌টনের শোচনীয় মৃত্যুতে সমগ্র দেশে গভীর বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে, শাসনশক্তির মর্য্যাদাও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। পুলিশের উপর জনসাধারণের বিশ্বাস শিথিল হইয়াছে; তাহারা ভীত, উৎকণ্ঠিত, হতাশ হইয়াছে। তাহাদের আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা দূর করিয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিতে হইলে এখন কোন একটা নূতন ব্যবস্থা করিতেই হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার প্রস্তাব সম্পূর্ণ সঙ্গত। রোগ নির্ণীত হইয়াছে; কিন্তু এ রোগের ঔষধ কি? আপনাকেই তাহা আবিষ্কার করিতে হইবে।"

লর্ড হলিন্‌ষ্টন বলিলেন, "আমাদের আন্দোলন আলোচনা জনসাধারণের নিকট গোপন রাখিতে হইবে; অথচ আমাদিগকে এরূপ কোন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে,যে সংবাদ প্রকাশিত হইলে জনসাধারণ আনন্দিত হইতে পারে—সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে এরূপ তুমূল আন্দোলন উপস্থিত হয় যাহাতে সকল ভয়, সংশয় ও দুশ্চিন্তা ভাসিয়া যাইতে পারে। গুণ্ডাগুলার অত্যাচার ক্রমশঃ অসহ্য

হইয়া উঠিয়াছে ; তাহাদের সাহসও দিন দিন বাড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং তাহাদের দমনের জন্য আমাদিগকে এরূপ কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে যে, তাহারা যেন বুঝিতে পারে— তাহাদের গুণ্ডামী ও অত্যাচার নিবারণের ব্যবস্থা হইয়াছে। নতুবা আবার হয় ত কোথাও আগুন জ্বলিয়া উঠিবে ; তাহাতে অনেককেই সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে। এই জন্য আমার ইচ্ছা, আজই স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একজন নূতন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু যাঁহার নিয়োগে জন-সাধারণ সন্তুষ্ট হইতে পারে, যাঁহার শক্তিতে আমাদের অগাধ বিশ্বাস আছে, যাঁহারা নামে দস্যুদের মনে আতঙ্ক সঞ্চার হয়—এরূপ লোক এই পদে নিযুক্ত করিতে হইবে ; যেন তাঁহার নিয়োগে জনসাধারণ বুঝিতে পারে তিনি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সম্মান ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু সেরূপ লোক কোথায় ? আপনি কাহাকে এই পদে নিযুক্ত করিতে উৎসুক হইয়াছেন ?”

হোম সেক্রেটারী বলিলেন, “সেরূপ লোক এদেশে একজনই আছেন ; এবং তাঁহাকেই আমরা এই দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনি কাহার কথা বলিতেছেন ?”

হোম সেক্রেটারী গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “আপনিই এই পদের যোগ্য ব্যক্তি। কোন যোগ্যতর লোকের কথা আমি জানি না।”

মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন, তাহার পর বলিলেন, “আমার সম্বন্ধে আপনার উচ্চ ধারণার পরিচয় পাইয়া সুখী হইলাম, এজন্য আপনি আমার ধন্যবাদের পাত্র ; কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে যে—”

হোম সেক্রেটারী তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, “আমার সকল কথা আগে শুনিয়া লউন। আপনি হঠাৎ কোন মতামত প্রকাশ করিবেন না। জন-সমাজ বিপন্ন ; আতঙ্কাভিভূত প্রজাসাধারণের পক্ষ হইতে আমি আপনাকে এই অনুরোধ করিতেছি। আপনি দস্যু-ভীতি হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করুন। এই চাকরী গ্রহণ করিলে আপনার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে ; কিন্তু সাধারণের কল্যাণের জন্য আমি আপনাকে কিঞ্চিৎ স্বার্থত্যাগ করিতে

অনুরোধ করিতেছি। যিনি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিয়া দস্যু তস্করদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিতে পারিবেন, (crush it out of existance) কঠোর হস্তে শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই এই পদে নিযুক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। আপনিই সেই ব্যক্তি।"

মিঃ ব্লেক কি বলিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু হোম সেক্রেটারী হাত তুলিয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "আমার কথা এখনও শেষ হয় নাই।—আমি ব্যক্তিগত ভাবে আপনার নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপিত করি নাই; মন্ত্রী-সমাজের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের সম্মতিক্রমেই আমি আপনার নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছি। আমি আপনার পক্ষপাতী—এ সংবাদ বোধ হয় আপনার অজ্ঞাত নহে; কিন্তু মন্ত্রীসভায় স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অধ্যক্ষ-নিয়োগের প্রস্তাব উঠিলে আমি আপনার সম্বন্ধে প্রথমে কোন কথা বলি নাই; প্রধান মন্ত্রীই স্বয়ং আপনার নাম উত্থাপিত করিয়াছিলেন। হাঁ, আমি যাঁহাকে এই পদের যোগ্য বলিয়া মনোনীত করিয়াছি তিনি তাঁহারই নাম উল্লেখ করিলেন; ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। অল্পকাল পরে লর্ড হলষ্টেডও আমাদের সভায় যোগদান করিয়া প্রস্তাব করিলেন—আপনাকেই এই পদে নিযুক্ত করা হউক। মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যও আপনাকে এই পদে নিযুক্ত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন; সুতরাং সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমরা আপনাকেই এই পদে নিযুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছি। এই পদে আপনার নিয়োগ অপরিহার্য্য।"

মিঃ ব্লেক ধীরভাবে বলিলেন, "দেখুন লর্ড হলিন্‌ষ্টন, যে চাকরী গ্রহণে আমাকে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করিতে হইবে, উচ্চ বেতন ও সম্মানের লোভে আমি সেই পদ গ্রহণ করিতে পারিব না। তবে যদি আমার স্বাধীনতা নষ্ট না হয়, আমি নিজের ইচ্ছায় চলিতে পারি—তাহা হইলে এই পদ গ্রহণে আমার আপত্তির কোন কারণ দেখি না; কিন্তু আমি চাকরী করিব, অথচ আমার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে—এরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে না। এ অবস্থায় আমি আপনার প্রস্তাবে কিরূপে সম্মত হইতে পারি?"

হোম সেক্রেটারী বলিলেন, "আপনি এই পদ গ্রহণ করিলে আপনাকে অস্থায়ী ভাবে আপনার পেশা বন্ধ করিতে হইবে ;—যত দূর বুঝিতেছি ইহাই আপনার আপত্তির প্রধান কারণ। কিন্তু দীর্ঘকাল আপনাকে এই অসুবিধা সহ্য করিতে হইবে না। আপনি অতি অল্প দিনের মধ্যেই গুণ্ডাগুলাকে দমন এবং দস্যু তস্করদল নির্ম্মূল করিয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে সকল সঙ্কট হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন। তাহার পর আপনি পদত্যাগ করিলেও কোন অসুবিধা হইবে না। আপনি পদত্যাগ করিলে কাহাকে এই পদে নিযুক্ত করা যাইবে তাহাও ভাবিয়া দেখিয়াছি, এবং দুইজনের নাম আমার মনে হইয়াছে। একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল লক, দ্বিতীয় ব্যক্তি সার রড্‌লি হুইটগিফ্‌ট।"

মিঃ ব্লেক উৎসাহ ভরে বলিলেন, "উভয়েই অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি ; আপনারা আমাকে ছাড়িয়া দিয়া ইঁহাদেরই একজনকে এই পদে নিযুক্ত করুন।"

হোম সেক্রেটারী বলিলেন, "হাঁ, তাঁহারা বিখ্যাত যোদ্ধা, সাহসী বীর-পুরুষ ; তাঁহাদের একজন নিয়োগের কথা শুনিলে জন সাধারণ প্রীতিলাভ করিবে, আশ্বস্ত হইবে—সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা কি গুণ্ডাদের দমন করিতে, দস্যু-তস্করদের বিধ্বস্ত করিতে পারিবেন ? ইহাই যে আমাদের প্রধান সমস্যা ! যাঁহারা বিখ্যাত যোদ্ধা, সৈন্য-পরিচালনে ও যুদ্ধজয়েই তাঁহাদের কৃতিত্ব। কিন্তু দেশের আভ্যন্তরিক শান্তিরক্ষার জন্য, আইনের সম্মান ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যে কার্য্যনৈপুণ্য, যে তৎপরতা, যে মানব-হৃদয়জ্ঞতা এবং যে সকল বিষি ব্যবস্থা প্রণয়ন ও পরিচালনের প্রয়োজন, তাহা ত তাঁহাদের নিকট আশা করিতে পারি না। তাঁহারা কার্য্যভার গ্রহণ করিলেও কায কর্ম্ম বুঝিয়া লইতেই তাঁহাদের তিন মাস—হাঁ, ন্যূনকল্পে তিন মাস সময় লাগিবে ; সেই সময়ের মধ্যেই যে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কার্য্যপদ্ধতি অচল হইয়া উঠিবে। কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই সকল কার্য্যের সুব্যবস্থা করিতে পারেন—এরূপ অভিজ্ঞ ব্যক্তি এদেশে আপনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ নাই। হাঁ, আপনিই সেই লোক মিঃ ব্লেক !" (you are that man Mr. Blake !)

তিনি ক্ষণ কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "কর্ত্তা, আপনার অনুকূলে একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি যে, আপনি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াই সকল কার্য্যের সুব্যবস্থা করিতে পারিবেন ; কিন্তু অন্য যাঁহাকেই এই পদে নিযুক্ত করা হউক, আর তিনি যতই বুদ্ধিমান ও কর্ম্মঠ লোক হউন, স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রত্যেক বিভাগের কায বুঝিয়া লইয়া দস্যুদলন ও গুণ্ডা-শাসন করিতে তাঁহার অনেক বিলম্ব হইবে। সেই বিলম্বের ফল দেশের আভ্যন্তরিক শান্তি ও কল্যাণের প্রতিকূল। অথচ আপনি যে মুহূর্ত্তে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে প্রবেশ করিয়া পুলিশের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন; সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আপনি কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। (you could commence action) যাহারা আইন অমান্য করিয়া দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট করিতেছে তাহাদিগকে অনতিবিলম্বে বিধ্বস্ত করাই সর্ব্ব-প্রথম কর্ত্তব্য।"

মিঃ ব্লেক হোম সেক্রেটারীর যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করিতে পারিলেন না ; সুতরাং তাহা খণ্ডনের চেষ্টা সম্পূর্ণ নিস্ফল হইবে—ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। যদি তিনি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে দস্যুদলের উচ্ছেদ-সাধনে ও গুণ্ডাদমনে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন, এবিষয়ে তাঁহারও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তিনি লর্ড হলিন্‌ষ্টনের প্রস্তাবে সম্মতিদান করিতে পারিলেন না। এই দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ পদে নিযুক্ত করিতে পারা যায়—এরূপ লোক আর কেহ আছেন কি না তাহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। সমগ্র ইংল্যাণ্ডে কি সেরূপ সুদক্ষ যোগ্য লোক আর কেহই নাই ? লর্ড হলিন্‌ষ্টনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য তাঁহার আন্তরিক আগ্রহ ছিল—একথা বলা যায় না ; বরং এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ সম্মানের পদ গ্রহণের জন্য তাঁহার একটু লোভই হইয়াছিল। বস্তুতঃ, প্রস্তাবটি তাঁহার অপ্রীতিকর হয় নাই ; কিন্তু স্বাধীনতা নষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় পদগৌরবের লোভ সংবরণ করাই তাঁহার কর্ত্তব্য মনে হইয়াছিল। স্বাধীনতার বিনিময়ে তিনি স্বর্গসুখও প্রার্থনীয় মনে করিতেন না।

মিঃ ব্লেক আরও কয়েক মিনিট চিন্তার পর বলিলেন, "লর্ড হলিন্‌ষ্টন, আমি এক সর্ত্তে এই পদ গ্রহণ করিতে পারি।"

তাঁহার কথা শুনিয়া হোম সেক্রেটারীর চক্ষু মুহূর্ত্তের জন্য আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্ত্তপরেই তাঁহার উল্লাস অন্তর্হিত হইল; তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিলেন "পরমেশ্বরের দোহাই, মিঃ ব্লেক, আপনি যদি এই পদ গ্রহণে সম্মতি দান করেন, তবে ইহার সঙ্গে কোন সর্ত্ত-টর্ত্ত জড়াইবেন না। আপনি বিনাসর্ত্তে ইহা গ্রহণ করুন। আমাদের দেশের সঙ্কটের কথা চিন্তা করিয়া—"

মিঃ ব্লেক হোম সেক্রেটারীর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "দয়া করিয়া আগে আমার সকল কথা শুনিয়া, আপনার যাহা বলিবার আছে পরে বলিবেন। আপনি আমাকে এই গৌরবজনক পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, আমার সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেছেন, সেজন্য আমার মৌখিক কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ বাহুল্যমাত্র। আপনার এই প্রস্তাব শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, আমার যোগ্যতা সম্বন্ধে আপনার বিশ্বাস কিরূপ গভীর; সুতরাং আমার কোন ব্যবহারে এই বিশ্বাস শিথিল না হয় তাহাই আমার প্রধান কর্ত্তব্য। এইজন্যই আমি সরল ভাবে আপনাকে জানাইতেছি—এই চাকরী লইলে আমার স্বাধীনতা নষ্ট হইবে বলিয়াই আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিতেছি না। যদি আমার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকিত, তাহা হইলে আমি আপনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতাম না। চাকরী লইয়া যদি আমার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে তাহা হইলে আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি। এ অবস্থায় ঐরূপ একটি সর্ত্ত কি অপরিহার্য্য নহে? আমার নিজের অনেক কায কর্ম্ম আছে, সেজন্য আমার সময়ের প্রয়োজন হইবে। হয় ত আফিস ছাড়িয়া আমাকে স্থানান্তরে যাইতে হইবে। তাহাতে সরকারী কাযের ক্ষতি হইতে পারে; আমার কর্ত্তব্যেরও ত্রুটি হইতে পারে। এ অবস্থায় কি করিয়া আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি? তবে আমার প্রয়োজন হইলে যদি আমাকে ছুটী দেওয়া হয়,

আমাকে স্থানান্তরে যাইতে দেওয়া হয়, এবং সরকারী কায বন্ধ রাখিয়াও আমাকে নিজের কায শেষ করিবার অনুমতি দেওয়া হয়—তাহা হইলে আমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিতে পারি। সরকারী চাকরীর অনুরোধে আমি নিজের কায নষ্ট করিতে পারিব না।"

হোম সেক্রেটারী বলিলেন, "কিন্তু মহাশয়, আপনি যে অতি অসঙ্গত কথা বলিতেছেন! যাঁহাকে বিচারকের পদে নিযুক্ত করা হইবে তিনি যদি বলেন, 'আমি জজিয়তি করিব বটে, কিন্তু ওকালতি ছাড়িতে পারিব না। মক্কেল আসিলে আমাকে তাঁহার ওকালতিও করিতে হইবে।'—তাহা হইলে সেই প্রস্তাব যেমন সমর্থনের অযোগ্য, আপনার এই প্রস্তাবটিও সেইরূপ অসঙ্গত। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কোন জটিল রহস্যভেদে আপনি ব্যস্ত আছেন, সেই সময় কোন মক্কেলের স্বার্থ রক্ষার জন্য আপনাকে ইংল্যাণ্ডের অন্য প্রান্তে যাইতে হইল—এ অবস্থায় পুলিশ-কমিশনরের কায কিরূপে চলিবে? তবে যদি কাহাকেও ডেপুটি কমিশনর নিযুক্ত করা হয় তাহা হইলে কমিশনরের অনুপস্থিতিতে তাহার দ্বারা কায চলিতে পারে বটে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি ঐরূপ সর্ত্তের কথাই বলিতেছিলাম; অর্থাৎ আমার অনুপস্থিতির সময় আমার পরিবর্ত্তে কায চালাইতে পারে—এরূপ একজন ডেপুটি কমিশনর নিযুক্ত করিলে আমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিতে পারি; নতুবা আমার স্বার্থ নষ্ট করিয়া, স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করিয়া ঐ পদ গ্রহণ করা আমার অসাধ্য হইবে।"

হোম সেক্রেটারী বলিলেন, "আপনার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার জন্যই আপনাকে পুলিশ কমিশনরের পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে; আপনার অনুপস্থিতিকালে যাহার হস্তে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ভার প্রদত্ত হইবে, তাহারও আপনার মতই যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। আপনার সমকক্ষ ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেও ডেপুটি কমিশনরের পদে নিযুক্ত করা সঙ্গত নহে; কিন্তু সেরূপ উপযুক্ত লোক আমরা কোথায় পাইব?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি একজনকে জানি—সে সর্ব্বত্র সুপরিচিত, বিখ্যাত

ব্যক্তি ; যে সকল দুর্দ্দান্ত গুণ্ডা ও দস্যু সংপ্রতি লণ্ডনের শান্তিভঙ্গ করিতেছে, যাহাদের অত্যাচারে লণ্ডনবাসীগণ আতঙ্কে বিহ্বল হইয়াছে—তাহারা এই ব্যক্তিকে যমের মত ভয় করে। তাহার নাম আপনারও অজ্ঞাত নহে। হাঁ, রিউপার্ট ওয়াল্‌ডোর নাম আপনার সুপরিচিত। আপনি যদি তাহাকে আমার সমান ক্ষমতা ও দায়িত্ব-ভার অর্পণ করিয়া ডেপুটি কমিশনরের পদে নিযুক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিতে সম্মত আছি।”

রিউপার্ট ওয়াল্‌ডোর নাম শুনিয়া হোম সেক্রেটারী লর্ড হলিন্‌ষ্টন গভীর উত্তেজনাভরে লাফাইয়া উঠিলেন,—যেন বিষধর সর্প তাঁহার পদপ্রান্তে ফণা তুলিয়া তাঁহাকে দংশনোদ্যত হইল! তিনি বিচলিত স্বরে বলিলেন, “কি নাম বলিলেন? রিউপার্ট ওয়াল্‌ডো! যে লোকটা ‘মুস্কিল-আসান’—এই নাম গ্রহণ করিয়া বহুলোককে প্রকাশ্য ভাবে প্রতারিত করিতেছে,—তাহাদের সঙ্কট দূর করিবার লোভ দেখাইয়া কৌশলে বহু নির্ব্বোধ ধনাঢ্য ব্যক্তির অর্থ শোষণ করিতেছে? আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই নির্লজ্জ ভণ্ড চেয়ারিংক্রশে একটা আফিস খুলিয়া পুলিশের চক্ষুর উপর লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে, অথচ এপর্য্যন্ত তাহার প্রতারণা ও ভণ্ডামীর শাস্তি দেওয়ার কোন ব্যবস্থা হইল না! রিউপার্ট ওয়াল্‌ডোকে আপনার সঙ্গে পুলিশের ডেপুটি কমিশনরের পদে নিযুক্ত করিতে হইবে? আপনি আর লোক খুঁজিয়া পাইলেন না? আপনার প্রস্তাব শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি!”

মিঃ ব্লেক হোম সেক্রেটারীর তীব্র মন্তব্য শুনিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; তিনি স্বাভাবিক স্বরে বলিলেন, “আমার বিশ্বাস আপনি মিঃ ওয়াল্‌ডোর প্রতি অবিচার করিলেন। আমি স্বীকার করি, তাহার আচরণে যথেষ্ট স্পর্দ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু সে জনসাধারণকে মিথ্যা কথায় ভুলাইয়া তাহাদের অর্থ শোষণ করিতেছে, মিথ্যা প্রলোভনে তাহাদিগকে প্রতারিত করিতেছে—তাহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আদৌ সত্য নহে। সে ‘মুস্কিল-আসান’ এই দম্ভপূর্ণ নাম গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু সত্যই আইনসঙ্গত উপায়ে

অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। সে যাহাদের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের কাহাকেও প্রতারিত করে নাই; সকলেই তাহার সহায়তায় নানা ভয়ানক সঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছে। যদিও তাহার কার্য্যপ্রণালী কখন কখন ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন করে, এবং অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কোন দিনও সে ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে নাই। আমি তাহাকে আমার সহযোগীর পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলাম; ইহাতেই আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন তাহার সাধুতায় ও দায়িত্বজ্ঞানে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহার যোগ্যতার অভাব থাকিলে আমার মুখে আপনি এই প্রস্তাব শুনিতে পাইতেন না। ইহা হইতেই আপনি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে আমার ধারণা কিরূপ উচ্চ।"

হোম সেক্রেটারী অসন্তুষ্ট ভাবে বলিলেন, "আপনার উচ্চ ধারণাটা গোপন রাখিলেই শোভন হইত। আমি জানি ওয়াল্‌ডো দস্যুবৃত্তি ও গুণ্ডামী করিয়া জেল খাটিয়াছিল; জেলখানা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া এখন বোধ হয় সে সাধু সাজিয়াছে! সে দীর্ঘকাল স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। সে পূর্ব্বে অদ্ভুতকর্ম্মা বলিয়া নিজের পরিচয় দিত, এবং গুণ্ডামীতে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়া লোকের বাহবা পাইত। পুলিশ তাহার হস্তে বহুবার লাঞ্ছিত হইয়াছে। এই লোক সম্বন্ধে আপনার ধারণা অত্যন্ত উচ্চ, এবং সেই কথা আপনি অসঙ্কোচে আমার নিকট প্রকাশ করিলেন!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার সকল কথাই সত্য। কিন্তু এখন তাহার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক; বিশেষতঃ, উপস্থিত ক্ষেত্রে আপনাদের যেরূপ লোকের প্রয়োজন ওয়াল্‌ডো ঠিক সেইরূপ লোক। তাহার সাহস অসীম, ফন্দি ফিকিরে সে অপরাজেয়, তাহার পরাক্রম অতুলনীয়, এবং সঙ্কল্পে সে অটল। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কার্য্যপ্রণালী তাহার সুপরিজ্ঞাত; দস্যু তস্কর প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা আমার অপেক্ষা অল্প নহে, বরং অধিক।"

লর্ড হলিন্‌ষ্টন বিরাগ ভরে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "কিন্তু সে দাগী

অপরাধী। মিঃ ব্লেক, আপনার অসঙ্গত, অযৌক্তিক সর্ত্তটি ত্যাগ করুন। যদি আপনি সেই দাগী বদমায়েস্‌টার পরিবর্ত্তে কোন যোগ্য ব্যক্তির—"

মিঃ ব্লেক সে কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,"কয়েক বৎসর হইতে ওয়ালডো সাধু-ভাবে জীবন যাপন করিতেছে; আফিসের কাগজ.পত্রেও আপনি তাঁহার বিরুদ্ধে নূতন কোন অভিযোগ পাইবেন না। যখন তাহার দুর্নাম প্রচারিত হইয়াছিল, তাঁহার অপরাধের জন্য সে অভিযুক্ত হইয়াছিল, তখনও সে ন্যায়েরই সমর্থন করিত। এখন সে যে সকল কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া তাহার বিপুল শক্তির পরিচয় দিয়া থাকে, সেই সকল কার্য্য বে-আইনী নহে। আমার বিশ্বাস, [illegible] জন সাধারণের আতঙ্ক দূর করিবার জন্য ও গুণ্ডাদলের দলনে সে তাহার সকল শক্তি প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। আপনাদের কার্য্যোদ্ধারের জন্য তাহার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি সংগ্রহের আশা নাই। তাহাকে সহযোগী-রূপে পাইলে আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি। আমার এই সর্ত্তের কথা স্মরণ রাখিয়া আপনি কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। আমার আর কিছুই বলিবার নাই।"

মিঃ ব্লেক হোম সেক্রেটারীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, হোম সেক্রেটারী বিচলিত চিত্তে প্রধান মন্ত্রীর (Prime Minister) সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মন্ত্রী সভার অন্যান্য সদস্যও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রীসভার একাধিক সদস্য মিঃ ব্লেকের প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন দেখিয়া লর্ড হলিনষ্টনের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

মন্ত্রীসভার একজন সদস্য এই প্রসঙ্গে বলিলেন, "রবার্ট ব্লেকের প্রস্তাবে মৌলিকতা আছে! এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে দেশব্যাপী আন্দোলনের আশঙ্কা আছে বটে, তথাপি বর্ত্তমান সঙ্কট-কালে এই প্রস্তাব সমর্থনের অযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। ওয়াল্‌ডোর সাহস ও শক্তি অসাধারণ; তাহাকে কার্য্যক্ষেত্রে ব্লেকের পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিলে অপরাধীরা ভীত ও স্তম্ভিত হইবে। ওয়াল্‌ডো যখন নানা অপরাধে লিপ্ত ছিল, সেই সময় দস্যু তস্করেরা তাহার নাম শুনিলে ভয়ে কাঁপিত; কেহই তাহার শত্রুতাচরণে সাহস করিত না।

এখর্দ তাহাকে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পরিচালকের পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিলে তাহাদের মনে কিরূপ আতঙ্ক হইবে তাহা, আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। মিঃ ব্লেকের এই প্রস্তাবে মনুষ্য-চরিত্রে তাঁহার অভিজ্ঞতারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।”

পরদিন প্রভাতে মিঃ ব্লেক হোম সেক্রেটারীর সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাতের জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন। তিনি হোম আফিসে প্রবেশ করিয়া, রিউপার্ট ওয়াল্‌ডোকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার প্রস্তাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, এবং ওয়াল্‌ডোর সহযোগিতা লাভের আশায় পূর্ব্বেই তাহাকে [illegible] আসিতে বলিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেককে দেখিয়া লর্ড হ্লিন্‌টন বলিলেন, “আপনাদের পরস্পরের সহিত পরিচিত করা আমি নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেছি।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনারা কি ওয়াল্‌ডোকে নিযুক্ত করিতে সম্মত হইয়াছেন?”

হোম সেক্রেটারী কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই ওয়াল্‌ডো মিঃ ব্লেকের করমর্দ্দন করিয়া বলিল, “আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই সম্মান আমি স্বপ্নেও কোন দিন লাভের আশা করি নাই! আপনার পাশে দাঁড়াইয়া কায করিব—দুষ্টের দমন করিব, বিপন্নকে বিপন্মুক্ত করিব, ইহাই ছিল আমার জীবনের সুখস্বপ্ন। সেই স্বপ্ন যে কোন দিন সফল হয় নাই—একথা বলিতে পারি না; কিন্তু তাহা এ ভাবে সফল হইবে ইহা আমার আশার অতীত। যদি আমি কার্য্যক্ষেত্রে আপনাকে ও কর্ত্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে না পারি—তাহা হইলে লজ্জায় আমাকে অন্ধকারে মুখ লুকাইতে হইবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমাকে পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি; আশা করি আমরা কর্ত্তৃপক্ষের মনোরঞ্জন করিতে পারিব।”

হোম সেক্রেটারী একখানি পুরু লেফাপায় অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, “ঐ আপনাদের নিয়োগ-পত্র। মিঃ ব্লেক, আপনার সর্ত্ত গ্রাহ্য হইয়াছে, গবর্মেণ্ট

আপনাকে অস্থায়ীভাবে চীফ কমিশনরের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। আপনি এই চাকরী গ্রহণ করায় আপনার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে না। মিঃ ওয়াল্‌ডো ডেপুটি কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন। আপনার অনুপস্থিতিতে উনিই আপনার পরিবর্ত্তে কায করিবেন।"

কর্ত্তৃপক্ষ ওয়াল্‌ডোকে ডেপুটি কনিশনর নিযুক্ত করিয়া অসম-সাহসের পরিচয় দিলেন। সেই দিন সান্ধ্য দৈনিকসমূহে বড় বড় হরফে শিরোনাম দিয়া তাঁহাদের নিয়োগবার্ত্তা প্রকাশিত হইল। সকলেই জানিতে পারিল মিঃ রবার্ট ব্লেক স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চীফ কমিশনর ও ভূতপূর্ব্ব তস্কর ওয়াল্‌ডো ডেপুটি কমিশনর নিযুক্ত হইয়াছেন।

রবার্ট ব্লেককে পুলিশ কমিশনর নিযুক্ত করা হইয়াছে, এই সংবাদেই জন-সাধারণ যথেষ্ট বিস্মিত হইত; কিন্তু ওয়াল্‌ডো ডেপুটি কমিশনর নিযুক্ত হইয়াছে, সে মিঃ ব্লেকের সহযোগী হইয়াছে, মিঃ ব্লেকের অনুপস্থিতিতে সে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অধ্যক্ষতা করিবে—এই সংবাদে লণ্ডনবাসীরা স্তম্ভিত হইল, তাহাদের যেন শ্বাসরোধের উপক্রম হইল!

যে সকল সংবাদ-পত্র হুজুগে মাতিয়া উঠে, এবং তিলকে তাল করিয়া তদ্দারা কাগজ পূর্ণ করে, তাহারাও মিঃ ব্লেকের নিয়োগ-সংবাদে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিল না; তাহারা লিখিল,মিঃ ব্লেক অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ডিটেকটিভ, তাঁহাকে স্কট্‌ল্যাণ্ড-ইয়ার্ডের অধ্যক্ষ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গবর্মেণ্ট ভালই করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি জন সাধারণের যে বিশ্বাস আছে—তিনি তাহা নষ্ট হইতে দিবেন না; তাঁহার দ্বারা স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুনাম রক্ষিত হইবে। কিন্তু ওয়াল্‌ডো?—তাহারা ওয়াল্‌ডোর নিয়োগের সমর্থন করিল না। তাহারা গবর্মেণ্টের বুদ্ধি বিবেচনার নিন্দা করিয়া ওয়াল্‌ডোর বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রবন্ধ প্রকাশ করিল। সেই সকল প্রবন্ধের শিরোনাম দিল, "তস্করের রক্ষকের পদে নিয়োগ!" "ভূতপূর্ব্ব দস্যু স্কট্‌ল্যাণ্ড-ইয়ার্ডের কর্ণধার!" "অদ্ভুতকর্ম্মা গুণ্ডারাজ লণ্ডন-পুলিশের অধ্যক্ষ!"—ইত্যাদি। সেইসকল প্রবন্ধে ওয়াল্‌ডোর অতীত জীবনের সকল অপকর্ম্মের কাহিনী বিদ্রূপপূর্ণ সরস ভাষায় প্রকাশিত

হইল। কোন কোন গবর্মেণ্ট-বিদ্বেষী সংবাদ-পত্র লিখিল ডাকাত তাড়াইবার জন্য গবর্মেণ্ট গুণ্ডা পুষিলেন!—এই নীতি আদৌ সমর্থনযোগ্য নহে; ইহার ফলে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড নানাপ্রকার দুর্নীতিতে পূর্ণ হইবে। গবর্মেণ্টের সম্ভ্রম নষ্ট হইবে।—বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে ওয়াল্‌ডোর বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত হইতে লাগিল।

ওয়াল্‌ডো এই সকল সংবাদ-পত্র পাঠ করিয়া ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া হাসিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "উহারা আমাকে প্রাণ ভরিয়া গালি দিয়া উদরান্নের সংস্থান করুক, আমার তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু এই অলৌকিক কাণ্ড কিরূপে ঘটিল—তাহাই জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে।"

ওয়াল্‌ডো মিঃ ব্লেকের বাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া এই কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল। মিঃ ব্লেক স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে বাস করিতে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার জিনিসপত্র গুছাইয়া লইতেছিলেন, এবং স্মিথকে কায কর্ম্ম বুঝাইয়া দিতেছিলেন। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডেও তাঁহাদের অভ্যর্থনার আয়োজন চলিতেছিল, কারণ সেইদিন সায়ংকালেই তাঁহারা উভয়ে কমিশনর ও ডেপুটি কমিশনরের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন—হোম সেক্রেটারীর এইরূপ আদেশ ছিল।

মিঃ ব্লেক ওয়াল্‌ডোকে বলিলেন, "তোমাকে স্কট্‌ল্যাণ্ড-ইয়ার্ডের ডেপুটি কমিশনর নিযুক্ত করা হইয়াছে, ইহাতে অলৌকিকতা কি আছে? যে সকল দস্যু ও গুণ্ডা লণ্ডনের শান্তি ভঙ্গ করিয়া জনসাধারণের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে—তাহাদের অত্যাচার দমনের ভার গবর্মেণ্ট আমাদের হাতে অর্পণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমরা কৃতকার্য্য হইলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হইবে; তখন আমরা অনায়াসে স্কট্‌ল্যাণ্ড-ইয়ার্ডের সংস্রব ত্যাগ করিতে পারিব। তবে আমরা যে ভার গ্রহণ করিয়াছি তাহা সুসম্পন্ন করা সহজ হইবে না। সাতাত্তর নম্বর গুণ্ডাদল লণ্ডনে উপদ্রব অত্যাচার করিতেছে বটে, কিন্তু উহাদের দল ভিন্ন এরূপ দস্যু তস্করও অনেক আছে—যাহারা

নানাভাবে শান্তিভঙ্গ করিতেছে, লণ্ডনবাসীদের ধন প্রাণ বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। আমি অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পারিয়াছি সাতাত্তর নম্বর গুণ্ডাদের অপেক্ষাও ভীষণপ্রকৃতি ও অধিকতর অত্যাচারী দস্যু, গুণ্ডা লণ্ডনে বিস্তর আছে।”

ওয়াল্‌ডো হাসিয়া বলিল, “আপনি আমার প্রশ্ন ওভাবে উড়াইয়া দিতে পারিবেন না ব্লেক! আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি—এই অলৌকিক কাণ্ড কিরূপে ঘটিল? অর্থাৎ আমার মত লোক কিরূপে ডেপুটি কমিশনর হইল? লর্ড হলিন্‌ষ্টন এবং তাঁহার সহযোগীরা আমাকে অত্যন্ত বদলোক বলিয়াই জানেন; আমার সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা কিরূপ, তাহা আমার অজ্ঞাত নহে। সুতরাং আপনার পীড়াপীড়িতেই আমাকে এই পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে, ইহা অনায়াসেই বিশ্বাস করিতে পারি।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না ওয়াল্‌ডো, আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে হয় নাই। হোম সেক্রেটারী আমাকে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলে তাঁহাকে আমি সোজাসুজি বলিয়াছিলাম—তোমাকে ডেপুটি কমিশনর নিযুক্ত না করিলে আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিব না। কিন্তু এত বড় সম্মানের পদ পাইয়া তোমার মাথা গরম না হয়—ইহাই আমি চাই। প্রয়োজন হইলে আমি স্বাধীনভাবে নিজের কায করিব; সেই সময় আমার পরিবর্ত্তে যে সরকারী কায করিবে, তাহার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকা চাই।”

ওয়াল্‌ডো বলিল, “জগতে এত লোক থাকিতে আমাকেই সম্পূর্ণ বিশ্বাসের পাত্র বলিয়া মত প্রকাশ করায় আপনার মত কিরূপ অসার—তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এ তোমার বাজে কথা। আমরা পরস্পরকে ভাল করিয়াই চিনি। আমি তোমার সঙ্গে এক যোগে কি এই প্রথম কায করিতে উদ্যত হইয়াছি? পূর্ব্বে কতবার কত স্থানে আমরা পরস্পরের সহযোগিতা করিয়াছি, তাহা কি তোমার স্মরণ নাই?’ কথাটা তোষামোদের মত শুনাইলেও

আমি একথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, পৃথিবীতে এরূপ লোক দ্বিতীয় নাই, যে তোমার স্থান গ্রহণ করিতে পারে। আমরা উভয়ে এই ভার লইয়া এক-যোগে কায করিব, এবং তাহার ফলে আমরা জয়লাভ করিব—এ কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "আপনার সহকারীরূপে কায করিলে আমি সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতে পারিব—এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঐখানেই তুমি ভুল করিলে ওয়াল্‌ডো! (that's where you're wrong.) তুমি আমার সহযোগীরূপে কায করিবে; তোমাকে আমার সহকারী হইতে হইবে না। তুমি স্বাধীন, এবং সেখানে তোমার কর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন থাকিবে--ইহা তুমি শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে। তুমি যাহা ভাল বুঝিবে, নিজের ইচ্ছায় তাহাই করিবে। আমি যখন নিজের কাযে ব্যস্ত থাকিব, তখন স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। সেই সময় তোমাকে সেখানে কর্ত্তৃত্ব করিতে হইবে; আমি তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিব না, বা তোমার কোন কাযে বাধা দিব না। তুমি আমার কথা বুঝিয়াছ? যখন আমরা উভয়েই আফিসে উপস্থিত থাকিব, তখন আমরা পরামর্শ করিয়া সকল কায করিব; কিন্তু তখনও আমাদের উভয়েরই স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকিবে। গুণ্ডাদলের সহিত আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে; কাযটি সহজ নহে।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "সেই হতভাগারা আমাদিগকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিবে, এইরূপই কি আপনার ধারণা?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কেবল্ সাতাত্তর নম্বর গুণ্ডার দল নহে, অন্য দলের গুণ্ডা ও দস্যুরা আমাদের চাকরীর কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছে—গবর্মেণ্ট তাহাদিগকে চূর্ণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। সুতরাং তাহারা সকলে এক-যোগে আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া উচ্ছেদের চেষ্টা করিবে। তাহারা কখন কোন্ দিক হইতে কৌশলে আমাদিগকে আক্রমণ করিবে তাহা বুঝিবার উপায় নাই; এইজন্য চব্বিশ ঘণ্টাই আমাদিগকে সতর্ক থাকিতে হইবে। এক

মিনিটের অসতর্কতায় আমাদের সর্ব্বনাশ হইতে পারে। এই সকল গুণ্ডা আমাদিগকে প্রথমেই আক্রমণ করিবে। আমরা তাহাদিগকে প্রথমে আক্রমণ করিবার সুযোগ পাইব কি না সন্দেহ। তাহারা হয় ত ইতিমধ্যেই কোন কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া ফেলিয়াছে।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "তাহাতেই বা ক্ষতি কি? তাহারা কায আরম্ভ করুক না, আমি প্রস্তুত আছি। একবার তাহাদিগকে কায়দায় পাইলে আর ছাড়াছাড়ি নাই। আমরা দু'জনে একযোগে চেষ্টা করিলে তাহাদের দেশ-ছাড়া করিতে পারিব; ধুনুরীর মত তাহাদিগকে তুলোধুনা করিয়া ছাড়িয়া দিব।"

মিঃ ব্লেকের ধারণা হইয়াছিল—গুণ্ডাগুলা প্রথমেই তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবে।—তাঁহার এই ধারণা যে মিথ্যা নহে তাহা পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্রতিপন্ন হইল! তিনি ওয়াল্‌ডোকে সঙ্গে লইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। গ্রে-প্যান্থার পথের অন্য ধারে তাঁহাদের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাঁহারা পথে আসিয়া কোনও সংবাদ-পত্রের সংশ্লিষ্ট একজন ফটোগ্রাফারকে দেখিতে পাইলেন। সে গ্রে-প্যান্থারের দশ বার গজ অগ্রে তেপায়ার উপর তাহার ক্যামেরাটি সংস্থাপিত করিয়া এরূপ ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া ছিল—যেন মিঃ ব্লেক গাড়ীতে উঠিয়া বসিবামাত্র কায শেষ করিবে। কয়েকজন পথিক কিছু দূরে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিল। পথিমধ্যে মিঃ ব্লেকের খালি মোটর-গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার 'ফটো' তুলিবার জন্য প্রতীক্ষা করা নূতন ব্যাপার বটে!

মিঃ ব্লেক গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া এক অদ্ভুত কায করিলেন। তিনি ওয়াল্‌ডোকে বলিলেন, "ওয়ালডো, ঐ ফটোগ্রাফারটাকে পাকড়াও; আমি উহার ক্যামেরা পরীক্ষা করিব।"

মিঃ ব্লেক ওয়াল্‌ডোকে এই আদেশ করিয়াই দ্রুতবেগে ক্যামেরার নিকট উপস্থিত হইলেন; তিনি ক্যামেরার ঠিক সম্মুখ দিয়া না চলিয়া একটু পাশ কাটাইয়া চলিলেন। ওয়াল্‌ডো ফটোগ্রাফারের দুই হাত দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিলে মিঃ ব্লেক তাহার ক্যামেরাটি অধিকার করিলেন।

ফটোগ্রাফার ক্রোধে চোখ মুখ লাল করিয়া বলিল, "এ কিরূপ ব্যবহার ? এভাবে আমার অপমান করিবার কারণ কি ?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "কারণ এখনই বুঝাইয়া দিতেছি।"—তাহার পর তিনি ক্যামেরাটি খুলিয়া-ফেলিয়া ওয়াল্‌ডোকে বলিলেন,"এই দেখ ওয়াল্‌ডো, আমার অনুমান মিথ্যা নহে। উঃ কি ভীষণ শয়তানী! ক্যামেরার আবরণের ভিতর একটি ক্ষুদ্র অটোমেটিক পিস্তল সংস্থাপিত হইয়াছে! আমি গাড়ীতে উঠিয়া বসিবামাত্র এই পিস্তলের গুলীতে আমার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইত; কিন্তু পিস্তলটি শব্দহীন, সুতরাং উহা নিঃশব্দে আমাকে হত্যা করিত।"

ওয়াল্‌ডো এই অদ্ভুত দৃশ্যে স্তম্ভিত হইল।

ফটোগ্রাফার ধরা পড়িয়া সক্রোধে গর্জ্জন করিল; সে নীরস স্বরে বলিল, "এবার যত সহজে পরিত্রাণ পাইলে, ভবিষ্যতে সে সুযোগ পাইবে না। তোমাদের আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। এখন আমাকে লইয়া কি করিতে চাও ? আমি একটু তামাসা করিতেছিলাম মাত্র, সেজন্য আমাকে পুলিশে দিতে পারিবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমাকে থানায় চালান দিই—আমারও এরূপ ইচ্ছা নাই। তুমি নরহত্যার চেষ্টা করিতেছিলে—এজন্য আমি তোমাকে দায়রা-সোপরদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিব। তোমার অপরাধের প্রমাণের অভাব হইবে না। ওয়াল্‌ডো, ঐ খুনে গুণ্ডাটাকে আমার কাছে লইয়া এস।"

ওয়াল্‌ডো গুণ্ডাটাকে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আনিলে ব্লেক তাহার উভয় প্রকোষ্ঠে হাতকড়ি আঁটিয়া দিলেন। যে সকল পথিক অদূরে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিল, তাহারা গুণ্ডাটার দুর্ম্মতির পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইল। কেহ কেহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিল; কিন্তু মিঃ ব্লেক মিষ্ট বাক্যে তাহাদিগকে বিদায় করিলেন।

অতঃপর মিঃ ব্লেক ওয়াল্‌ডোসহ গ্রে-প্যান্থারে উঠিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।

মিঃ ব্লেক পূর্ব্বে সতর্ক না হইলে আততায়ীর পিস্তলের গুলীতে সেইস্থানেই তাঁহার প্রাণনাশের সম্ভাবনা ছিল।

চলিতে চলিতে ওয়াল্‌ডো বলিল, "গুণ্ডাটা আপনাকে গুলী করিবার মতলব করিয়াছিল- ইহা কিরূপে জানিতে পারিলেন? উহার ক্যামেরার মধ্যে অটোমেটিক পিস্তল ছিল, ইহাই বা কিরূপে জানিলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি তাহা জানিতে পারি নাই। আমি সংবাদ-পত্রের পরিচালকদের অনুরোধ করিয়াছিলাম—আমার এই নূতন চাকরী উপলক্ষে তাহারা যেন কোন ফটোগ্রাফার পাঠাইয়া তাহাদের কাগজের জন্য আমার ছবি তুলাইবার চেষ্টা না করে। তাহারা আমার অনুরোধে সম্মত হইয়াছিল। সুতরাং আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম—এই ফটোগ্রাফারটা কোন সংবাদ-পত্রের পক্ষ হইতে আমাদের ছবি তুলিতে আসে নাই; তবে আমার মনে হইয়াছিল—লোকটা পেশাদার ফটোগ্রাফার হইতেও পারে, নিজের ইচ্ছায় ছবি তুলিতে আসিয়াছে। কিন্তু আমি উহার ক্যামেরার দিকে চাহিয়া দেখি আমার গাড়ীর পরিচালন-চক্র লক্ষ্য করিয়া ক্যামেরাটি খাটাইয়া রাখা হইয়াছে! উহা দেখিয়াই আমার সন্দেহ হইয়াছিল, এই জন্যই উহাকে গ্রেপ্তার করিতে আগ্রহ হইয়াছিল! তখন ভাবিয়াছিলাম—আমার সন্দেহ অমূলক হইলে উহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "সর্ব্বনেশে ব্যাপার! বেটা বলে কি না একটু তামাসা করিতেছিল! ইচ্ছা হইতেছিল এক ঘুসিতে উহার মাথার খুলি গুঁড়া করিয়া আমিও একটু তামাসা দেখাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তামাসাটা শেষে অনেকদূর গড়াইত; মস্তিষ্কে গুলী বিঁধিয়া আমি গাড়ীর মধ্যে ঘুরিয়া পড়িতাম। পথিকেরা ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া গাড়ীর কাছে দৌড়াইয়া আসিত; সেই সুযোগে আমাদের বন্ধুটি ধীরে ধীরে ক্যামেরা গুটাইতেন। হঠাৎ কোথা হইতে গুলী আসিয়া আমার মস্তিষ্কে বিদ্ধ হইল—তাহা কেহই বুঝিতে পারিত না! ক্যামেরার ভিতর হইতে নিঃশব্দে গুলী বর্ষিত হইয়াছে—ইহা অনুমান করা সকলেরই

অসাধ্য হইত। এই নিরীহ ফটোগ্রাফারটিকে কেহই সন্দেহ করিতে পারিত না।”

ওয়াল্‌ডো গম্ভীর স্বরে বলিল, “আমাদের বিরুদ্ধে উহাদের অভিযান আরম্ভ হইয়াছে।—ইহার শেষ ফল কি অনুমান করা অসাধ্য।”

ওয়াল্‌ডোর করকবলিত গুণ্ডাটা মাথা নাড়িয়া বলিল, “শেষ ফল—তোমাদের মুণ্ডপাত!”

চতুর্থ তরঙ্গ

শকটারোহণ বায়ুসেবন

মিঃ ব্লেক স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইয়া গুণ্ডাটাকে একজন ইন্‌স্পেক্টরের হস্তে অর্পণ করিলেন। স্কট্‌ল্যাণ্ড-ইয়ার্ড হইতে তাহাকে ক্যানন্‌-রোর থানার গারদে প্রেরণ করা হইল। কিছু কাল পরে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রধান ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড চীফ কমিশনরের আফিসে তাঁহার রিপোর্ট পেশ করিতে আসিলেন। মিঃ ব্লেক এই পদে নিযুক্ত হইবার পর তাঁহার সহিত লেনার্ডের এই প্রথম সাক্ষাৎ। তাঁহাকে ও ওয়াল্‌ডোকে দেখিয়া লেনার্ডের আকর্ণবিশ্রান্ত হা হাসিতে ভরিয়া উঠিল।

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড মিঃ ব্লেকের করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "তাই ত! ইহার পর আমাদের ভাগ্যে কি আছে কে বলিবে? আপনাদিগকে 'হুজুর' সম্বোধন করিয়া আপনাদের হুকুম তামিল করিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বে কোন দিনও কল্পনা করিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "এখন তুমি আমাদিগকে হুজুর সম্বোধনে আপ্যায়িত না করিলেও আফিসের কাযের কোন ক্ষতি হইবে না। তোমার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা আছে বলিয়াই কি আমরা একযোগে সরকারী কায করিতে পারিব না?—তুমি বোধ হয় ওয়াল্‌ডোকে চেন।"

লেনার্ড ওয়াল্‌ডোর করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "মিঃ ডেপুটি কমিশনর এখানে আসিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। আমাদের আফিসের একটা প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুকের চাবি হারাইয়া গিয়াছে। আমাদের দলের কেহই সিন্দুকটা খুলিতে পারিতেছে না; কিন্তু আমি জানি এই কার্য্যে আপনার হাত-যশ আছে। আপনি দশ সেকেণ্ডের মধ্যে সিন্দুকটা খুলিতে পারিবেন। দয়া করিয়া উহা খুলিয়া দিবেন কি ছোটকর্ত্তা!"

• ওয়াল্‌ডো মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "একটা 'তাঁবেদার' উপরওয়ালাকে এই ভাবে ঠাট্টা করিলে তাহাকে কি ক্ষমা করা উচিত? না, কোন উপরওয়ালা এইরূপ ঠাট্টা সহ্য করিতে পারেন? এখন আমার কর্ত্তব্য কি? আমি এই বেয়াদপ ইন্‌স্পেক্টরটাকে কি পদচ্যুত করিয়া তাড়াইয়া দিব, না, জরিমানা করিয়াই এবারকার মত রেহাই দিব?"

ওয়াল্‌ডোর কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক হো হো শব্দে হাসিয়া বলিলেন, "উহার এই প্রথম অপরাধ মার্জ্জনা কর। ক্ষমাই মহতের ভূষণ!"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আপনাদের নিয়োগে আমরা সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। সমরবিভাগের কর্ত্তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার অভাব না থাকিলেও, কোন সেনাপতি বা ফীল্ডমার্সালকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইবে—এইরূপ একটা জনরব শুনিয়া আমাদের মন অত্যন্ত দমিয়া গিয়াছিল; কিন্তু জনরবটা মিথ্যা হইয়াছে। আপনারা এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন শুনিয়া আফিসের সামান্য আর্দ্দালী হইতে জেঁকো স্থপারিন্‌টেনডেণ্ট (Pompous superintendant) পর্য্যন্ত সকলেই খুসী। সকল কার্য্যেই আমরা আপনাদের আদেশ পালন করিব মিঃ ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমরা সুখী পরিবারের মতই সকলে মিলিয়া-মিশিয়া কায করিতে পারিব।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "কিন্তু আমি বোধ হয় সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব না।"

লেনার্ড বলিলেন, "কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়! অনেকেই জানে তোমার পরিশ্রমের শক্তি অসাধারণ; তোমাকে ফাঁকি দেওয়া সহজ হইবে না। বিশেষতঃ, তুমি কি ছিলে তাহা অনেকেই ভুলিতে পারে নাই।"

ওয়াল্‌ডো ক্ষুব্ধভাবে বলিল, "মানুষের স্বভাবের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইতে ... চিন্তা না করিয়া লোকে তাহার অতীত জীবনের কথা লইয়া ...। বর্ত্তমানকে তাহারা আমোল দিতে চাহে

না; এই অসুবিধার কথা ভাবিয়াই এখানে চাকরী লইতে আমার কুণ্ঠা হইতেছিল। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমি শীঘ্রই আমার যোগ্যতা সপ্রমাণ করিতে পারিব; সকলকে বুঝাইয়া দিব—কর্ত্তৃপক্ষ অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই।"

লেনার্ড বলিলেন, "তোমার যোগ্যতায় আমার কিন্তু পূর্ণ বিশ্বাস আছে। এক সময় আমাকে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু তোমার সৎগুণগুলি আমি কোন দিন অস্বীকার করি নাই। এখন আমি ষোল আনাই তোমার স্বপক্ষে। (I'm one hundred percent on your side) মিঃ ব্লেক, যে লোকটা আপনাকে গুলী করিবার মতলব করিয়াছিল—সে বোধ হয় এ দেশে নূতন আমদানী; আমাদের আফিসের সেবেস্তায় তাহার অঙ্গুলীচিহ্ন নাই, সে পূর্ব্বে কোন দিন আমাদের হাতেও পড়ে নাই।—লোকটা বোধ হয় আমেরিকান গুণ্ডা।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সাতাত্তর নম্বর দলের গুণ্ডা বলিয়া সন্দেহ হয় কি?"

লেনার্ড বলিলেন, "কি করিয়া বলি? উহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না; সেই দলের গুণ্ডা হইলেও হইতে পারে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উহারা মুখ হইতে কোন কথা বাহির করিয়া লইতে পারিবে না? তবে আমি উহার যে ঝুটা ক্যামেরা লইয়া আসিয়াছি, এবং তাহার ভিতরে যে পিস্তল ছিল তাহা উহার বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। তুমি কাগজ-পত্রগুলি সতর্কভাবে পরীক্ষা করিও; কেনসিংটনে ও বেজওয়াটারে যে সকল খুন হইয়াছে, এখনও তাহার কিনারা হয় নাই; হত্যাকারীর সন্ধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, সম্ভবতঃ তাহা এই দলেরই কায।"

লেনার্ড বলিলেন, "আপনার এরূপ সন্দেহের কারণ কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "গত মাসে এই উভয় স্থানের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। উভয় স্থানেই সহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা জনসাধারণের হিতকর

কার্য্যে যোগদান করিতে যাইয়া রহস্যজনক ভাবে নিহত হইয়াছিলেন। গুলী করিয়া তাঁহদিগকে হত্যা করা হইয়াছিল, অথচ গুলী কোথা হইতে আসিল, তাহা কেহ জানিতে পারে নাই! কিন্তু গুলী পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে—তাহা একই রকম গুলী: হাঁ, অভিন্ন পিস্তলের গুলী। ক্যামেরার ভিতর যে পিস্তলটি পাওয়া গিয়াছে—তাহা পরীক্ষা করিলে রহস্য-ভেদের সুযোগ হইতে পারে।"

লেনার্ড সোৎসাহে বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, আপনি ঠিক ধরিয়াছেন। ভয় দেখাইয়া কিছু আদায়ের চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়াই কি গুণ্ডারা ঐ কায করিয়াছিল? আমি আসামীটাকে জেরা করিয়া দেখিব; দেখি—কিছু বাহির করিতে পারি কি না। কথা বলাইবার উপযুক্ত দাওয়াই উহাদের উপর ব্যবহার করিবার উপায় নাই, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়! ইণ্ডিয়ায় আমাদের যে জমীদারী আছে—সেখানে পুলিশের দারোগারা এ বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা ভাগ্যবান! বদমায়েসের গায়ে হাত বুলাইলে সে কি পেটের কথা বাহির করে? দেখি, কতদূর কি করিতে পারি। পুলিশ কমিশনরকে হত্যা করিবার চেষ্টা! আমি কি তাহাকে সহজে ছাড়িব?"

ইন্‌স্পেক্টর প্রস্থান করিলে টেলিফোন ঝন্-ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল। মিঃ ব্লেক রিসিভার তুলিয়া লইয়া সাড়া দিলেন। তিনি যে কথা শুনিতে পাইলেন তাহার উত্তরে বলিলেন, "তাহার সঙ্গে এখন বোধ হয় দেখা করিতে পারিব না।—কি বলিলে? সে জরুরি কাযে আসিয়াছে? আচ্ছা, তবে তাহাকে পাঠাইয়া দাও।—কি?—তাহার সঙ্গে আর একজনও আছে? বেশ, দুইজনকেই পাঠাও।"

তিনি টেলিফোনের রিসিভার রাখিয়া ওয়াল্‌ডোকে বলিলেন, "কে দেখা করিতে আসিতেছে বুঝিতে পার নাই? আমার ছোকরা বন্ধু লর্ডনন্দন ইউষ্টাস। অল্প দিনের মধ্যে তাহার সঙ্গে তোমার বোধ হয় দেখা হয় নাই? সে আসিলে তাহাকে বলিতে হইবে—ইচ্ছা করিলেই সে যে আড্ডা মারিতে আসিবে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড সেরূপ স্থান নয়। পুলিশ কমিশনরেরও সেরূপ

অবসর নাই। বাড়ীতে সে আমার বন্ধু, কিন্তু এখানে বন্ধুত্বের খাতির নাই; বিনা-কাযে আমি এখানে কাহারও সঙ্গে দেখা করিব না, এই কথা স্পষ্ট ভাষায় জানাইবার জন্যই তাহাকে আসিবার অনুমতি দিয়াছি।—চাকরী পাইয়া আমার মেজাজ গরম হইয়াছে বলিবে? তা বলুক। আমি জানি সে আমার অনুকূলে চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু পুলিশ কমিশনরের পদের গৌরব ও মর্য্যাদা ত আমাকে রক্ষা করিতে হইবে।"

ইউষ্টাস প্রফুল্ল চিত্তে উৎসাহ ভরে মিঃ ব্লেকের আফিসের খাস-কামরায় প্রবেশ করিল, তাহার সঙ্গে সুবেশধারিণী একটি সুন্দরী যুবতী। সম্ভবতঃ ইউষ্টাসের কোন বান্ধবী। তাহাকে ইউষ্টাসের সঙ্গে দেখিয়া মিঃ ব্লেকের মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর হইল; তাঁহার মনের ভাব বাঙ্গালায় বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় "আপনি শুতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে!"

ইউষ্টাস হাসির ঘটায় দশনচ্ছটা বিকাশ করিয়া বলিল, "এই যে মিঃ ব্লেক, চাকরীতে ভিড়িয়া গ্যাঁট হইয়া বসিয়াছেন! তোফা! আনন্দ জানাইতে আসিলাম; আমি কি বলি নাই চাফ কমিশনারগিরি আপনিই পাইবেন? তলে তলে চেষ্টাটা কি কম করা গিয়াছে? আমার কথার দাম আছে কি না দেখুন। এখন মনে হইতেছে আমি ভয়ঙ্কর কাযের লোক! (I feel most frightfully important) সমাজের যাঁহারা মাথা, তাঁহারাও আমার কথা ঠেলিতে পারেন না। যা ধরি, তা করি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু যেহেতু আমি সমাজের মাথা নই, সেইজন্য তোমার কথা ঠেলিতে আমার সঙ্কোচ নাই। আমি তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, যদি এখানে তোমার বিশেষ কোন কায না থাকে তাহা হইলে তোমাকে অবিলম্বে এই আফিস ত্যাগ করিতে হইবে; কারণ ইহা গবর্মেণ্টের আফিস, ক্লাব নহে।"

ইউষ্টাস উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কাঁধে উঠিয়াই কান মলিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছেন! ইহাই বুঝি সংসারের রীতি? তা আপনি ভাবিবেন না; আমি বিনা-কাযে হুজুরের সঙ্গে দেখা করিতে আসি নাই। আমার বান্ধবী

"মিস্ এনিড্ টাভার্সকে আপনার সঙ্গে পরিচিত করিতে আনিয়াছি। এনিড্, ইনিই সুবিখ্যাত পুলিশ কমিশনর মিঃ রবার্ট ব্লেক ; আর ইনি আমার পুরাতন বন্ধু মিঃ রিউপার্ট ওয়াল্ডো।—উঁহার অসাধারণ শক্তি, এবং উনি অসাধ্য-সাধনে সুদক্ষ।"

ইউষ্টাসের সঙ্গিনী যুবতী মিঃ ব্লেককে সবিনয়ে বলিল,"আমি আপনার সহিত পরিচিত হইবার জন্য ইউষ্টাসকে সঙ্গে আনিয়া বোধ হয় ভয়ঙ্কর ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছি। আমি 'ওয়ার্ল্ড' নামক দৈনিক সংবাদপত্রের বিশিষ্ট রিপোর্টার। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়া দুই চারিটি নূতন কথা শুনিতে পাইব, এবং আমার কাগজের পাঠকদের তাহা শুনাইতে পারিব—এই আশায় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি আশা করিয়াছিলে উদারহৃদয় ইউষ্টাসকে মুরুব্বি ধরিলে সহজেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে।—কিন্তু ইউষ্টাস, তুমি বোধ হয় শুনিয়া দুঃখিত হইবে তোমার মুরুব্বিয়ানা সম্পূর্ণ নিস্ফল হইয়াছে।"

এনিড্ ট্রাভার্স বলিল, "আপনি বাহিরের লোক, এই চাকরীর প্রতি আপনার লোভ ছিল না, তথাপি আপনি কেন এই পদে নিযুক্ত হইলেন, কিরূপেই বা ইহা আপনার হস্তগত হইল, তাহা জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে ; ভিতরের কথা প্রকাশ করায় আপনার আপত্তি আছে কি ?"

মিঃ ব্লেক ইউষ্টাস্‌কে বলিলেন, "তুমি যে সকল কথা জান, তাহা যদি উঁহার নিকট প্রকাশ কর-তাহা হইলে উনি প্রতিশব্দের জন্য এক গিনি পারিশ্রমের দাবী করিলে তাহাও পাইবেন বোধ হয় ; কিন্তু আমার কাছে কথা পাড়িয়া উনি এক সিলিংও উপার্জ্জন করিতে পারিবেন না।"

যুবতী বলিল, "আপনি যাহা বলিবেন তাহাতেই আমার শ্রম সফল হইবে।"

কিন্তু মিস ট্রাভার্স তাঁহার বন্ধুর সঙ্গে আসিলেও মিঃ ব্লেক তাহার সহিত গল্প করিয়া সময় নষ্ট করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বিশেষতঃ, খবরের কাগজের রিপোর্টারদের তিনি সর্ব্বদাই এড়াইতে চলিতেন ; মিস্ ট্রাভার্স যুবতী এবং

সুন্দরী হইলেও তিনি তাহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না ; তিনি বলিলেন, "মিস্ ট্রাভার্স, আমার এই চাকরী গ্রহণ-সম্বন্ধে সাধারণকে জানাইতে পারি এরূপ কোন কথাই নাই ; এ সম্বন্ধে সাধারণের যাহা জানিবার ছিল তাহা তাহারা জানিতে পারিয়াছে। ওয়াল্‌ডো, আমি একটু জরুরি কাযে বাহিরে যাইতেছি, ফিরিয়া আসিলে আবার দেখা হইবে।"

অনন্তর তিনি ইউষ্টাসকে বলিলেন, "ইউষ্টাস, যদি তোমার ও তোমার সহৃদয়া বান্ধবীর বাহিরে যাইবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তোমাদিগকে আমার গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া যাইতে পারি। আমি বাহিরে যাইতেছি কি না।"

ইউষ্টাস বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য ! আমরা ত এই মাত্র এখানে আসিলাম ; এখনই কোথায় যাইব ? আমার ইচ্ছা, এনিডকে সঙ্গে লইয়া চারি দিকে ঘুরিয়া, কোথায় কি আছে তাহা উঁহাকে—"

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "এ কি তোমার ক্লাব যে, বন্ধু বান্ধব সঙ্গে লইয়া ইচ্ছামত চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইবে ? বাহিরের কোন লোক এখানে আসিয়া যে ইচ্ছামত চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইবে—সে অধিকার কাহারও নাই। আমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ভার পাইয়াছি বলিয়া আমার বন্ধু বান্ধবের। ইচ্ছামত এখানে ঘুরিয়া বেড়াইবেন—এরূপ আশা করা সঙ্গত নহে। মিস্ ট্রাভার্স, আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি ; তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারায় দুঃখিত হইয়াছি।"

মিস্ ট্রাভার্স ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "আমি প্রথম হইতেই ইউষ্টাসকে বলিয়া আসিয়াছি এখানে আসিয়া কোনও ফল হইবে না ; সকল পরিশ্রমই বিফল হইবে। আপনারও খানিক সময় নষ্ট করিলাম—ইহাই অধিকতর দুঃখের বিষয়।"

সে ইউষ্টাসের মুখের দিকে চাহিয়া ক্রুদ্ধ ভাবে কটাক্ষপাত করিল। ইউষ্টাস্ বেচারা তাহার তীব্র কটাক্ষে অস্বস্তি বোধ করিয়া মুখ কাচুমাচু করিলেন। তিনি বুঝিলেন সে তাঁহাকে একা পাইলে দুই চারিটি কথা না শুনাইয়া ছাড়িবে না। (he would be in for a warm minute when she got him

alone) ইউষ্টাস্ আশা করিয়াছিলেন, তিনি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বিভিন্ন অংশে ঘুরিয়া-ফিরিয়া কক্ষগুলি দেখিয়া আসিবেন ; কিন্তু তাঁহার সেই আশাও পূর্ণ হইল না।

মিঃ ব্লেক একটি বাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেন, হঠাৎ তাঁহার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হইল। তিনি তখনই কেন বাহিরে যাইবেন ইউষ্টাস তাহা বুঝিতে পারিলেন না ; সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেও তাঁহার সাহস হইল না। এনিড তাঁহার সঙ্গে থাকায় তিনি অস্বচ্ছন্দ বোধ করিতে লাগিলেন ; তিনি বুঝিতে পারিলেন—সেই যুবতী তাঁহার সঙ্গে না থাকিলে তাঁহার সহিত মিঃ ব্লেকের ব্যবহার অন্যরূপ হইত।

মিঃ ব্লেকের মোটর-কার গ্রে-প্যান্থার স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দেউড়ির বাহিরে ছিল। তিনি গাড়ীর নিকট আসিয়া তাড়াতাড়ি তাহাতে না উঠিয়া চারি দিকে চাহিতে লাগিলেন। বেকার ষ্ট্রীটে গাড়ীতে উঠিতে গিয়া তাঁহার জীবন বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল ; এজন্য তিনি স্থির করিয়াছিলেন ভবিষ্যতে দেখিয়া-শুনিয়া সতর্ক হইয়া গাড়ীতে উঠিবেন।

মিঃ ব্লেকের ইঙ্গিতে ইউষ্টাস ও তাঁহার সঙ্গিনী পশ্চাতের আসনে বসিলেন ; মিঃ ব্লেক জানালা দিয়া দেখিয়াছিলেন—একটি যুবক তাঁহার গাড়ীর কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল ! তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল—যুবকটির কোন দুরভিসন্ধি ছিল। মিঃ ব্লেক গাড়ীর নিকট আসিয়া দেখিলেন যুবকটি কিছুদূরে সরিয়া গিয়া,সদর দেউড়ির খিলানের নীচে দাঁড়াইয়া অদূরবর্ত্তী রাজপথের জন-স্রোত লক্ষ্য করিতেছিল।

মিঃ ব্লেক তাহার পশ্চাতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "কি হে দোস্ত ! পূর্ব্বে কি কোথাও আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই ?" (Have n't we met before ?)

তাঁহার প্রশ্নে যুবক চমকিয়া ঘুরিয়া-দাঁড়াইয়া শূন্য দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর অস্ফুট স্বরে বলিল, "মাফ্ করিবেন মহাশয়, আপনাকে কবে কোথায় দেখিয়াছি তাহা স্মরণ হইতেছে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি গ্রীণ-ক্যানারী নাইটক্লাবের কোন আরদালী নও ?"

যুবক আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া জড়িত স্বরে বলিল, "হাঁ মহাশয়, আ-আমি, কি বলিলেন—আরদালী ? না, না, আমি আরদালী-টারদালী নই ; তবে, হাঁ বটে, এক সময় আমি ঐ রকম কিছু ছিলাম বটে ; কি-কিন্তু—"

মিঃ ব্লেক হঠাৎ তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "ও কথা স্বীকার করিতে লজ্জা কি ? আমি সত্য কথা, হাঁ, খাঁটি সত্য কথা শুনিতে ভালবাসি। আমি গাড়ীতে উঠিয়া কখন চলিয়া যাইব—তাহাই দেখিবার জন্য তুমি ওখানে অপেক্ষা করিতেছিলে এ কথা কি সত্য নয় ?"

যুবক রাগ করিয়া বলিল "বেশ ত ! খামকা আপনি আমার হাত ধরেন কেন ? আপনার মতলব কি ? আমাকে বে-ইজ্জৎ করিবেন না কি ?—এখন আপনাকে আমি চিনিতে পারিয়াছি। আপনি গোয়েন্দা মিঃ ব্লেক, নূতন কমিশনর হইয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি এখান হইতে গ্রীণ-ক্যানারীতে যাইতেছি। তুমি এতক্ষণ এখানে দাঁড়াইয়া আছ ; অথচ আমি আমার গাড়ীতে যাইব, আর তুমি সেখানে হাঁটিয়া যাইবে, ইহা হইতেই পারে না। আমি লোকের কষ্ট দেখিতে পারি না। তুমিও আমার গাড়ীতে চল, বে-খরচায় গাড়ীতে যাইবার সুবিধা থাকিলে কে আর অতদূর হাঁটিয়া যায় ?"

যুবক ব্যগ্র ভাবে বলিল, "কে গাড়ীতে যাইবে ?না মহাশয় ! আমি গাড়ীতে যাইতে চাহি না। আমার সুবিধার জন্য আপনাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না। আমার অন্য স্থানে একটু কায আছে, সেই কায শেষ করিয়া পরে—"

মিঃ ব্লেক তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিলেন, "অন্য স্থানে কায থাকিলে তাহাই পরে করিও, এখন তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতেই হইবে।"

মিঃ ব্লেকের কথায় যুবক আর আপত্তি করিতে পারিল না। মিঃ ব্লেক তখনও তাহার হাত ছাড়েন নাই ; সে অনিচ্ছার সহিত তাঁহার সঙ্গে গাড়ীর

নিকটে উপস্থিত হইল। মিঃ ব্লেক দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে তাহার সঙ্গে যাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন, ইহা অন্য কেহ বুঝিতে পারিল না। সে বুঝিয়াছিল তাঁহার হাত ছাড়াইয়া পলায়নের চেষ্টা করিলে হাতখানি তাঁহার মুঠার মধ্যেই রাখিয়া যাইতে হইবে! হাত লইয়া টানাটানি করিলে হাতখানি ভাঙ্গিয়া যাইবে।

মিঃ ব্লেক প্রসন্নভাবে বলিলেন, "চল, আমরা বন্ধুভাবে আলাপ করিতে করিতে যাই। সময়টুকু দিব্য আরামে কাটিবে। তুমি সম্মুখের আসনে আমার পাশে বসিয়া যাইবে। গাড়ীতে ওঠ।—ইউষ্টাস, এই যুবক আমার আর একটি দোস্ত!"

কিন্তু ইউষ্টাস তাঁহার সে কথা বিশ্বাস করিলেন না। ঐ রকম একটা ভবঘুরে বাজে লোক মিঃ ব্লেকের বন্ধু—ইহা তিনি কিরূপে বিশ্বাস করিবেন? কিন্তু তিনি একথা লইয়া মিঃ ব্লেকের সঙ্গে তর্কবিতর্ক না করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন; শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায় তাহা দেখিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ হইল। মিঃ ব্লেক, যে কোন একটা মতলব করিয়াই সেই যুবককে ধরিয়া আনিয়া গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন, চতুর ইউষ্টাস ইহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সঙ্গিনীর কানে কানে কি বলিলেন, তাহার পর উভয়ে কৌতূহল-প্রদীপ্ত নেত্রে যুবকের ভাবভঙ্গি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক গাড়ীতে 'ষ্টার্ট' দিলে গাড়ী ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। এইবার যুবকটি অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিল, এবং গাড়ীতে বসিয়া ছট্-ফট্ করিতে লাগিল। ইউষ্টাস তাহার ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন সে সেই চলন্ত গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়নের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল! কিন্তু মিঃ ব্লেক বাঁ-হাতে তাহার ডা'ন হাতখানি দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখায় সে পলায়নের সুযোগ পাইল না। ইউষ্টাস তাহার চেহারা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন—সে বিদেশী; ইটালিয়ান বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। কিন্তু সে লণ্ডনবাসীর মত চোস্ত ইংরাজীতে কথা বলিতেছিল। সে যে কোন ক্লাবের আরদালী, ছুটী পাইয়া

স্ফূর্ত্তি করিতে বাহির হইয়াছিল, ইহা তিনি সহজেই বিশ্বাস করিলেন। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে মিঃ ব্লেককে তিনি একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না।

গ্রে প্যান্থারের গতিবেগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; গাড়ী নিঃশব্দে হোয়াইট্ হলের পথে ধাবিত হইল। যুবকটি তখন অধিকতর চঞ্চল ও অধীর হইয়া উঠিল। আতঙ্কে তাহার মুখ বিবর্ণ হইল! গাড়ী চলিতে চলিতে হঠাৎ সম্মুখে বাধা পাইল; কতকগুলি গাড়ী সম্মুখে পড়ায় গ্রে-প্যান্থারের গতিরোধ হইল। গাড়ীখানিকে অচল দেখিয়া ভয়ে যুবকের কপাল হইতে টস্-টস্ করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। দেহের কোন স্থানে আগুন পড়িলে, লোকে তাহা ঝাড়িয়া ফেলিতে না পারিলে যেরূপ ছট্-ফট্ করে, তাহার অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইল! সে চিৎকার করিয়া বলিল, "আমাকে গাড়ীর ভিতর এভাবে আটক করিয়া রাখা অত্যন্ত অন্যায়; আপনার সে অধিকার নাই। আমি আপনার গাড়ীতে থাকিতে চাহি না। আমি নামিয়া যাইব, আমাকে ছাড়িয়া দিন। যদি আমাকে বে-আইনী আটক করিয়া রাখেন, তাহা হইলে আমি পুলিশ ডাকিব।"

মিঃ ব্লেক তাহার হাতখানি আরও শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিলেন, "পুলিশ ডাকিবে? যত খুসী চিৎকার করিয়া পুলিশ ডাকো, আমার কোন আপত্তি নাই; আমি তোমাকে একটু হাওয়া না খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিব না। তোমার কোনও আপত্তি শুনিব না। আমরা সোজা গ্রীণ ক্যানারীতে যাইব না, কিছুকাল এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া শেষে সেখানে যাইব।"

যুবক বলিল, "না, না; আমাকে এইখানে নামাইয়া দিন।"

মিঃ ব্লেক প্রশান্ত ভাবে বলিলেন, "তা কি হয়? তোমার মত বন্ধু-লোকের সঙ্গসুখ কি সহজে ত্যাগ করা যায়? আমরা প্রথমে হাইড্-পার্কে যাইব; সেখানে পূর্ণবেগে মোটর চালাইবার সুবিধা আছে। খুব জোরে মোটর চালাইলে তোমারও খাসা স্ফূর্ত্তি হইবে; কি বল?"

যুবক হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "দোহাই আপনার, আমাকে এখনই

নামাইয়া দিন, আমি আর একমুহূর্ত্ত আপনার গাড়ীতে থাকিতে পারিব না। মোটরে উঠিলে আমার বড় অস্বস্তি বোধ হয়।”

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গ্রে-প্যান্থার অপেক্ষাকৃত দ্রুত বেগে চলিয়া রিজেণ্ট ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিল। গাড়ীর বেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যুবকটির আতঙ্ক যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইল! সে মিঃ ব্লেকের কবল হইতে মুক্তি লাভের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার বজ্রমুষ্টি শিথিল হইল না! ইউষ্টাস যুবকটির আতঙ্কের কারণ বুঝিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি এই রহস্য ভেদ করিতে পারিলেন না!

অবশেষে যুবকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইল, ভয়ে তাহার চোখে মুখে যেন কালী পড়িয়া গেল! তাহার চক্ষু আতঙ্কে বিস্ফারিত হইল। সে মিঃ ব্লেকের করুণা প্রার্থনায় তাঁহার পা ধরিতে উদ্যত হইল! কাতর স্বরে বলিল, “দয়া করিয়া আমাকে নামাইয়া দিন, আমার প্রাণরক্ষা করুন। আমার মাথা ঘুরিতেছে, বুকের ভিতর আন্-চান্ করিতেছে। দয়া করুন, আমাকে ছাড়িয়া দিন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি এই গাড়ী লইয়া কি বাঁদরামী করিয়াছ (what monkey-buseness you have been up to with this car.) তাহা আগে বল, তাহা শুনিয়া তোমাকে নামাইয়া নিব। তাহা না বলিলে তোমাকে ছাড়িতেছি না। গাড়ীখানি আমার; তুমি কি ভাবে গাড়ীর ক্ষতি করিয়াছ, বা ক্ষতি হইতে পারে—এরকম কায কি করিয়াছ, তাহা জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে; এবং আমার তাহা জানিবার অধিকার আছে—ইহা তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না। তুমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আমার গাড়ীর কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলে, তাহা আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস তুমি গাড়ীর ক্ষতি করিবারও চেষ্টা করিয়াছিলে। কি করিয়াছিলে তাহাই আমি জানিতে চাই।”

মিঃ ব্লেক স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বাতায়ন-পথে এই যুবককে গাড়ীর নিকট ঘুরিতে দেখিয়া তাহার কোন দুরভিসন্ধি ছিল বলিয়াই সন্দেহ করিয়াছিলেন;

এবং এই জন্যই যুবকটিকে ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া লইয়াছিলেন। অবশেষে তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া, এবং গাড়ী হইতে নামিয়া পলায়ন করিবার জন্য তাহার ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার ধারণা হইল—তাঁহার সন্দেহ অমূলক নহে। সে গাড়ীতে উঠিয়া গাড়ীর কোন কল কব্জা নষ্ট করিয়াছিল, এখন ধরা পড়িবার ভয়ে পলায়নের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে।—সে ভাবিয়াছিল মিঃ ব্লেক গাড়ীতে উঠিয়া বিপন্ন হইবেন। তাঁহার কি দুর্গতি হয়—তাহা দেখিবার আশায় সে অদূরে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু তিনি যে তাহাকে সন্দেহ করিয়া, তাহাকে ধরিয়া জোর করিয়া গাড়ীতে বসাইয়া রাখিবেন—এরূপ সম্ভাবনা মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মনে স্থান পায় নাই; এখন সে ফাঁদে পড়িয়া মুক্তি লাভের জন্য ব্যাকুল!

মিঃ ব্লেক মনে করিয়াছিলেন সে গাড়ীর কোন চাকা ঢিল করিয়া রাখিয়াছিল, কিংবা পরিচালন-চক্রের কোন অংশ জখম করিয়াছিল; গাড়ী পূর্ণবেগে চালাইলেই কোন বিভ্রাট ঘটিবে। এই জন্য তিনি ধীরে ধীরে গাড়ী চালাইতেছিলেন, এবং প্রতি পদে বিপদের আশঙ্কা করিতেছিলেন। হাইড্ পার্কের ভিতরে গিয়া তিনি খুব জোরে গাড়ী চালাইবেন—একথা শুনিয়া যুবকের মানসিক অবস্থা কিরূপ হয় তাহা পরীক্ষা করিবার জন্যই তিনি হঠাৎ তাহাকে ঐ কথা বলিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক যুবককে নীরব দেখিয়া বলিলেন, "কি বল? চুপ করিয়া রহিলে যে!"

গাড়ী তখন পিকাডেলীতে আসিয়াছিল; পিকাডেলী অতিক্রম করিয়া তাহা হাইড্ পার্কের দিকে চলিল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন যুবক তাঁহার পাশে বসিয়া ম্যালেরিয়া-জ্বরাক্রান্ত রোগীর মত থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে! ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ অসাড়। তাহার মুখ পাংশুবর্ণ। (his face was ashen.)

সে কাতর স্বরে বলিল, "আমাকে শীঘ্র নামাইয়া দিন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কোন আপত্তি নাই, কিন্তু তুমি কি কীর্ত্তি করিয়াছ

তাহা আগে শুনিতে চাই। তুমি সকল কথা বলিলেই গাড়ী থামাইয়া তোমাকে নামাইয়া দিব।”

যুবক অধীর ভাবে বলিল, “আমি কিছুই করি নাই। গাড়ীর কোন কল বিগড়াইয়া রাখিলে কি আপনি গাড়ী চালাইয়া এতদূর আসিতে পারিতেন? আপনি আমাকে অন্যায় সন্দেহ করিয়াছেন; আমি আপনার গাড়ী স্পর্শও করি নাই। আপনি পাগলের মত যা-তা বলিতেছেন! আর আমাকে কষ্ট দিবেন না, আমাকে নামাইয়া দিন।”

মিঃ ব্লেক ভাবিলেন তবে কি তাঁহার সন্দেহ অমূলক? লোকটা যাহা বলিল তাহা তখনিতান্ত অসঙ্গত নহে। যদি সে গাড়ীর কোন কল-কব্জা বিগড়াইয়া রাখিত, তাহা হইলে গাড়ী অনেক পূর্ব্বেই অচল হইত, না হয় পথভ্রষ্ট হইয়া কোন প্রাচীরে অথবা আলোকস্তম্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়া চূর্ণ হইত; কিন্তু লোকটার আতঙ্কের কারণ কি? কোন সাংঘাতিক বিপদের আশঙ্কা না থাকিলে তাহার অবস্থা ঐরূপ শোচনীয় হইত না।

মিঃ ব্লেক তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির করিতে না পারিয়া বলিলেন, “গাড়ী বড় আস্তে চলিতেছে, এইবার পূর্ণ বেগে চালাইব।”

মিঃ ব্লেক মুখে যাহা বলিলেন, কাযেও তাহাই করিলেন; গ্রে-প্যান্থার নক্ষত্রবেগে হাইড পার্ক অভিমুখে ধাবিত হইল। গ্রে-প্যান্থারকে সেইরূপ বেগে চলিতে দেখিয়া ইউষ্টাস অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; মিঃ ব্লেক কি উদ্দেশ্যে হঠাৎ শকটের বেগ বর্দ্ধিত করিলেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া ইউষ্টাস সম্মুখে মাথা বাড়াইয়া কি বলিতে উদ্যত হইয়াছেন, সেই সময় মিঃ ব্লেকের পার্শ্বোপবিষ্ট যুবক আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল এবং আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল “পরমেশ্বরের দোহাই! থামাও, গাড়ী থামাও! গাড়ী থামাইবা মাত্র আমি সকল কথা বলিব, কোন কথা গোপন করিব না। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি সত্য কথা বলিব।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি আগে না বলিলে আমি গাড়ী থামাইব না।”

যুবক বলিল, “তুমি নির্ব্বোধের মত কায করিতেছ! নিজেও মরিবে,

আমাদেরও মারিবে? গাড়ীর নীচে একটা বোমা আছে, তাহা ফাটিলে কাহারও চিহ্ন মাত্র থাকিবে না”

যুবকের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক চমকিয়া উঠিলেন। এই হতভাগা তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য গাড়ীর ভিতর বোমা ফেলিয়া রাখিয়াছে? ইহা যে তাঁহার স্বপ্নের অগোচর! বোমা রাখিলে এতক্ষণ কি তাহা ফাটিত না? কথাটা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, তিনি বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া সহজস্বরে বলিলেন, “গাড়ীর ভিতর বোমা ফেলিয়া রাখিয়াছ? তোফা মজার খবর! ভারী বুদ্ধিমানের মত কায করিয়াছ। কি রকম বোমা?”

যুবক অধীর ভাবে বলিল, “আমার কথা বুঝি বিশ্বাস হইল না? অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বোমা! উহা ফাটিলে আমরা সকলেই গুঁড়া হইয়া যাইব, গাড়ীরও চিহ্ন থাকিবে না। তোমার সাইলেন্সারের সঙ্গে তাহা আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ উত্তাপ পাইলে উহা ফাটিয়া যাইবে।”

মিঃ ব্লেকের একটি শিরাও স্পন্দিত হইল না; কিন্তু এই সংবাদে তিনি শঙ্কিত হইলেন। লোকটার আতঙ্ক দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন তাহার কথা মিথ্যা নহে। সে যে এভাবে তাঁহাকে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিবে—ইহা তাঁহার অবিশ্বাস হইল না; তাঁহার মনে হইল পুলিশ কমিশনরকে বোমার আঘাতে চূর্ণ করিবার চেষ্টা নূতন নহে। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বোমা ফাটিবে—তাহা স্থির করিয়া বোমা ফেলিয়া রাখা কঠিন নহে; কিন্তু মিঃ ব্লেক কখন গাড়ীতে উঠিবেন তাহার নিশ্চয়তা ছিল না, এ অবস্থায় ঐরূপ বোমা গাড়ীর তলায় ফেলিয়া রাখিবার সার্থকতা কি তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। গাড়ী চলিতে চলিতে সাইলেন্সার উত্তপ্ত হইবে, এবং উত্তাপ যখন কোন নির্দ্দিষ্ট সীমায় পৌঁছিবে তখনই বোমা ফাটিবে,—এভাবে বোমা নির্ম্মাণ করিয়া তাহা গাড়ীর ভিতর লুকাইয়া রাখা অদ্ভুত কৌশল ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক। কিন্তু বোমা ফাটিবার সময় মিঃ ব্লেকই যে চালকের আসনে থাকিবেন—ইহাই বা সে কিরূপ বুঝিয়াছিল?

কিন্তু আর সময় নষ্ট করিবার উপায় ছিল না, মূহূর্ত্ত মধ্যে ইহার প্রতিকার না হইলেই সর্ব্বনাশ! চক্ষুর নিমেষে সকলের দেহ চূর্ণ হইবে। যদি তাঁহারা সেই মূহূর্ত্তে গাড়ী হইতে লাফাইয়া প্রাণরক্ষা করেন তাহা হইলেও গ্রে-প্যান্থারকে রক্ষা করিবার উপায় নাই! গ্রে-প্যান্থারের নির্ম্মাণে তিনি বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইল সেইরূপ আর একখানি শকট নির্ম্মাণ করা তাঁহার সাধ্যতীত। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অবস্থা কিরূপ বিপজ্জনক হইবে, তাহাও তাঁহার মনে পড়িয়া গেল।

"তোমরা দু'জনে সতর্ক থাক, প্রাণের আশা অল্প!"—মিঃ ব্লেক ইউষ্টাস ও তাঁহার সঙ্গিনীকে সম্বোধন করিয়া এভাবে একথা বলিলেন যে, তাঁহাদের মনে হইল হঠাৎ কোন কারণে মিঃ ব্লেকের মস্তিক বিকৃত হইয়াছে! তাঁহারা যুবকটির আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেও সে মিঃ ব্লেককে যে সকল কথা বলিয়াছিল তাহা তাঁহাদের কর্ণগোচর হয় নাই। মিঃ ব্লেক হঠাৎ পথ ছাড়িয়া মোটর লইয়া সবেগে চক্র দিলেন দেখিয়া তাঁহারা প্রাণভয়ে মোটর হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু সেই প্রচণ্ড বেগের উপর তাঁহাদের লাফাইয়া পড়িতে সাহস হইল না। তাঁহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন।

মিঃ ব্লেক সভয়ে গাড়ীর চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; তাঁহার নাসারন্ধ্রে একটি গন্ধ প্রবেশ করিতেছিল, ন্যাকড়া পুড়িলে যেরূপ গন্ধ বাহির হয় সেইরূপ গন্ধ! তিনি বুঝিতে পারিলেন বোমার বহিরাবরণে আগুন ধরিয়া গিয়াছে, বোমাটা মুহূর্ত্তপরেই হয় ত ফাটিয়া যাইবে। তখন গাড়ী থামাইয়া বোমাটা বাহির করিয়া ফেলিবার চেষ্টা মূঢ়তা মাত্র (it would be sheer folly to stop the car and attempt to remove the bomb.)

ইউষ্টাস ও তাঁহার সঙ্গিনী সভয়ে তাঁহাদের আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক গ্রে-প্যান্থারকে ঘুরাইয়া লইয়া হাইড পার্কের বিখ্যাত হ্রদের ভিতর নামাইয়া দিলেন। তখন গাড়ীর ভিতর হইতে কুণ্ডলীকৃত ধূম উঠিলেও গাড়ী জলের ভিতর প্রবেশ করিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া উদ্যান রক্ষকেরা, পুলিশের প্রহরীরা এবং দর্শকের

দল চারি দিক হইতে দ্রুতবেগে সেইস্থানে উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল আরম্ভ হইল।

মিস্ ট্রাভার্স প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিল; নারী যতই পুরুষ-ভাবাপন্ন হউক, এবং পুরুষের প্রতিযোগিতা করিবার জন্য বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া তারস্বরে বক্তৃতা করুক, বিপদে পড়িলে রোদন না করিয়া সে স্থির থাকিতে পারে কি? 'বালানাং রোদনং বলম্।' মিস ট্রাভার্সকে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রোদন করিতে দেখিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিস ট্রাভার্স, তোমার এই আকস্মিক বিপদে আমি দুঃখিত; কিন্তু উপায় কি? আমি ভাবিয়া দেখিলাম জলে ভিজিলে তোমার কষ্ট হইবে বটে, কিন্তু আকস্মিক মৃত্যু অপেক্ষা কিছু কাল এই ভাবে জলে সিক্ত হওয়া তুমি প্রার্থনীয় মনে করিবে। প্রাণরক্ষার অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া আমাকে তাড়াতাড়ি এই হ্রদের জলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহা যে মন্দের ভাল, ইহা ত তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না।"

ইউষ্টাস বলিলেন, "আপনি আমাদের গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া কি আরামই দিলেন! এরূপ বিপদ ঘটিবে জানিলে আমরা কি আপনার সঙ্গে গাড়ীতে উঠিতাম? এখন যে প্রাণ যায়!"—গাড়ীর ভিতর তখন একহাঁটু জল! ডুবিবার ভয়ে তিনি গাড়ী হইতে জলে লাফাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিলেন।

মিঃ ব্লেক গ্রীণ ক্যানারী ক্লাবের যে আরদালীটাকে গাড়ীর ভিতর তাঁহার পাশে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন, তখন তাহার বাহ্যজ্ঞান প্রায় রহিত হইয়াছিল। সে জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিল। গাড়ী জলে নামিয়া পড়িলেও তাহার আতঙ্ক দূর হয় নাই।

মিঃ ব্লেক সেই অবস্থায় তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া পুলিশের হস্তে অর্পণ করিলেন। তাহার অপরাধের কথা শুনিয়া পুলিশ যখন তাহার হাতে হাতকড়ি আঁটিয়া দিল, তখন সে এই ব্যবহারের প্রতিবাদ করিল না; আত্ম-রক্ষার জন্য পলায়নেরও চেষ্টা করিল না। সে হতাশভাবে পুলিশের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল।

মিঃ ব্লেক পুলিশ কর্ম্মচারীদের নিকট সঙ্ক্ষেপে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "গাড়ীখান তোমরা শীঘ্র জলের ভিতর হইতে তুলিয়া লইয়া যাও। এই গাড়ীর সাইলেন্সারের সঙ্গে একটা বোমা আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে; আশা করি জলে ভিজিয়া তাহার কার্য্যকারিতা নষ্ট হইয়াছে। আর তাহার ফাটিবার আশঙ্কা নাই; তথাপি তোমরা সতর্ক ভাবে তাহা সরাইয়া ফেলিবে।"

বিস্ময়াভিভূত পুলিশ-কর্ম্মচারীরা মিঃ ব্লেকের আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত হইল। এইরূপ বিপদের সময় মিঃ ব্লেকের সহিষ্ণুতা ও মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া কায করিবার শক্তি দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইল। তাহারা বুঝিতে পারিল মিঃ ব্লেক কয়েক সেকেণ্ডের জন্য মৃত্যু-কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছেন! তাহারা গাড়ীখানি জল হইতে তুলিয়া বোমাটি বাহির করিয়া লইল। বোমাটি পরীক্ষা করিয়া তাহারা দেখিতে পাইল—বোমার বাহিরের আবরণটি (the outer casing of the bomb) সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়া গিয়াছিল। বোমার যে অংশ ফাটিবার কথা, তাহা প্রায় বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। গাড়ী জলের ভিতর নামাইতে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে বোমা ফাটিয়া আরোহীবর্গসহ গাড়ীখানি চূর্ণ করিত।

অতঃপর ইউষ্টাস তাঁহার সঙ্গিনীকে লইয়া হাইড পার্ক ত্যাগ করিলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহার গাড়ী স্থানীয় পুলিশের জিম্মায় রাখিয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে প্রত্যাগমন করিলেন।

পঞ্চম তরঙ্গ

সন্দেহের অবসান

মিঃ ব্লেক ওয়াল্‌ডোকে তাঁহার প্রতীক্ষায় স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে কিরূপ বিপদে পড়িতে হইয়াছিল, এবং সুনিশ্চিত মৃত্যুর কবল হইতে কি উপায়ে তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন, সেই সকল ঘটনার আদ্যোপান্ত বিবরণ তিনি ওয়াল্‌ডোর গোচর করিলেন।

মিঃ ব্লেক উপসংহারে বলিলেন, "এই সকল ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতেছে—প্রকৃত রহস্যের মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আমরা সহজেই কৃতকার্য্য হইতে পারিব। আমরা ঠিক পথের সন্ধান পাইয়াছি। শত্রুরা আমাদের মুঠার ভিতর আসিয়া লেজে খেলিতেছে, ওয়াল্‌ডো!"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "আমার বুদ্ধিও একটু মোটা কি না, আপনার কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম না! অবশ্য, এ কথা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, কোন স্ফূর্ত্তিবাজ লোক আপনার ভবযন্ত্রণা মোচনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে, এবং তাহারা যেরূপ তৎপরতা প্রদর্শন করিতেছে তাহাতে তাহারা শীঘ্রই কৃতকার্য্য হইবে—এবিষয়েও নিঃসন্দেহ হইয়াছে। আপনি সেই লোকটাকে যেভাবে পাকড়াও করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া চলিলেন তাহাতে আপনার চমৎকার দক্ষতার পরিচয় পাইয়াছি; কিন্তু শত্রুরা আমাদের মুঠার ভিতর আসিয়া লেজে খেলিতেছে—আপনার এ কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না!"

মিঃ ব্লেক একটি সিগারেট লইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "ঘটনার পারম্পর্য্য লক্ষ্য করিবার বিষয় ওয়াল্‌ডো! আমি যখন স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে বাহির হইয়া যাই; তখন আমার ইচ্ছা ছিল

প্রথমে গ্রীণ ক্যানারীতেই উপস্থিত হইব। গতরাত্রে সেখানে যে সকল কাণ্ড ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে ক্লাবের ম্যানেজারের সঙ্গে একটু আলোচনা করিবারই ইচ্ছা ছিল। আমি আফিসের বাহিরে গিয়া আমার গাড়ীর অদূরে একটি যুবককে দেখিতে পাই; আমি কখন সেই গাড়ীতে উঠি—তাহা দেখিবার জন্যই যেন সে সেখানে প্রতীক্ষা করিতেছিল—এইরূপই আমার ধারণা হইল। আমি তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলাম—সে গ্রীণ ক্যানারীর একজন আরদালী।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "গ্রীণ ক্যানারীর সেই আরদালীটা এখানে আসিয়া আপনার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল! সেজন্য তাহার ঐরূপ আগ্রহের কি কারণ থাকিতে পারে?—রহস্যপূর্ণ ব্যাপার বটে; কিন্তু এই রহস্য ভেদ করা আমার অসাধ্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমরা জানি আমরা সাতাত্তর নম্বর গুণ্ডাদলের দমনে উদ্যত হইয়াছি, এবং একথাও জানি যে—তাহারাই গত রাত্রে গ্রীণ ক্যানারী লুণ্ঠনের চেষ্টা করিয়াছিল;—কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে যাহা সত্য মনে হইয়াছিল, প্রকৃত ব্যাপার কি তাহাই? অর্থাৎ গুণ্ডারা কাহাদিগকে লুণ্ঠনের চেষ্টা করিয়াছিল? ক্লাবের যে সকল ধনাঢ্য মুরুব্বি ক্লাবে আড্ডা দিতে আসিয়াছিলেন, তাহারা কি তাঁহাদেরই টাকা কড়ি লুঠ করিতে আসিয়াছিল, না, ক্লাব লুঠ করাই—তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "উভয়ই; ক্লাবের সভ্যদের নিকট যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা লুঠিয়া, পরে ক্লাবের ধনভাণ্ডার হস্তাগত করা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়াই মনে হয়।"

মিঃ ব্লেক মুখ হইতে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, "ঐখানেই তোমার ভুল হইল ওয়াল্‌ডো! আমার ধারণা সত্য হইলে স্বীকার করিতে হইবে—ক্লাবের মুরুব্বিদের ধমক দিয়া, তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব টেবিলের উপর রাখিতে বলা একটা চাল মাত্র, উহা একটা উপলক্ষ। এই ব্যাপারটাকে তেমন অসাধারণ বলা যায় না। পরস্পরের শত্রুভাবাপন্ন দুইদল গুণ্ডার প্রতিযোগিতা

চলিতেছিল। তাহাদেরই একদল অন্য দলের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিল।"

ওয়াল্‌ডো সবিস্ময়ে বলিল, "দুই দল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "প্রথম হইতেই আমার সন্দেহ হইয়াছিল—গ্রীণ ক্যানারী একদল আমেরিকান দস্যুর আড্ডা, এবং তাহারাই এই ক্লাব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইহা সম্ভ্রান্ত পরিবারবর্গের নৈশ মিলনের স্থান বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল; কিন্তু ইহা এরূপ মহাসম্ভ্রান্ত ক্লাব যে, ইহার আড়ম্বর দেখিয়া ইহা আদৌ খাঁটি কি না—এ বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ ছিল। ক্লাবের মালিকেরা কর্ত্তৃপক্ষকে ক্রমাগত বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে যে, তাহাদের ক্লাবটি সাচ্চা; উহার কোন গলদ আছে ইহা যেন চিন্তার অতীত!"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "এই রকম বাড়াবাড়ির জন্যই কি আপনার মনে সন্দেহ হইয়াছিল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঠিক তাই। যাহার যাহা নাই, তাহার তাহা আছে ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া উঠে; যাহার রাজভক্তি নাই, সে যখন-তখন চিৎকার করিয়া ঘোষণা করে—'আমি রাজভক্ত, আমার মত রাজভক্ত দুনিয়ার দুটি নাই!'—আমি ক্লাবের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতাম; যে উত্তর পাইতাম, তাহা শুনিলেই বুঝিতে পারিতাম—আমার সন্দেহ অমূলক নহে। কিন্তু বোমা মারিয়া আমাকে উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা হওয়ায় আমি তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ফল পাইয়াছি।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "আর উত্তেজনাটুকু কাউ?"

মিঃ ব্লেক সিগারেটটা দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমার সন্দেহ নিশ্চয়তায় পরিণত হইয়াছে। তুমি কি এখনও বুঝিতে পার নাই যে সেই নিখুঁত ষড়যন্ত্রটি গ্রীণ ক্যানারীতেই গজাইয়া উঠিয়াছিল? সেই নৈশ ক্লাবের একজন আরদালী আমার গাড়ীতে বোমা রাখায় ইহা নিঃসন্দেহে

সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে। যে যোগসূত্রটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া আমার মনে হইয়াছিল, তাহাই আমি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি। আমার শত্রুপক্ষ হইতে ইহা এরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার হাতে আসিয়া পড়িবে, তাহা পূর্ব্বে আশা করিতে পারি নাই; এজন্য উহারা সত্যই আমার ধন্যবাদের পাত্র।"

ওয়াল্‌ডো হাসিয়া বলিল, "কিন্তু তাহারা আপনার ধন্যবাদের লোভে ঐ কার্য্য করে নাই, এবং আপনি যদি ঐ রকম তৎপরতার সঙ্গে বোমাটিকে জল খাওয়াইতে না পারিতেন তাহা হইলে উহাদিগকে ধন্যবাদ দানের অবসরও পাইতেন না। উহাদের চেষ্টা সফল হইত; আপনার দেহের চিহ্নমাত্র থাকিত না। তাহার পর কি হইত?—আর কি কেহ স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করিয়া গুণ্ডাদমনের চেষ্টা করিতে সাহস করিত? আমরা কি গ্রীণ ক্যানারীকে তখন সন্দেহ করিতে পারিতাম? আপনার জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই সকল কাযের খতম হইত।"

মিঃ ব্লেক পাইপে তামাক সাজিয়া সেই কক্ষে দুই একবার পাদচারণ করিলেন; তাহার পর ওয়াল্‌ডোকে বলিলেন, "অনুমানে নির্ভর করিয়া কি সিদ্ধান্ত হইতে পারে—দেখা যাউক। আমি সাধারণতঃ অনুমানে নির্ভর করিয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করি না; কিন্তু তাহার উপর ভবিষ্যতের আশা ভরসা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।—আমরা জানি সাতাত্তর নম্বর গুণ্ডার দল লণ্ডনে আসিয়া অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। লণ্ডনই তাঁহাদের বর্ত্তমান কার্য্যক্ষেত্র। আমাদের বিশ্বাস, ঐ দল ব্যতীত লণ্ডনে অন্যান্য দলের গুণ্ডাও আছে। তুমি বোধ হয় জান প্রতিদ্বন্দ্বী গুণ্ডারা পরস্পরকে যেরূপ শত্রু মনে করে, পুলিশকে সেরূপ শত্রু মনে করে না। তাহারা পরস্পরকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। এক দল যদি কোন স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহা হইলে অন্য দল তাহাদের ক্ষতি করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। আমার ধারণা, গ্রীণ ক্যানারী একটা প্রকাণ্ড প্রবঞ্চনার আধার! সেখানে মাদক দ্রব্যের বে-আইনী ব্যবসা চলে। যে আমেরিকানরা এই আড্ডাটি স্থাপন করিয়াছে, বে-আইনী মাদক তাহাদের

প্রধান অবলম্বন। সাতাত্তর নম্বর গুণ্ডারা ঐ কারবার করে। এ জন্য উহাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ। তাহাদের এই বিরোধ আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল। ইহাতে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইবে। যদি তাহারা পরস্পরের সহিত যোগদান করিয়া পুলিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিত, তাহা হইলে আমাদের অসুবিধার সীমা থাকিত না।"

মিঃ ব্লেক হঠাৎ টেলিফোনের রিসিভার হাতে তুলিয়া লইলেন, এবং ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডকে সাড়া দিয়া বলিলেন, "লেনার্ড, আফিসে আছ কি? একজন কয়েদীকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছিলাম; হাঁ, যে আমার মোটর-কার বোমার সাহায্যে উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল।—তাহাকে আমার সম্মুখে হাজির করিবে কি?"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "আচ্ছা, দেখিতেছি।"

কিন্তু কয়েক মিনিট পরে তিনি একাকী মিঃ ব্লেকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মিঃ ব্লেক বলিলেন "কৈ, তোমার আসামী কোথায়?"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড "বলিলেন, আপনি তাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিবেন জানিতে পারি কি? আপনি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন; আমার ও কথা জিজ্ঞাসা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, আপনি আমাদের আফিসের নিয়ম-কানুন ভাল জানেন না। এখানে কর্ত্তৃত্ব করিতে হইলেও কতকগুলি বাঁধা নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। আপনি যদি হঠৎ কোন ভুল করিয়া বসেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আপনার অপদস্থ হইবার আশঙ্কা আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি আশা করিয়াছিলাম—তুমি আমার আদেশ পালন করিবে; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তুমি আমাকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলে!—বিস্ময়ের বিষয় বটে।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "কিন্তু আমি সকল দিক বিবেচনা করিয়াই আপনাকে ও সকল কথা বলিয়াছি। আপনি যাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আমার কাছে পাঠাইয়াছেন—সে একটা গুণ্ডা। তাহার দলে বিস্তর গুণ্ডা আছে, তাহাকে ফৌজদারী সোপরদ্দ করিলে তাহারা তাহাকে নানাভাবে সাহায্য করিবে;

তাহার পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রথম শ্রেণীর কৌন্সিলী নিযুক্ত করিবে। এ অবস্থায় আপনি যদি আসামীকে এখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে আসামীর কৌন্সিলীর জেরায় আদালতে আপনি অপদস্থ হইবেন কি না তাহা চিন্তার বিষয়।"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দেখ লেনার্ড, আমি একটিমাত্র সঙ্কল্পের বশীভূত হইয়া এখানে এই চাকরী গ্রহণ করিয়াছি। সেই সঙ্কল্প এই যে, আমি যেরূপে পারি দস্যুদল ও গুণ্ডাদের চূর্ণ এবং বিধ্বস্ত করিয়া লণ্ডনবাসীদের আতঙ্ক দূর করিব; গুণ্ডার অত্যাচার নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে নিশ্চিন্ত করিব। তোমাদের আফিসে যদি নিয়মের কড়াকড়ি থাকে এবং স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অধ্যক্ষকেও তাহা মানিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে আমি তোমাকে সোজা কথায় বলিতেছি—আমি সেই সকল নিয়ম গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নহি। আমি যত দিন এখানে কর্ত্তৃত্ব করিব, তত দিন নিজের বুদ্ধিতে চলিব: যাহা ভাল বুঝিব তাহাই করিব। আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কাহারও কোন উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আপনি যে আমার কথাটা না বুঝিয়াই—"

মিঃ ব্লেক তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "কিন্তু তুমি আমার সহজ কথাটাই বা বুঝিলে কৈ?—একটা লোক খানিক আগে বোমা ফাটাইয়া আমাকে চূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; সে গুণ্ডাদের দলের লোক। যদি আমি তাহাকে জেরা করিয়া তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির করিয়া লইতে পারি, তবে তাহা আমাকে লইতেই হইবে। তোমাদের আফিসে কি নিয়ম আছে তাহা আমার জানিবার প্রয়োজন নাই; আমি তাহা মানিয়া চলিতেও রাজী নই।"

ইন্‌স্পেক্টর দ্বারের নিকট গিয়া বলিলেন, "ভবিষ্যতে যদি আপনাকে কোন অসুবিধায় পড়িতে হয় তাহা হইলে আমাকে যেন দায়ী করিবেন না। আপনার আশা পূর্ণ হউক, ইহাই আমার প্রার্থনা। আমাদের লাল ফিতার মহিমা অগ্রাহ্য করিতে সাহস করে, এরূপ লোক অন্য কাহাকেও দেখিতেছি না!

আমি বহুদিন এখানে চাকরী করিতেছি ; এতকালের মধ্যে এমন লোক আর একজনও দেখি নাই—যিনি আফিসের প্রচলিত নিয়ম-কানুন অগ্রাহ্য করিয়া নিজের খেয়ালে চলিয়াছেন।"

অতঃপর ইন্‌স্পেক্টর বোমার আসামীকে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে রাখিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। তখন তাহার আতঙ্ক-বিহ্বল ভাব অন্তর্হিত হইয়াছিল ; সে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আমার দুই একটি কথা আছে। আশা করি আমার সঙ্গে সরল ভাবে আলাপ করিতে তোমার আপত্তি হইবে না। —তোমার নামটা কি, তাহাই আমি আগে জানিতে চাই।"

আসামী বলিল, "আন্তোনিও জেনোমি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার জন্মস্থান বোধ হয় সোহো ?"

আসামী বিরক্তি ভরে বলিল, "আমি কোথায় জন্মিয়াছিলাম তাহা শুনিয়া কি আপনার কোন লাভ হইবে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি গ্রীণ ক্যানারী নাইট ক্লাবে আরদালীর কাজ কর ত ?"

আসামী বলিল, "তা করি ; কিন্তু আপনি যাহা ভাবিতেছেন তাহা ঠিক নয়! আমি যখন আপনার সাইলেন্সারে বোমাটা আঁটিয়া দিয়াছিলাম, তখন কাযটা অন্যায় বলিয়া মনে হয় নাই ; আমার মনে হইয়াছিল আপনার সঙ্গে একটু তামাসা করিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তামাসা ! সকলের সঙ্গে এই রকম তামাসা করাই তোমার অভ্যাস না কি ?"

আসামী আগ্রহ ভরে বলিল, "আপনাকে তবে সকল কথা খুলিয়াই বলি। আমি ক্লাব হইতে বাসায় যাইতেছিলাম, সেই সময় দুইজন লোক আমার সঙ্গে আলাপ করিতে আসিল। আমি তাহাদিগকে পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। তাহারা আমাকে মদ খাওয়াইতে চাহিল, ইহাতে আমার মনে একটু সন্দেহ হইল ; কিন্তু তাহারা আমাকে কিছু টাকা দিয়া আপনার কথা তুলিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন "বটে! আমার সম্বন্ধে তাহারা কি কথা বলিল?"

আসামী বলিল, "আপনি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চীফ কমিশনর হইয়াছেন, এ সংবাদ তাহারা কাগজ পড়িয়া জানিতে পারিয়াছিল। তাহারা হাসিয়া বলিল, ইহা একটা তামাসার ব্যাপার!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তামাসার ব্যাপার বলিয়াই তাহারা তোমাকেও একটু তামাসা করিতে অনুরোধ করিল? আমার গাড়ীতে বোমা রাখিয়া আমাকে উড়াইয়া দেওয়া একটা মস্ত তামাসার বিষয় বলিয়া তোমাকে বুঝাইয়া দিল, আর তুমিও ঐভাবে আমার সঙ্গে তামাসা করিতে রাজী হইলে?"

আসামী বলিল, "মিঃ ব্লেক, আমি অতি সহজে আপনার সঙ্গে ঐ রকম তামাসা করিতে রাজী হই নাই। তাহারা বলিল, আমেরিকান গুণ্ডাদের অত্যাচারের ভয়ে লোকে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু এসকল বাজে কথা, তিলকে তাল করা মাত্র। তাহারা মনে করিয়াছিল আপনার সঙ্গে একটু তামাসা করিলে বেশ মজা হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহারা কি রকম লোক?"

আসামী বলিল, "ছোকরা, কলেজের ছাত্র বলিয়াই মনে হইল। তাহারা আমাকে পাঁচ পাউণ্ড দিয়া বলিল—তাহাদের পার্শেলটা আপনার গাড়ীর সাইলেন্সারের সঙ্গে আঁটিয়া দিতে হইবে। কথাটা আমার ভাল লাগিল না; এজন্য আমি প্রথমে সম্মত হইলাম না। কিন্তু তাহারা হাসিয়া বলিল উহা তুবড়ীর মত একটা বাজী মাত্র, উহা ফাটিলে খুব শব্দ হইবে, ধোঁয়াও উঠিবে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত; কোন ক্ষতি হইবে না। তবে আপনি ভয় পাইবেন এবং এই সংবাদ প্রকাশ হইলে খবরের কাগজে হৈ-চৈ আরম্ভ হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি তাহাদের এই সকল কথা বিশ্বাস করিলে?"

আসামী বলিল, "তাহাদের কথা শুনিয়া মনে হইল এ রকম তামাসা করায় কোন ক্ষতি নাই; উহা যে সত্যই বোমা, ইহা আমি এখনও বিশ্বাস করিতে

পারিতেছি না। তাহারা আমাকে খুসী করিবার জন্য টাকা দিল ; সুতরাং ঐ রকম নির্দ্দোষ আমোদ করিতে আমার আপত্তি হইল না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহারা তোমাকে মোট কত টাকা দিয়াছে ?"

আসামী বলিল, "গাত পাউণ্ড। প্রথমে তাহারা আমাকে দুই পাউণ্ড বায়না দিয়াছিল ; অবশেষে আমি তাহাদের নিকট হইতে মোড়কটা লইলে আরও পাঁচ পাউণ্ড দিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই চতুর ছোকরা দুটো এই রকম তুচ্ছ কাযের জন্য তোমাকে অতগুলি টাকা দান করিল দেখিয়া তুমি একটুও আশ্চর্য্য বোধ করিলে না ? তোমার মনে খট্‌কা বাধিল না ?"

জেনোমি মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আশ্চর্য্য বোধ হয় নাই। এই সকল ছাত্রদের অনেকেই বড় লোকের ছেলে ; তাহারা কি পাঁচ সাত পাউণ্ডকে বেশী টাকা বলিয়া মনে করে ? বিশেষতঃ, তাহারা ঐ সকল কাযের দায়িত্ব ঘাড়ে লইতে রাজী হয় না ; কাজেই তাহারা আমার ব্যবহারে খুসী হইয়া আমাকে টাকাগুলি দিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি বলিতেছিলে তাহাদিগকে তুমি পূর্ব্বে কোন দিন দেখ নাই ?"

আসামী জেনোমি বলিল, "না মিঃ ব্লেক, তাহাদিগকে পূর্ব্বে কোন দিন দেখি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যদি তাহাদিগকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাও, তাহা হইলে চিনিতে পারিবে কি ?"

আসামী বলিল, "হাঁ, দেখিলে বোধ হয় চিনিতে পারিব।"

মিঃ ব্লেক কাগজ ও পেন্সিল লইয়া বলিলেন, "বেশ, তাহাদের চেহারা কিরূপ বল।"

আসামী তাহাদের আকৃতির বিবরণ এরূপ নিখুঁত ভাবে বলিতে লাগিল যে, কোন অপরিচিত লোককে অল্প সময়ের জন্য দেখিলে, তাহার চেহারা সেভাবে স্মরণ রাখিয়া বলা অত্যন্ত কঠিন কায ; দৃষ্টিশক্তি অসাধারণ তীক্ষ্ণ না

হইলে কেহই সেরূপ নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করিতে পারে না। সে তাহাদের চোখ মুখের বিশেষত্ব, চুলের রঙ্গ, তাহাদের পোষাকের পার্থক্য, গলাবন্দের বৈচিত্র্য, তাহাদের জুতার গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিল তাহা শুনিয়া মিঃ ব্লেক খুসী হইলেন, এবং হাসিয়া বলিলেন, "জেনোমি, আমি তোমার দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতার তারিপ করিতেছি! তাহাদের চেহারার যে বর্ণনা করিলে তাহার সাহায্যে ফল লাভেরই আশা করিতেছি। কিন্তু তুমি সেই অপরিচিত যুবকদের দমবাজিতে ভুলিয়া যে অপকর্ম্ম করিয়াছ, সেজন্য তোমার যথাযোগ্য শিক্ষা হওয়াই উচিত। বিশেষতঃ, কাহারও অনিষ্ট-চেষ্টা করিবার জন্য ঘুস লওয়া কি রকম বিপজ্জনক কায তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।"

আসামী বলিল, "আমি তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি; ভবিষ্যতে আমি সতর্ক হইব। আমি একটু তামাসা করিয়াছিলাম বৈ ত নয়! এ জন্য কি আমার কারাদণ্ড হওয়া উচিত? না, পুলিশ বোধ হয় তত বদরসিক নয়; আশা করি পুলিশ আমাকে ছাড়িয়া দিবে। আপনার কিরূপ ধারণা?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি ফৌজদারীর আসামী, সুতরাং পুলিশ তোমাকে আদালতে হাজির করিবেই; সেখানে ম্যাজিষ্ট্রেট তোমার গল্পটি বিশ্বাস করিবেন কি না জানি না। তোমাকে মুক্তিদান করা না করা প্রমাণের উপর নির্ভর করিতেছে। ম্যাজিষ্ট্রেটকে বিবেচক ও নিরপেক্ষ লোক বলিয়াই ত মনে হয়।"

আসামীকে সেই কক্ষ হইতে অপসারিত করা হইলে ওয়াল্‌ডো মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে বিস্মিত ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "ঐ বদমায়েসটা যে সকল অদ্ভুত কথা বলিয়া আপনাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিল—আপনি কি তাহা বিশ্বাস করিয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক উঠিয়া-দাঁড়াইয়া তামাকের পাইপে একটা উৎকট দম্ দিলেন; তাহার পর বলিলেন, "উহার কথা কে বিশ্বাস করিয়াছে? আমি! আমি কি এতই নির্ব্বোধ? উহার কথাগুলা আগাগোড়া মিথ্যা। (lies from beginning to end)

ওয়াল্‌ডো বলিল, "আমারও তাহাই মনে হইতেছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে তাহার দলের লোকের উপদেশেই পরিচালিত হইতেছিল বটে, কিন্তু তাহার কথাগুলি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা গিয়াছে। সে যে দুই জন লোকের চেহারার বর্ণনা করিল তাহারা কাল্পনিক লোক; এই জন্যই উহার বর্ণনা ঐরূপ নিখুঁত হইয়াছে। উহা সত্য হইতেই পারে না। তোমার দৃষ্টিশক্তি অসাধারণ তীক্ষ্ণ; কিন্তু তুমিও কাহাকেও পাঁচ মিনিটের জন্য দেখিয়া তাহার চেহারার ও পরিচ্ছদাদির ঐরূপ নিখুঁত বর্ণনা করিতে পারিতে না।"

ওয়াল্‌ডো হাসিয়া বলিল, "ঠিক কথা। এই আসামীটা কেবল গুণ্ডা নয়, ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদী ও বটে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "গ্রীণ ক্যানারীর পরিচালকেরা উহাকে এখানে পাঠাইয়াছিল। আমি যখন উহাকে আমার গাড়ীতে ধরিয়া রাখিয়াছিলাম সেই সময় উহাকে কিরূপ ভীত ও বিচলিত দেখিয়াছিলাম, তাহা কি আমার স্মরণ নাই? যখন উহার বিশ্বাস হইল—বোমাটা শীঘ্রই ফাটিয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই চূর্ণ হইব, তখন উহার কি ভীষণ কম্পন ও আর্ত্তনাদ! কিন্তু এখন আর সে সকল কথা উহার স্মরণ নাই! বাঁচিয়া গিয়া এখন হতভাগা আর এক সুর বাহির করিয়াছে। কিন্তু আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছি—গ্রীণ ক্যানারীর পরিচালকেরা আমাকে হত্যা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, কারণ আমি তাহাদিগকে সন্দেহ করিয়াছি ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। এই ক্লাব কাহাদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে তাহা আমি এখনও জানিতে পারি নাই বটে, কিন্তু সাতাত্তর নম্বর গুণ্ডার দল যে তাহাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি। তাহাদের উভয় দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদের সঙ্কল্প সিদ্ধির অনুকূল হইতেও পারে।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখন গ্রীণ ক্যানারীর উপর আমাদিগকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে; তাহা হইলে শীঘ্রই আমরা ৭৭ নং গুণ্ডার দলের সন্ধান

পাইব। তাহাদের চেষ্টা একবার বিফল হইয়াছে বলিয়া তাহারা নিশ্চেষ্ট থাকিবে এরূপ মনে হয় না।”

ওয়াল্‌ডো বলিল, “এখন কয়েক দিন যদি আমরা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকি, তাহা হইলে কেমন হয়? তাহাদের সহকারী জেনোমি ধরা পড়িয়া গিয়াছে এই সংবাদ পাইলে তাহারা সতর্ক হইবে. সুতরাং আমরা হঠাৎ তাহাদের কোন গলদ ধরিতে পারিব না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন. “হাঁ, আমবা বাহ্যিক নিষ্ক্রিয় থাকিব; কিন্তু গোপনে আমাদিগকে সচেষ্ট থাকিতে হইবে। আমবা যে তাহাদিগকে সন্দেহ করিয়াছি ইহা তাহাদিগকে বুঝিতে দেওয়া হইবে না।”

মিঃ ব্লেক দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাহার পর তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ওয়াল্‌ডোকে বলিলেন, “আমি এখন বেকার ষ্ট্রীটে যাইতেছি। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সকল কার্য্যের ভার তোমার উপর ন্যস্ত করিয়া চলিলাম। আমি এখানে ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে. হয় ত কোন নূতন সংবাদ দিতে পারিব; তবে আমি নিশ্চিত রূপে কোন কথা বলিতে পারিতেছি না। আমি কতক্ষণ পরে ফিরিতে পারিব তাহারও নিশ্চয়তা নাই।”

ওয়াল্‌ডোকে আব কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়াই তিনি প্রস্থান করিলেন। তিনি কি ফন্দী করিয়াছিলেন তাহাও ওয়াল্‌ডোর নিকট প্রকাশ করিলেন না।

মিঃ ব্লেক চারি দিকে চাহিয়া সতর্ক ভাবে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের আফিস ত্যাগ করিলেও একটি লোক তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিল। লোকটি দীর্ঘকায়, বলবান, প্রৌঢ়, গুণ্ডার মত চেহারা। সে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সম্মুখস্থ পথে একখানি ট্যাক্সির ভিতর লুকাইয়া বসিয়া ছিল। মিঃ ব্লেক তাঁহার আফিসের বাহিরে আসিয়া দূরে প্রস্থান করিলে সেই গুণ্ডাটা ট্যাক্সি হইতে নামিয়া পড়িল এবং ট্যাক্সিচালকের প্রাপ্য ভাড়া পরিশোধ করিয়া অত্যন্ত নিশ্চিন্ত চিত্তে ধীরে ধীরে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে প্রবেশ করিল।

ষষ্ঠ তরঙ্গ

ঋণ পরিশোধের দাবী

স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডেপুটি কমিশনরের আফিস চীফ কমিশনরের আফিসের অদূরে অবস্থিত। ডেপুটি কমিশনর স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ছোট কর্ত্তা, সুতরাং তাঁহার আফিসেরও আড়ম্বর অল্প নহে। মিঃ ব্লেক বেকার ষ্ট্রীটে নিজের কার্য্যে প্রস্থান করিলে ওয়াল্‌ডো তাহার নিজের অর্থাৎ ডেপুটি কমিশনরের আফিসে প্রবেশ করিয়া কতকগুলি 'ফাইল' পরীক্ষা করিতে লাগিল। সেই সময় সেই কক্ষের টেলিফোন ঝন্-ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিলে ওয়াল্‌ডো 'রিসিভার' তুলিয়া লইয়া কানের কাছে ধরিল,তাহার পর তাহার আফিসের পাহারায় নিযুক্ত একজন সার্জেণ্টের প্রশ্নের উত্তরে বলিল, "কি নাম বলিলে? ওয়াল্‌টার সমারটন? না, ঐ নামের কোন লোককে ত আমি চিনি না! তাহাকে জানাও—এখন তাহার সঙ্গে আমার দেখা করিবার ফুরসৎ নাই। আমি সময় স্থির করিয়া দিলে সে যেন সেই সময়ে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসে।"

সার্জেণ্ট বলিল, "একথা তাহাকে জানাইতেছি।"—মুহূর্ত্ত পরে সার্জেণ্ট পুনর্ব্বার বলিল, "ভদ্রলোকটি বলিতেছে—আপনার সঙ্গে তাহার দেখা না করিলেই নয়! তাহার না কি ভারী জরুরি খবর আছে।"

ওয়াল্‌ডো মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, "আমার কথা বুঝি গ্রাহ্য হইল না? যদি 'ভারী জরুরি' খবর থাকে তাহা হইলেও সে ইচ্ছামত আমার সঙ্গে দেখা করিতে পারিবে না; আমি সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে সেই সময় আসিয়া সে তাহার 'ভারী জরুরি' খবর আমাকে জানাইয়া যাইতে পারে। তাহাকে বিদায় করিয়া দাও সার্জেণ্ট!"

ওয়াল্‌ডো রিসিভারটা হুকের উপর নামাইয়া রাখিয়া আফিসের কাগজ-পত্রে পুনর্ব্বার মনঃ-সংযোগ করিল। 'লণ্ডনে তখন অপরাধীর দল কতগুলি

ছিল, এবং সেই সকল দলের নেতাদের সে চিনিত কি না তাহারই সন্ধান লইতে লাগিল।

মুহূর্ত্ত পরে টেলিফোনে পুনর্ব্বার ঝনঝনি সুরু হইল!

ওয়াল্‌ডো বিরক্তি ভরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, পুনর্ব্বার রিসিভারটা তুলিয়া লইল, গম্ভীর স্বরে বলিল, "হাল্লো, আবার কি? তুমি কি আমাকে কায কর্ম্ম করিতে দিবে না?"

সার্জেণ্ট হতাশ ভাবে বলিল, "ভারী নাছোড়বান্দা হুজুর! ভদ্রলোকটা বলিতেছে—সে আপনার সঙ্গে দেখা না করিয়া এখান হইতে নড়িবে না। (Says he 'll stick here until you send for him) লোকটা বাতিকগ্রস্ত বলিয়া মনে হইতেছে; কিন্তু চেহারা দেখিয়া তা বুঝিবার উপায় নাই! সে বলিল, সে আপনার কাছে একটা 'ক্যানারী' বিক্রয় করিতে আসিয়াছে! কিন্তু তাহার কাছে পাখী-টাখী কিছুই নাই। পাগল ভিন্ন কি অন্য কাহারও মুখে ও কথা শোভা পায়?"

লোকটা 'ক্যানারী' বিক্রয় করিতে আসিয়াছে—এই একটি কথাতেই ওয়ালডোর বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইল। 'গ্রীণ ক্যানারী' ক্লাব-সম্বন্ধে মিঃ ব্লেকের সহিত কিছু 'কাল পূর্ব্বে তাহার আলোচনা চলিতেছিল; গ্রীণ ক্যানারী ক্লাবের সহিত গুণ্ডাদের সম্বন্ধ আছে, এমন কি, তাহার একজন আরদালী মিঃ ব্লেককে বোমা মারিবার চেষ্টায় ধরা পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার কিছুকাল পরে একজন অপরিচিত আগন্তুক ওয়াল্‌ডোর সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় বলিতেছে—সে তাহার নিকট 'ক্যানারী' বিক্রয় করিতে আসিয়াছে! তবে কি গ্রীণ ক্যানারী ক্লাবের সহিত এই আগন্তুকের কোন সম্বন্ধ আছে? ওয়াল্‌ডো আগন্তুকের এই ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করিতে পারিল না, প্রচণ্ড কৌতূহল তাহার হৃদয় অধিকার করিল। সে টেলিফোনে সার্জেনকে বলিল, "সে কি বলিল? আমার কাছে ক্যানারী বিক্রয় করিতে আসিয়াছে? কথাটা কৌতূহলোদ্দীপক বটে! সার্জেণ্ট ব্রেস্, তাহার কি বলিবার আছে তাহা শুনিবার জন্য আমি ব্যগ্র না হইলেও তুমি মিঃ সমারটনকে আমার নিকট লইয়া এস।"

সার্জেণ্ট ব্রেস্ ওয়াল্‌ডোর এই আকস্মিক মত-পরিবর্ত্তনে বিস্মিত হইল; কিন্তু সে বিস্ময় গোপন করিয়া বলিল, "আমি তাহাকে আপনার নিকট লইয়া যাইতেছি।"

ওয়াল্‌ডো তাহার বৃহৎ চেয়ারে বসিয়া গম্ভীর ভাবে আগন্তুকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। লোকটা গ্রীণ ক্যানারী ক্লাব সম্বন্ধে তাহাকে কোনও কথা বলিবে—ইহাই তাহার বিশ্বাস হইল।

দুই মিনিট পরে সার্জেণ্ট ব্রেস ওয়াল্‌ডোর আফিসে প্রবেশ করিল, তাহার পশ্চাতে দীর্ঘদেহ, ভীষণমূর্ত্তি একটি প্রৌঢ়! এই ব্যক্তিই স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বাহিরে ট্যাক্সিতে বসিয়া মিঃ ব্লেকের আফিস-ত্যাগের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

ব্রেস তাহাকে ওয়াল্‌ডোর সহিত পরিচিত করিবার জন্য বলিল, "ইনিই মিঃ সমারটন, মহাশয়!"

মিঃ সমারটন ওয়াল্‌ডোর সম্মুখে অগ্রসর হইলে ওয়াল্‌ডো তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিল, তাহার পর সার্জেণ্ট ব্রেস্‌কে বলিল, "এখানে তোমার আর কোন প্রয়োজন নাই।"

ব্রেস্ নড়িল না; সে ওয়াল্‌ডোর মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ওয়ালডো পুনর্ব্বার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আগন্তুকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। লোকটি যে ধনবান তাহা সে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল। আগন্তুকের পরিচ্ছদ মূল্যবান। তাহার অঙ্গুলীতে হীরকাঙ্গুরী; ঘড়ির চেন শ্বেত-কাঞ্চন নির্ম্মিত।

ওয়ালডো হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া ব্রেস্‌কে বলিল, "তুমি এখন যাইতে পার ব্রেস্! যখন প্রয়োজন হইবে, আমি সাড়া দিলে তুমি পুনর্ব্বার এখান-আসিও।"

ব্রেস্ ওয়ালডোকে অভিবাদন করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। তাহার পশ্চাতে কক্ষদ্বার রুদ্ধ হইল।

ওয়ালডোর আফিস-ঘরের দ্বার রুদ্ধ হইবামাত্র পূর্ব্বোক্ত বিশালদেহ আগন্তুকটি ওয়ালডোর সম্মুখে সরিয়া গিয়া দুইসারি দন্তই উদ্‌ঘাটিত করিল;

কিন্তু তাহার হাস্যে বিন্দুমাত্র মাধুর্য্য ছিল না। কোমলতা-বর্জ্জিত সেই হাসি হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস নহে।

লোকটার স্পর্দ্ধা দেখিয়া ওয়ালডো বিরক্তি ভরে ভ্রূকুঞ্চিত করিল।

আগন্তুক ওয়ালডোর বিরাগ অগ্রাহ্য করিয়া বলিল, "দেখ ব্রাদার! এবার তুমি যে চা'ল চালিয়াছ, আমি তাহার তারিফ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না! এখন এই চাকরীতে গ্যাঁট হইয়া বসিয়া দুশো মজা লুটিবে; আর তোমাকে পায় কে?"

ওয়ালডো গম্ভীর স্বরে বলিল, "তোমার এ কথার মর্ম্ম কি, তাহা কি আমাকে বলিবে মিঃ সমারটন?"

আগন্তুক বলিল, "সমারটন কাহাকে বলিতেছ ব্রাদার? ও নাম আমার নয়, তাহা কি তুমি জান না? হাঁ, তুমি আমাকে চেন। আমার আসল নাম রেগান, 'রাঙা গরম' রেগান। ওয়ালডো, তুমি এখন ন্যাকামী রাখিয়া প্রাণ খুলিয়া আমার সঙ্গে আলাপ কর, আগে তোমার হাতখান বাড়াইয়া দাও।"

রেগান ওয়ালডোর করমর্দ্দনের আশায় দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিল; কিন্তু ওয়ালডো তাহা দেখিয়াও দেখিল না। সে পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবে বলিল, "তুমি মিঃ সমারটনই হও আর রেগানই হও, আমার বোধ হয় তুমি ভুল করিয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছ।"

রেগান বিস্ফারিত নেত্রে ওয়ালডোর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি বলিলে ব্রাদার? আমি ভুল করিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি? আমাকে যেন চিনিতে পার নাই—এই রকম ভাব দেখাইতেছ! এখানে ত আর কেহ নাই, তবে এত আদব-কায়দায় দরকার কি ব্রাদার? কেহ কি গাঁটা দিয়া আমাদের কথা শুনিবে বলিয়া তোমার আশঙ্কা হইয়াছে?"

ওয়ালডো বলিল, "না, এখানে অন্য কেহ নাই; কিন্তু যে কথা তুমি অন্য কোন লোকের সাক্ষাতে আমাকে বলা সঙ্গত মনে কর না, সে কথা আমি গোপনে তোমার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি না।"

রেগান ওয়ালডোর সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিয়া হাসিয়া বলিল, "শোন কথা ! বড় চাকরী পাইয়া ভায়ার মেজাজ বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে দেখিতেছি ! কিন্তু আমার কথা তোমাকে শুনিতেই হইবে ব্রাদার ! আমি তোমাকে একটা ছোট গল্প বলিব, তাহা শুনিতে তোমার আপত্তি আছে কি ?"

ওয়ালডো বলিল, "আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে,—আমার এখন গল্প শুনিবার ফুরসৎ নাই ; সে ইচ্ছাও নাই। তুমি আমার সময় নষ্ট করিও না।"

রেগান বলিল, "কিন্তু আমার গল্পটা শুনিয়া তুমি বেশ আমোদ পাইবে। গল্পটা আগাগোড়া সত্য, একটি কথাও মিথ্যা নয়। আমি যে ঘটনার কথা বলিতেছি তাহা ইংল্যাণ্ডেই ঘটিয়াছিল ; তবে তাহা পনের বৎসর পূর্ব্বের কথা। ডার্টমুর কারাগারের সহিত এই গল্পের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।"

ওয়ালডো অসহিষ্ণু ভাবে বলিল, "তুমি আমাকে ভারী বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিলে !"

রেগান বলিল, "কিন্তু তোমার বিরক্ত হইলে চলিবে না ; ইহা তোমাকে শুনিতেই হইবে।—হাঁ, পনের বৎসর পূর্ব্বে ডার্টমুর কারাগারের দুইজন কয়েদী কুয়াসার অন্ধকারের সুযোগ পাইয়া কারাগার হইতে পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের একজন আমেরিকান, দ্বিতীয় কয়েদী ইংরাজ। ইংরাজ কয়েদী অসুরের মত বলবান, তাহার শক্তি অসাধারণ ; সাধারণ বারজন জোয়ানের মত তাহার বল ছিল। তাহার সহিষ্ণুতাও অসাধারণ। সে ইচ্ছা করিলে অনেক পূর্ব্বেই জেলখানা হইতে পলায়ন করিতে পারিত ; কিন্তু সেরূপ চেষ্টা না করিয়া সে সেই কুয়াসার দিনই তাহার বন্ধুর সহিত পলায়ন করিয়াছিল।—আমি তাহার আমেরিকান বন্ধুটিকে 'এ' বলিয়া উল্লেখ করিব, আর সে বৃটিশ বলিয়া 'বি' অক্ষরটি দ্বারা তাহাকে পরিচিত করিব।—সেই কুয়াসাচ্ছন্ন দিনে 'এ' ও 'বি' দুই বন্ধুতে জেলখানা হইতে পলায়ন করিল।—আমার কথা বুঝিয়াছ ?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "সহজ কথা ; তাহার পর কি হইল বল। সংক্ষেপে তোমার গল্প শেষ কর।"

রেগান বলিল, "হাঁ, সঙ্ক্ষেপেই বলিব।—সেই যে পলায়নের ফন্দী—উহা 'বি'র মাথাতেই গজাইয়া উঠিয়াছিল। পলায়নের জন্য যে ফিকির ও কৌশলের প্রয়োজন হইয়াছিল—তাহা সমস্তই 'বি' করিয়াছিল! তাহারা উভয়ে কারাগার হইতে পলায়ন করিলে জেলখানায় ভয়ানক সোরগোল আরম্ভ হইল। তাহাদের উভয়ের অনুসরণের জন্য সশস্ত্র প্রহরীর দল চারি দিকে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিল। কিন্তু 'এ' ও 'বি' বিভিন্ন দিকে পলায়ন করিতেছিল; 'বি' কারাগারের বাহিরে খোলা মাঠের উপর দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। সেই ভাবে পলায়ন করিতে করিতে সে একজন ওয়ার্ডারের সম্মুখে পড়িল।

ওয়াল্‌ডো বলিল "সঙ্কটের কথা বটে; তারপর?"

রেগান বলিল, "আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'বি'র দেহে অসাধারণ শক্তি ছিল। যদি আধ ডজন ওয়ার্ডার দল-বাঁধিয়া তাহাকে আক্রমণ করিত তাহা হইলেও সে তাহাদের সকলকে ঘুসাইয়া দুরস্ত করিতে পারিত; তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বা আপত্তি ছিল না। কিন্তু 'বি'কে যে ওয়ার্ডার আক্রমণ করিয়াছিল তাহার হাতে বন্দুক ছিল; হাঁ, টোটাভরা বন্দুক। 'বি' নিরস্ত্র, সে যতই বলবান হইক, বন্দুকের গুলী হইতে আত্মরক্ষা করে—তাহার সেরূপ শক্তি ছিল না; সুতরাং তাহার মৃত্যু অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল।—কিন্তু সে যাত্রা সে বাঁচিয়া গেল।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "কিরূপে?"

রেগান ওয়াল্‌ডোর মুখের উপর পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "সেই ওয়ার্ডারটা বন্দুক তুলিয়া 'বি'-কে গুলী করিতে উদ্যত হইল; তাহা দেখিবা-মাত্র 'এ' দৌড়াইয়া আসিয়া ওয়ার্ডারটার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল। (jumped clean on the warder) এবং তাহার হাতের রাইফেল কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। এইরূপে 'এ' 'বি'র জীবন রক্ষা করিল; 'বি'র ইহা অজ্ঞাত নহে।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "জেলখানার ওয়ার্ডাররা কি পলাতক কয়েদীদের হত্যা করিবার জন্য গুলী করে?" (shoot to kill?).

রেগান বলিল, "না তা করে না বটে, কিন্তু আসল কথাটা ত ভুলিলে চলিবে না ব্রাদার! তোমার উপর সেই ওয়ার্ডারটার কি রকম রাগ ছিল তাহা কি তোমার স্মরণ নাই? সে কি তোমাকে হত্যা করিবাব সুযোগ ত্যাগ করিত? হাঁ, আমি সেই 'এ', আর তুমিই 'বি'। হয় ত তোমার স্মরণ-শক্তি আমার অপেক্ষা কম, এই জন্য তোমার বোধ হয় স্মরণ নাই যে, আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিবার পর তুমি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলে, একদিন তুমি তোমার এই ঋণ পরিশোধ করিবে। (one day you would settle your debt) তাহার পর তুমি কি করিলে তাহাও কি তোমার স্মরণ নাই? তুমি সেই মাঠ পার হইয়া রেলের লাইনের ধারে উপস্থিত হইলে এবং একখানি মালগাড়ীতে উঠিয়া লণ্ডনে পলায়ন কবিলে। আমিও তোমার সঙ্গে ছিলাম কি না, এজন্য এ সকল কথা আমি ভুলিয়া বাই নাই। লণ্ডন হইতে আমাদের ছাড়াছাড়ি। আমি আমেরিকায় চলিলাম; তুমি মিলান কি টুরিনে প্রস্থান করিলে। তারপর আব তোমার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই; এতকাল পরে আজ তোমাব সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "হাঁ, তোমার গল্পটা চিত্তাকর্ষক বটে।"

রেগান বলিল, "কিন্তু মিথ্যা নয়, তাহা তুমি জান। আমি লণ্ডনে আসিয়া তোমার সঙ্গে যোগ দিয়া ব্যবসায় করিতে চাহিয়াছিলাম, কারণ আমি জানিতাম তোমার মত গুণী লোকের সঙ্গে একযোগে কাষ কর্ম্ম করিলে অল্পদিনেই গুছাইয়া লইতে পারিব, কিন্তু তাহাতে তুমি রাজী হইলে না, বলিলে—কাহারও সঙ্গে মিশিয়া বখরাদারী করা তোমার পোষায় না। সুতরাং আমি তোমার সংস্রব ত্যাগ করিলাম বটে, কিন্তু তুমি তোমার সেই ঋণ কোন দিন পরিশোধ কর নাই।"

ওয়াল্‌ডো চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া চিন্তিত ভাবে রেগানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "দেখ রেগান, তুমি আমার আফিসে প্রবেশ করিবামাত্র আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছিলাম। হাঁ, ঠিক পনের বৎসর পূর্ব্বে আমরা উভয়ে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছিলাম;

কিন্তু এই দীর্ঘকালেও তোমার চেহারার অধিক পরিবর্ত্তন হয় নাই। তুমি আমার সার্জেণ্টকে বলিয়াছিলে আমার কাছে তুমি ক্যানারী বিক্রয় করিতে আসিয়াছ; তোমার ঐ কথা বলিবার কারণ কি ?"

রেগান হাসিয়া বলিল, "যখন দেখিলাম তুমি কোনমতেই আমার সঙ্গে দেখা করিবে না,তখন তোমার কৌতূহল উদ্রেকের জন্য ঐ কথা বলিয়া পাঠাইলাম ; কারণ আমি জানি ক্যানারীই আজ কাল তোমাদের প্রধান লক্ষ্য। খবরের কাগজে দেখিলাম তুমি পুলিশের ডেপুটি কমিশনর হইয়াছ। সুতরাং আশা হইল—এবার তোমার সাহায্যে আমি কায উদ্ধার করিতে পারিব ; তুমি তোমার ঋণ এতদিন পরে পরিশোধ করিবে।"

ওয়াল্‌ডো কোন কথা না বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল রেগান তাহার সাহায্যে স্বার্থসিদ্ধি করিতে আসিয়াছে ; কিন্তু কোন অবৈধ কার্য্যে তাহাকে প্রশ্রয়-না দিলে তাহার স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, এবং কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে, রেগানের আবদার রক্ষা করা তাহার অসাধ্য। রেগানের ধারণা হইয়াছিল ওয়াল্‌ডো পুলিশকে মুঠায় পুরিয়া নানা কৌশলে অর্থোপার্জ্জনের আশায় ডেপুটি কমিশনরের পদ গ্রহণ করিয়াছে। ডেপুটি কমিশনরের কর্ত্তব্য পালন তাহার উদ্দেশ্য নহে, এবং সে তখন পর্য্যন্ত তস্কর-বৃত্তি ত্যাগ করিতে পারে নাই। ওয়াল্‌ডো যে সৎপথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং কঠোর কর্ত্তব্য পালনের জন্যই স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডেপুটি কমিশনর হইয়াছিল—রেগেন ইহা বিশ্বাস করিতে পারে নাই।

কিন্তু ওয়ালডো রেগানের আবির্ভাবে আপনাকে অত্যন্ত বিপন্ন মনে করিল। রেগান একদিন তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল ; ওয়াল্‌ডো তাহার সেই ঋণ পরিশোধ করে নাই। রেগান কোন দিন প্রত্যুপকারের দাবী করিবে—ইহা পূর্ব্বে কখনও ওয়াল্‌ডোর মনে হয় নাই ; ওয়াল্‌ডো এখন পুলিশের ডেপুটি কমিশনর, সুযোগ বুঝিয়া রেগান এখন তাহার সাহায্যপ্রার্থী ; কিরূপ সাহায্য—রেগান তাহা না বলিলেও,ওয়াল্‌ডো বুঝিতে পারিল—তাহাকে সাহায্য করার অর্থই কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হওয়া ! কোনও পুলিশ-কর্ম্মচারী কোন

দস্যু তস্করকে সাহায্য করিতে বাধ্য হইলে তাহাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইতেই হইবে। ওয়াল্‌ডোর তাহা অসাধ্য ; অথচ ঋণ পরিশোধও তাহার কর্ত্তব্য !—এই—উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া সে কি করিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল।

অবশেষ ওয়াল্‌ডো রেগানকে বলিল, "দেখ রেগান, আমাদের কথা আর অধিকদূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আমাদের পরস্পরের মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। প্রথমতঃ, তোমার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—তুমি যেখানে আসিয়া তোমার মনের কথা বলিতেছ—সেই স্থানটি লণ্ডন-পুলিশের প্রধান আড্ডা স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড, দ্বিতীয়তঃ, যাহার সহিত তুমি আলাপ করিতেছ সে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডেপুটি কমিশনর ; এ অবস্থায় তোমার মুখের যে কোনও কথা তোমার বিরুদ্ধে—"

রেগান তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "ব্রাদার, তুমি যে তোমার পুরাতন বন্ধুর সহিত পুলিশের চাল চালিতে আরম্ভ করিলে ! তুমি ভাবিয়াছ কি ? আমি কি তোমাকে চিনি না ? যদি তুমি নিজের মতলব হাসিল করা ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে এই চাকরী লইয়া থাক, তাহা হইলে আমাকে স্বীকার করিতে হইবে তোমার বুদ্ধিলোপ পাইয়াছে !"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "তুমি পনের বৎসর পূর্ব্বে আমাকে যে লোক বলিয়া জানিতে, এখন আমি আর সে লোক নহি ; এই জন্যই এখন তুমি আমাকে ভুল বুঝিয়াছ। এই পদের সম্মান রক্ষার জন্যই আমি এ চাকরী লইয়াছি ; আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। আমি তোমাকে পুনর্ব্বার সতর্ক করিবার জন্য বলিতেছি, আমার নিকট তোমার আবদার পূর্ণ হইবার আশা নাই। পুলিশের ডেপুটি কমিশনরের নিকট তোমার কোনও আবদার খাটিতে পারে না।"

রেগান হাসিয়া বলিল, "আমি কি তোমার ও হুম্‌কি গ্রাহ্য করি ? এমন ক্যানেস্তা-বোঝাই ক্ষীর (Cream in the can) তুমি নিজে চুমুক না দিয়া তাহা পরের হাতে ছাড়িয়া দিবে ?"

ওয়াল্‌ডো গোপনে স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই চাকরী গ্রহণ করিয়াছে—এই

ধারণা ত্যাগ করিতে না পারিয়া রেগান বলিল, "দেখ ব্রাদার, তুমি তোমার সরকারী হুম্‌কি বন্ধ রাখিয়া এখন কাযের কথা শোন। এখন আমরা উভয়ে মিলিয়া-মিশিয়া কায করিলে অনেক কঠিন কায সহজ হইবে। আমি বহুদিন হইতে তোমার পক্ষপাতী। তোমার মত যোগ্যতা পৃথিবীর আর কোন তস্করের নাই। (There's no crook on the earth with your qualifications) আমার বিশ্বাস, গত পনের বৎসরে তুমি অনেক দাও মারিয়া বেশ গুছাইয়া লইয়াছ। নিউ ইয়র্ক হইতে ফ্রিস্কো পর্য্যন্ত যেখানে গিয়াছি সেই স্থানেই আমি তোমার বাহাদুরীর প্রশংসা করিয়াছি। তোমার মুস্কিল-আসানের ব্যবসায়ের কথা শুনিয়া আমি না হাসিয়া থাকিতে পারি নাই; কিন্তু তুমি দস্যুবৃত্তি করিতে করিতে কি কৌশলে গোয়েন্দা ব্লেককে ভুলাইয়া তাহার সঙ্গে ভিড়িলে, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু ইহাতে আশ্চার্য্য বোধ করি নাই; কারণ আমি জানি তোমার অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই। অদ্ভুতকর্ম্মা তোমার আর একটা খেতাব!"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "হাঁ, অন্য লোক যাহা অসাধ্য মনে করে—আমি তাহা করিতে পারি বটে; আরও অনেক কঠিন কায করিতে পারিব, আমার এরূপ বিশ্বাস আছে। এক দিন তুমি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলে, একথা আমার স্মরণ আছে রেগান! এইজন্যই, আমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডেপুটি কমিশনর, একথা কিছু কালের জন্য ভুলিয়া যাইতেছি। তুমি আর কোন কথা না বলিয়া এখান হইতে উঠিয়া চলিয়া যাও।"

রেগান মাথা নাড়িয়া বলিল, "না ওয়াল্‌ডো, তুমি এভাবে আমাকে তাড়াইতে পারিবে না। তুমি যে চাকরী হাতাইয়াছ, তাহার সাহায্যে নানা রকম বড় বড় দাঁও মারিবার আশা আছে। আমি দল-বল লইয়া লণ্ডনে আসিয়াছি, কিছু উপার্জ্জনের আশায়; কিন্তু দেখিতেছি—এ বড়ই কঠিন স্থান!" (this is sure a tough city.)

ওয়াল্‌ডো বলিল, "কেন? এখানকার পুলিশ কি তোমাদের খুব তাড়াহুড়া আরম্ভ করিয়াছে?"

রেগান বলিল, "তুমি আমাকে হাসাইলে দেখিতেছি! (Don't make me laugh!) আমার ত অনুমান, এই নগরের পুলিশ একদম নির্জীব। সাতাত্তর নম্বর গুণ্ডার দলকেই আমার যে কিছু ভয়, আমি তাহাদেরই উপর নজর রাখিয়াছি।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "তোমার কথা শুনিয়া বিস্মিত হই নাই; আমার বিশ্বাস, সাতাত্তর নম্বর গুণ্ডার দল সত্যই ভারী গোলমাল আরম্ভ করিয়াছে।"

রেগান বলিল, "তুমি খাটি কথাই বলিয়াছ। আমি মিনিয়াপলিসে খুব জোরে, কোকেন আফিং প্রভৃতির ব্যবসা চালাইতেছিলাম; কিন্তু সিকাগোর একদল গুণ্ডা জুটিয়া আমার লাভের কারবারটি নষ্ট করিয়া দিল। তাহারা আমার দুইজন অনুচরের মাথা ফাটাইয়াছিল; আমিও পুলিশের হাতে ধরা পড়িতে পড়িতে পলাইয়া আসিয়াছি।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "তুমি ভাবিয়াছিলে—লণ্ডনে আসিয়া দেখিবে এখানকার মাটী খুব নরম;"

রেগান সোৎসাহে বলিল, "হাঁ, সেই রকমই ত ভাবিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস, এখানে বিপদের কোন আশঙ্কা নাই। তোমাদের পুলিশের হাতে এখানে বন্দুক নাই, সুতরাং এখানে শিকার করা অতি সহজ।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "কিন্তু বেশীদিন তাহা সহজ থাকিবে না।"

রেগান বলিল, "তুমি যখন লণ্ডন-পুলিশের কর্ত্তা হইয়াছ তখন আর আমার ভয় কি? আমি নিশ্চিন্ত মনে শিকার করিতে পারিব। তুমি গ্রীণ ক্যানারী নাইট ক্লাবের নাম শুনিয়াছ; সেই ক্লাব আমারই, আমিই তাহার ষোল আনার মালিক।"

ওয়াল্‌ডো সবিস্ময়ে বলিল, "তোমার! সত্য না কি? তবে ত তুমি খুব লাভের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছ!"

রেগান বলিল, "কিন্তু সেই ক্লাব হইতে আমি তেমন কিছু পাই না, আমার লাভ ঐ কোকেন আফিংএর ব্যবসায়ে; লণ্ডনে আসিয়া আমি ঐ ব্যবসায় চালাইতেছি কি না। গ্রীণ ক্যানারী তাহারই একটা বাহ্যিক আবরণ!

হাঁ, ঐ স্থানে এই সকল নিষিদ্ধ পণ্য দ্রব্যই আমার উপার্জ্জনের প্রধান উপায়। আমি দুই হাতে টাকা কুড়াইতেছি। লাভের সীমা নাই! আমি নানা অদ্ভুত কৌশলে মাল কাটাই; আমার ফন্দী ফিকির বুঝিয়া উঠে কাহার সাধ্য?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "ঐ সকল সংবাদ আমি তোমার নিকট জানিতে চাহি না রেগান!—আমি তোমাকে পূর্ব্বেই সতর্ক করিয়াছি—তাহা তোমার স্মরণ থাকা উচিত।"

রেগান বলিল, "কেন বোকার মত কথা বলিতেছ? আমি এবিষয়ে তোমার সাহায্য চাই ওয়াল্‌ডো! তোমার সাহায্যে আমি অল্প দিনেই লাল হইতে পারিব। কেবল আমার মহাশত্রু সাতাত্তর নম্বর গুণ্ডা-গুলাকে জব্দ করিতে পারিলেই—কিল্লা ফতে! উহারা এখানে আসিয়া গোপনে ঐ ব্যবসা চালাইতেছে, এবং আমাকে এখান হইতে তাড়াইয়া ব্যবসাটা এক-চেটে করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের অত্যাচারেই আমি বিব্রত হইয়া উঠিয়াছি। তাহারা থাকিতে আমার জয়লাভের আশা নাই। এখন যদি তুমি আমাকে সাহায্য কর তাহা হইলে আমি তাহাদের তাড়াইয়া নিস্পরোয়া হইয়া এক-দিক হইতে টাকা কুড়াইতে পারি। তাহা হইলে কি মজাই হয়!—ক্ষীরের ক্যানেস্ত্রা আমরাই দু'জনে ভোগ করি।"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "তুমি যাহাকে ক্ষীরের ক্যানেস্ত্রা বলিতেছ, তাহা হয় ত এক দিন জোলো দুধে পরিণত হইবে।"

রেগান বলিল, "গত রাত্রে কি হাঙ্গামাই আরম্ভ হইয়াছিল! সেই সাতাত্তর নম্বর গুণ্ডার দল কাল রাত্রে আমার ক্লাবে গিয়া লুঠ-তরাজ আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা আমার লোকজনদের গুলী করিয়া মারিয়া ক্লাবে আগুন লাগাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল; তাহারা আমাকেও খুন করিত। কিন্তু রবার্ট ব্লেক হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হওয়ায় তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। এজন্য আমি ব্লেকের নিকট কৃতজ্ঞ। ব্লেকই কাল আমার ক্লাবটিকে ধ্বংশমুখ হইতে রক্ষা

করিয়াছে। তাহারা পুলিশের চীফ্ কমিশনরকে সাবাড় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এবং পরে কৃতকার্য্যও হইয়াছিল।”

ওয়াল্‌ডো বলিল, “তোমার মতলব বুঝিয়াছি ; কিন্তু গুণ্ডার দলগুলাকে লণ্ডন হইতে তাড়াইবার উদ্দেশ্য না থাকিলে আমি এখানে চাকরী লইতাম না। তুমিও আমাকে এখানে দেখিতে পাইতে না।”

রেগান উৎসাহ ভরে বলিল, “এ তুমি খুব ভাল কথা বলিলে ব্রাদার! যদি ও কায পার, তাহা হইলে পরে আমাদের দু’জনেরই সুবিধা হইতে পারে। আমি দুই হাতে টাকা কুড়াইব। তুমি আমার পথ পরিষ্কার করিবে, যেন সাতাত্তর নম্বর গুণ্ডার দল আমার কোন ক্ষতি করিতে না পারে। সাতাত্তর নম্বর দলটা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক ; উহারা শীঘ্রই পুনর্ব্বার হাত খেলাইতে আরম্ভ করিবে। আমার সর্ব্বনাশ করাই উহাদের উদ্দেশ্য। এজন্য তোমার খুব হুসিয়ার থাকা চাই।”

ওয়াল্‌ডো বলিল, “তোমার কথা শুনিয়া আমার খুব কৌতূহল বোধ হইতেছে। আমি কি ভাবে অগ্রসর হইব বলিতে পার ?”

রেগান বলিল, “তোমার কথা লইয়া লণ্ডনে কি রকম হৈ-চৈ আরম্ভ হইয়াছে তাহা কি তুমি জান না? আমি খবরের কাগজে সব কথাই পড়িয়াছি। তুমি ও ব্লেক স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তৃত্বের ভার পাইয়াছ। আমি ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, তুমি ডেপুটি কমিশনের পদে নিযুক্ত হইলেও তোমার ক্ষমতা ব্লেকের অপেক্ষা অল্প নহে, তোমরা দুইজনেই সমান ক্ষমতার অধিকারী। তুমি যে ঋণী আছ, সেই ঋণ পরিশোধের এখন উৎকৃষ্ট সুযোগ উপস্থিত। তুমি তোমার ক্ষমতার বলে সাতাত্তর নম্বর গুণ্ডার দলকে লণ্ডন হইতে তাড়াইয়া দেও, তাহাদিগকে উচ্ছেদ কর। আমাকে সদলে এখানে ইচ্ছামত কায চালাইতে দাও, যেন আমাদের কাযে কেহ কোন রকম বাধা দিতে না পারে। পুলিশ আমাদের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে ; আমাদের দল ভিন্ন অন্য কোন দল যেন লণ্ডনে মাথা তুলিতে না পারে। পুলিশ আমাদের কোন কাযে বাধা না দিলে আমার সকল আশা পূর্ণ হইবে।

এই ভাবে তুমি তোমার ঋণ পরিশোধ করিবে। আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ ব্রাদার ?"

ওয়াল্‌ডো ধীরে ধীরে বলিল, "হাঁ, আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিয়াছি বটে, কিন্তু রেগান, আমার মনে হইতেছে তুমি আমাকে ঠিক বুঝিতে পার নাই, এবং পুলিশের ডেপুটি কমিশনরের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও তোমার কোন ধারণা নাই ; তুমি টাকা চেন, মানুষ চিনিতে শেখ নাই !"

সপ্তম তরঙ্গ

বান্ধবীর ব্যবহার

মিঃ ব্লেক গ্রীণ ক্যানারী ক্লাব সম্বন্ধে যেরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই সন্দেহ যে সত্য, রেগানের কথা শুনিয়া ওয়াল্‌ডো তাহা বুঝিতে পারিল। সে স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিল ; রেগানও উঠিল না।

মিঃ ব্লেক বুঝিয়াছিলেন, গ্রীণ ক্যানারী সম্ভ্রান্ত নৈশ ক্লাব হইলেও তাহা অবৈধ ভাবে অর্থোপার্জ্জনের একটা প্রকাণ্ড আড্ডা। নিষিদ্ধ-মাদক দ্রব্যাদি গোপনে বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যেই এই নৈশ ক্লাবের প্রতিষ্ঠা। সাতাত্তর নম্বর গুণ্ডার দলও কোকেন প্রভৃতি মাদক-দ্রব্যের ব্যবসায় করে। সুতরাং তাহারা রেগানের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া, তাহারা রেগান ও তাহার সহযোগিবর্গকে বিধ্বস্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক প্রকৃত ব্যাপার কতকটা অনুমান করিতে পারিলেও, ওয়াল্‌ডো রেগানের কথা শুনিয়া এই উভয় গুণ্ডাদলের গুপ্ত রহস্যের সন্ধান পাইল। রেগান ওয়াল্‌ডোকে বন্ধু মনে করিয়া এবং তাহার সহায়তায় বঞ্চিত হইবে না এই আশায় সকল গুপ্ত কথাই ওয়াল্‌ডোর নিকট সরল ভাবে প্রকাশ করিয়াছিল।

ওয়াল্‌ডো রেগানকে ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি চাও আমি তোমার দলে যোগ দিয়া তোমার স্বার্থরক্ষায় সাহায্য করি। তুমি চাও লণ্ডনে আর যে সকল গুণ্ডার দল আছে আমি তাহাদিগকে লণ্ডন হইতে নির্ব্বাসিত করি, বা বিধ্বস্ত করি,—কেবল তুমিই লণ্ডনে সদলে বাস করিয়া নির্ব্বিঘ্নে কোকেন-টোকেনের ব্যবসা চালাইবে, আর দুই হাতে টাকা কুড়াইবে!—কেমন ইহাই ত তোমার মনের কথা ?"

রেগান বলিল, "আমার মনের কথা টানিয়া বাহির করিয়াছ ব্রাদার।—

ঠিক বুঝিয়াছ। তোমার পুরাতন ঋণের কথা তুমি ভুলিয়া যাও নাই ত?" (you haven't forgotten the old debt'eh ?)

ওয়াল্‌ডো গম্ভীর স্বরে বলিল, "না, আমি ভুলি নাই। তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলে, কিন্তু আমি কোন দিন তোমার প্রত্যুপকারের সুযোগ পাই নাই। এতদিনে সেই সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া আমি খুসী হইয়াছি। হাঁ, আমাকে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।"

ওয়াল্‌ডো সবেগে উঠিয়া-দাঁড়াইয়া দৃঢ়পদে রেগানের সম্মুখে অগ্রসর হইল; তাহার ভাবভঙ্গিতে, তাহার দৃষ্টিতে কি বিশেষত্ব ছিল তাহা বলা যায় না; কিন্তু তাহাকে ঐ ভাবে সম্মুখে আগাইতে দেখিয়া রেগান সভয়ে দুই হাত পশ্চাতে সরিয়া গেল। তাহার আশঙ্কা হইল, ওয়াল্‌ডো এক ঘুসিতে তাহার মাথাটা গুঁড়া করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই পুরাতন ঋণ পরিশোধ করিবে!

রেগান বিব্রত ভাবে বলিল, "তোমার মতলব কি? তুমি ওভাবে—"

ওয়ালডো তাহাকে এক ধমকে থামাইয়া দিয়া বলিল, "রেগান, আমি যাহা বলি শোন! তুমি আমার সঙ্গে আত্মীয়তা প্রকাশের জন্য এক শ বার 'ব্রাদার, ব্রাদার' করিয়া আমার কান ঝালাপালা করিয়াছ,—সেজন্য আমি অসন্তুষ্ট নহি; তুমি বিস্তর বাজে কথা খরচ করিয়া আমার অনেক সময় নষ্ট করিয়াছ। এখন আমার পালা, (now it's my turn) আমার যাহা বলিবার আছে, শোন। তোমার ধারণা, আমি স্বার্থসিদ্ধির জন্যই কোন কৌশলে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডেপুটি কমিশনরের চাকরীটি বাগাইয়া লইয়াছি! কিন্তু আমি তোমাকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি—তুমি যাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছ—সে দস্যু ওয়ালডো নহে, সে লণ্ডন-পুলিশের ডেপুটি কমিশনর ওয়ালডো। তুমি পনের বৎসর পূর্ব্বে যে ওয়াল্‌ডোকে জানিতে, আজ তাহার অস্তিত্ব নাই।" (does not exist today)

রেগান বিস্ময়ভরে মুখ ব্যাদান করিল।

ওয়াল্‌ডো বলিল, "কিন্তু তুমি ডার্টমুর-সংক্রান্ত যে পুরাতন ঘটনার কথা

বলিলে, তাহা আমার স্মরণ আছে। হাঁ, আমি তোমার সেই পুরাতন ঋণ পরিশোধ করিব। তুমি আমাকে যে সকল গুপ্ত কথা বলিলে, তাহা আমি অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি; এই সকল কথা বলিয়া তুমি অজ্ঞাতসারে আমার কি উপকার করিয়াছ তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু এই গুপ্ত সংবাদের কথা আমি তিনদিন পর্য্যন্ত ভুলিয়া থাকিব।"

রেগান বলিল, "তিন দিন পর্য্যন্ত একথা ভুলিয়া থাকিবে—তোমার এ কথার তাৎপর্য্য কি?"

ওয়াল্‌ডো আফিসের ঘড়ির দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "আজ বুধবারের সন্ধ্যা, আমি তোমাকে আগামী শনিবারের সন্ধ্যার ঠিক এই সময় পর্য্যন্ত লণ্ডনে বাস করিবার সুযোগ দিলাম। আমি মিঃ ব্লেককে বলিয়া-কহিয়া যেরূপে পারি এই তিন দিন গ্রীণ ক্যানারীর ব্যাপারে তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট থাকিতে রাজী করিব। কিন্তু যদি তুমি শনিবার সন্ধ্যার পরও সদলে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ না কর, এ দেশ হইতে প্রস্থান না কর, তাহা হইলে তোমার বিপদ অনিবার্য্য; সে জন্য তোমাকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।"

রেগান ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "এই ভাবে তুমি তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে চাও? বিশ্বাসঘাতক, ছুঁচো, তুমি কি—"

ওয়াল্‌ডো বাধা দিয়া বলিল, "রেগান, আমি তোমাকে পুনর্ব্বার সতর্ক করিতেছি, যদি তুমি এখানে মেজাজ গরম কর, তাহা হইলে তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে না। আমি তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিলে তুমি সদলে ইংল্যাণ্ড ত্যাগের জন্য তিন দিন সময় পাইতে না। হাঁ, এই ভাবে আমি তোমার পুরাতন ঋণ পরিশোধ করিতেছি। আমি শনিবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তোমাকে সময় দিলাম, এই সময়ের মধ্যে তোমাকে সদলে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করিতে হইবে। তোমার ইচ্ছা হইলে তুমি আমার এই আদেশ প্রত্যাখ্যান করিতে পার; কিন্তু আমি তোমাকে এই দেশ ত্যাগের জন্য তিন দিন সময় দিয়াই আমার দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিলাম।"

ওয়ালডো সকল দিক ভাবিয়াই তাহাকে ইংল্যাণ্ড ত্যাগের জন্য তিন দিন

সময় দিয়াছিল। মিঃ ব্লেককে মিথ্যা কথায় প্রতারিত করিতে তাহার অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হইতেছিল। কিন্তু রেগান এক দিন তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার করাও তাহার কর্ত্তব্য, ইহা সে বিস্মৃত হইতে পারিল না। বিশেষতঃ, সে তাহার ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকার করিয়াছিল। সে ভাবিল যদি তিন দিন সময় দিয়া সে রেগানের দলকে ইংল্যাণ্ড হইতে তাড়াইতে পারে, তাহা হইলে তাহাতে তাহার কর্ত্তব্য অসম্পন্ন রহিবে না, বরং তাহাতে ভবিষ্যতে অনেক ফ্যাসাদ সহজেই মিটিয়া যাইবে। রেগান সদলে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করিলে সাতাত্তর নম্বর গুণ্ডার দলকে দেশান্তরে বিতাড়িত করা মিঃ ব্লেকের পক্ষে অনেক সহজ হইবে।—ওয়ালডো কঠোর সমস্যা সমাধানের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পথ মনে করিয়া খুসী হইল।

রেগান দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া ওয়ালডোর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার মন ক্রোধে পূর্ণ হইলেও ওয়ালডোর কথায় সে সত্যই অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্ত মধ্যে মনের ভাব গোপন করিয়া সহাস্যে বলিল, "তোফা! আমাকে লইয়া খাসা মজা মারিলে যা-হোক! আর যদি তোমার ঐ কথাগুলা সত্য হয় তাহা হইলেই বা আমার কি ক্ষতি? আমিও তোমাকে বলিতেছি, সরকারের চাকরী লইয়া তোমাকে যেন আক্ষেপ করিতে না হয়—জাত গেল পেট ভরিল না! যাহাদের সঙ্গে ব্যবসা কর্ম্ম চালাইয়াছ, তাহাদিগকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিলে তোমারও মঙ্গল নাই; তোমাকেও সতর্ক থাকিতে হইবে। আমরা পরস্পরকে ভালই চিনি।—তোমার সকল কথা শেষ হইয়াছে ত? তবে এখন সেলাম, ব্রাদার!"

রেগান টুপিটা তুলিয়া লইয়া মাথায় দিল, এবং ওয়ালডোর মুখের দিকে চাহিয়া ভ্রূভঙ্গি করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

ওয়াল্‌ডো তাহার চেয়ারে বসিয়া গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। রেগান সেই কক্ষ ত্যাগ করিবার সময় ভ্রূভঙ্গি করিল, তাহার অর্থ কি?—সে কি তাহার আদেশে তিন দিনের মধ্যে সদলে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করিবে, না তাহার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া লণ্ডনে বাস করিবে এবং পুলিশের বিরুদ্ধাচরণে

প্রবৃত্ত হইবে? অথবা রেনান মনে করিয়াছে—সে তাহাকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, স্বার্থসিদ্ধির জন্যই সে পুলিশের চাকরী গ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং উপযুক্ত অর্থে তাহাকে ক্রয় করিতে পারিবে !

বস্তুতঃ ওয়াল্‌ডোর আত্মসংযমের শক্তি যতই অধিক হউক, ঘটনাস্রোতও অত্যন্ত প্রখর বলিয়া তাহার ধারণা হইল। সে বুঝিতে পারিল কর্ত্তব্য পালন যত সহজ হইবে বলিয়া তাহার মনে হইয়াছিল প্রকৃতপক্ষে তাহা তত সহজ হইবে না !

* * * *

ইউষ্টাস সেই রাত্রে গ্রীণ ক্যানারীতে আসিয়া একখানি ছোট টেবিল অধিকার করিয়া বসিয়া ছিলেন। গ্রীণ ক্যানারীর রহস্য ভেদের জন্য আগ্রহ হওয়াতেই তিনি স্বেচ্ছায় সেখানে গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মন নিশ্চিন্ত ছিল না, তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। নূতন কোন সংবাদ সংগ্রহের আশায় তিনি মিঃ ব্লেকের অজ্ঞাতসারেই সেখানে গমন করিয়াছিলেন।

তিনি কিছুকাল পরে উঠিয়া নাচ-ঘরের দ্বারে গিয়া, তাঁহার সুন্দরী বান্ধবী মিস্ এনিড্ ট্রাভার্সকে সেখানে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার অধিকতর ক্ষোভ ও বিরাগের কারণ এই যে, এনিড্ তখন তাঁহার অপরিচিত একটি যুবকের সহিত নৃত্য করিতেছিল ! সেই যুবকটির ভাব ভঙ্গি দেখিয়া তাঁহার মনে হইল সে অত্যন্ত মাতাল, বদমায়েস্ ! ইউষ্টাস এনিড্‌কে প্রণয়িণী মনে না করিলেও তাহাকে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা করিতেন। এইজন্য ঐরূপ দুশ্চরিত্র যুবকের সহিত তাহাকে নাচিতে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন।

এনিড গ্রীণ ক্যানারীতে আসিয়াছিল—এজন্য ইউষ্টাস নিজেকেই কতকটা দায়ী মনে করিয়া অনুতপ্ত হইলেন; কারণ তিনি প্রসঙ্গক্রমে এনিডকে বলিয়াছিলেন গ্রীণ ক্যানারী সম্বন্ধে সাধারণের যে ধারণা আছে—তাহা ভুল ধারণা; এই নৈশ ক্লাবটির সহিত নানা গুপ্ত রহস্য বিজড়িত আছে। তিনি মিঃ ব্লেকের নিকট ঐরূপই আভাস পাইয়াছিলেন। এনিড সংবাদপত্রের

রিপোর্টার, সে যদি সেখানে উপস্থিত হইয়া কোন রহস্যপূর্ণ গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারে তাহা তাহাদের কাগজে প্রকাশিত হইলে তাহার স্বার্থসিদ্ধ হইতে পারে ;—এই আশায় সে সেই ক্লাবে উপস্থিত হইয়াছিল।

ইউষ্টাস ভাবিলেন, সংবাদ-পত্রের খোরাক জুটাইবার জন্যই যদি সে সেখানে আসিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাতে আপত্তির তেমন কোন কারণ নাই ; কিন্তু সংবাদ সংগ্রহ করিতে আসিয়া সে ঐ বদমায়েস মাতালটার সঙ্গে নাচিতে আরম্ভ করিল কেন ?

ইউষ্টাস সেখানে হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছিলেন ; এজন্য এনিডের সহিত সে সময় তাঁহার আলাপ করিবার সুযোগ হইল না। এনিড তখন নৃত্যে এরূপ মসগুল যে, সে ইউষ্টাসের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।—ইউষ্টাস এই ভাবে উপেক্ষিত হইয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলেন।

এক রকম নাচ তখন শেষ হইয়া আসিয়াছিল। ঐকতানিক বাদ্য বন্ধ হইলে ইউষ্টাস নাচ-ঘরে প্রবেশ করিয়া এনিডের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি হঠাৎ এনিডের হাত ধরিয়া উত্তেজিত ভাবে তাহাকে সম্মুখে আকর্ষণ করিলেন, এবং তাহার নাচের সঙ্গীকে বলিলেন, "মাফ করিবেন মহাশয়, উঁহার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।"

এনিডের নৃত্য-সঙ্গী ইউষ্টাসের মুখের দিকে চাহিয়া উদার ভাবে বলিল, "তা বেশ ত, তোমাদের জরুরি আলাপ শেষ কর গে ; আমি বোতলের সন্ধানে চলিলাম। এই পরিশ্রমের পর একটু পানীয়ের প্রয়োজন।"

যুবক অন্য দিকে প্রস্থান করিল। ইউষ্টাস এনিডকে সঙ্গে লইয়া একখানি খালি টেবিলের ধারে বসিয়া পড়িলেন।

এনিড বিরক্তি ভরে বলিল, "তোমার এ কি রকম আক্কেল ইউষ্টাস ? তোমার হইয়াছে কি ?"

ইউষ্টাস বলিলেন, "তুমি বড্ড ঢলাঢলি আরম্ভ করিয়াছ !"

এনিড বলিল, "অর্থাৎ ?—আমার অপরাধটা কি দেখিলে ?"

ইউষ্টাস বলিলেন, "এখানে হঠাৎ এভাবে আসিবার কারণ কি ? কাহাকেও

সঙ্গে না লইয়া এখানে একা আসিয়া ঐ রকম যা ইচ্ছা তাই করা কি তোমার সঙ্গত হইয়াছে ?”

এনিড হাসিয়া বলিল, “নির্ব্বোধের মত কি যে বল !”

ইউষ্টাস বলিলেন, “তুমি আমার সঙ্গত কথাগুলি নির্ব্বোধের কথা ভাবিয়া উপেক্ষা করিলে অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় হইবে। কোন সুশীলা তরুণীর পক্ষে এরকম স্থানে একাকী আসা অত্যন্ত অশোভন।”

এনিড বলিল, “কে বলিল আমি এখানে একাকী আসিয়াছি ? আমার মত আর কেহ কি এখানে আসে নাই ? আরও কত পুরুষ ও স্ত্রীলোক আসিয়াছে, দেখিতে পাইতেছ না ?”

ইউষ্টাস হতাশ ভাবে বলিলেন, “হাঁ, তা আছে বটে ; কিন্তু তুমি যাহাদের সঙ্গে অসঙ্কোচে মিশিতে পার—সেরূপ লোক এখানে একজনও নাই। সংবাদপত্রের রিপোর্টারী করা মন্দ কায নয় বটে, কিন্তু এই সকল নৈশ ক্লাব যে কি কদর্য্য স্থান—”

এনিড বাধা দিয়া বলিল, “আহা, তুমি যে ভয়েই মরিলে ! দেখিয়া শুনিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে, এই নৈশ ক্লাব ঠিক—কি বলি—কার্লটনের মতই সম্ভ্রান্ত ! (this night-club is as respectable as—as the Carlton) সুতরাং তোমার ওভাবে হাস্যাস্পদ হইবার কারণ নাই। আমি এখানে কোন গুপ্ত রহস্যের সন্ধানে আসিয়াছিলাম ; অর্থাৎ আমাদের দৈনিকের জন্য যদি কোন মজার খবর সংগ্রহ করিতে পারি তাহা হইলে পঁচিশ ত্রিশ হাজার কাগজ বেশী বিক্রয় হইতে পারে ; তোমার কাছে এই ক্লাবের দুর্নাম শুনিয়াই আমার ঐরূপ চেষ্টা ; কিন্তু এখন দেখিতেছি সে কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তোমার ইঙ্গিতের কোন মূল্য নাই। স্থানটিতে আদৌ কোন অপকারের আশঙ্কা নাই। (this plaee is absolutely harmless) —ভাল কথা, তুমি নাচিবে কি ?”

ইউষ্টাস বলিলেন, “আমি ? নিশ্চয়ই নয়। আমি এখানে আসিয়াছি কেবল—”

এনিড তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া উৎসাহ ভরে বলিল, "কিন্তু আমি যে আরও খানিক নাচিতে চাই।"

সে আর কোন কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া সরিয়া পড়িল। ইউষ্টাস তাহার বান্ধবীর ভাবভঙ্গি দেখিয়া ক্রোধে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বসিয়া রহিলেন। তিনি দেখিলেন কিছুকাল পরে একটা মোটা বিশ্রী কদাকার লোক আসিয়া এনিডের সহিত ওয়াল্‌জ নাচ আরম্ভ করিল! এই লোকটি সেই ক্লাবের ম্যানেজার ওয়েস্। দীনবন্ধুর হোঁদলকুৎকুতের মত চেহারা; তবে রং সাদা।—ইউষ্টাস এই লোকটাকেও অল্প ঘৃণা করিতেন না।

নৃত্য শেষ হইলেও এনিড ম্যানেজারটার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিল, দেখিয়া ইউষ্টাসের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। তিনি ওয়েসের ভাবভঙ্গি দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন সে এনিডের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেছিল। এনিডও তাহার সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করিল যে, তাহা দেখিয়া ইউষ্টাসের সন্দেহ হইল তাঁহাকে ক্ষেপাইবার জন্যই সে ঐরূপ বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে!

প্রায় কুড়ি মিনিট পরে ইউষ্টাস এনিডের সহিত পুনর্ব্বার আলাপ করিবার সুযোগ পাইলেন, তিনি কিঞ্চিৎ উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "তোমার এসব কি কাণ্ড বল ত!"

এনিড প্রশান্ত ভাবে বলিল, "কি রকম কাণ্ড?"

ইউষ্টাস বলিলেন, "ঐ কদাকার ভুঁড়িওয়ালা অসভ্য আধবুড়ো নোংরা ম্যানেজারটার সঙ্গে ঐ রকম মাখামাখি! লোকটা একদম অচল—ইহাও কি বুঝিতে পার নাই?"

এনিড বলিল, "বেশ বুঝিয়াছি; আমি উহাকে আন্তরিক ঘৃণা করি।"

ইউষ্টাস বলিলেন, "তবে জোঁকের মত উহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছ কেন?"

এনিড কৃত্রিম কোপের সহিত বলিল,"তুমি দিন দিন বেশী রকম হাস্যাস্পদ হইয়া উঠিতেছ! মিঃ ওয়েস্ এই ক্লাবের ম্যানেজার তা জান? যদি এই ক্লাব-সংক্রান্ত কোন গুপ্ত রহস্য আবিষ্কার করিতে পারি—এই আশায় আমি

উহার সঙ্গে এত মেশামিশি করিতেছি—তাহাও বুঝিতে পারিতেছ না হাঁদারাম !”

ইউষ্টাস বলিলেন, “স্বার্থসিদ্ধির আশায় এ কায করিতেছ বটে, কিন্তু উহাতে যথেষ্ট বিপদেরও আশঙ্কা আছে তাহা তোমার বুঝা উচিত।”

এনিড দৃঢ়স্বরে বলিল, “না, আমি কোন বিপদের আশঙ্কা করি না।”

ইউষ্টাস বলিলেন, “তাহার সহিত ঘনিষ্টতা করায় বিপদের আশঙ্কা না থাকিলেও ঐ দিকের ঐ মেক্সিকান কি আরজেণ্টাইন যুবতীটাকে দেখিয়াছ কি ?—যাহার চক্ষু-দু’টি ছোরার ডগার মত সুতীক্ষ্ণ ? আমার বিশ্বাস, ঐ যুবতী ম্যানেজার ওয়েসের প্রণয়িণী। তুমি যখন ওয়েসের সঙ্গে নাচিতেছিলে, সেই সময় তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতেছিল—সে একগাছা ঝাঁটা হাতের কাছে পাইলে তদ্বারা বেশ উৎসাহের সঙ্গে তোমাদের উভয়ের অঙ্গ সেবা করিত। ঝাঁটার চোটে মহা উৎসাহে তোমরা ভল্লুক-নৃত্য করিতে !”

এনিড বলিল, “তুমি কোন্ যুবতীর কথা বলিতেছ ?”

ইউষ্টাস বলিলেন, “ঐ যে, যে এখন আর একটা ফক্কড় ছোঁড়ার সঙ্গে নাচিতেছে। তুমি যখন ওয়েসের সঙ্গে নাচিতেছিলে সেই সময় সে তোমার দিকে যেরূপ সপ্রেম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল তাহা দেখিয়া আমার মনে হইতেছিল কোন বল্‌সেভিক বুঝি কোন শাঁসাল অভিজাতের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে ! না, তুমি ওয়েসের পিছনে আর ও ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইও না।”

ইউষ্টাস চতুর যুবক ; তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন এনিড আগুন লইয়া খেলা আরম্ভ করিয়াছে ! এই নৈশ ক্লাবের গুপ্ত রহস্যের সংবাদ সংগ্রহের আশায় রূপলুব্ধ ম্যানেজারের সহিত এনিডের ঐরূপ ঘনিষ্টতা তিনি নিরাপদ মনে করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ, ম্যানেজারের পূর্ব্বোক্ত বিদেশিনী প্রণয়িণীটি যে এনিডের ব্যবহারে অত্যন্ত ঈর্ষ্যান্বিতা ও কুপিতা হইয়াছিল—এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। চারি দিকের অবস্থা দেখিয়া ইউষ্টাস আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না।

কিন্তু এনিড তাঁহার এই অস্বস্তি হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিল। সে বলিল, ইহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই; বরং সন্ধ্যাটি সে পরম উপভোগ্য বলিয়াই মনে করিয়াছে, এবং তাহার আশা হইয়াছে—সে শীঘ্রই এরূপ কোন চিত্তাকর্ষক গল্পের উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিবে যাহা তাহাদের কাগজের সম্পাদক উপেক্ষা করিতে না পারিয়া পরম আগ্রহেই পরদিনের দৈনিকে প্রকাশ করিবে।

ইউষ্টাস দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "কিন্তু আর নয়; চল, আমরা ক্লোক-রুমে গিয়া তোমার পোষাকগুলি সংগ্রহ করি। আমি ক্রাইটেরিয়ানে নৈশ ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছি।"

এনিড বলিল, "কিন্তু আমার এখনও কায শেষ হয় নাই; আমি শীঘ্র এখান হইতে নড়িতেছি না।"

সে ইউষ্টাসকে অন্য কথা বলিবার অবসর না দিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিল। সে কিছু দূরে গিয়া পুনর্ব্বার ওয়েসের সঙ্গে যোগদান করিল দেখিয়া ইউষ্টাস দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এনিড কয়েক মিনিট পরে উৎসাহভরে নৃত্য আরম্ভ করিল: ওয়েসের প্রণয়িণী বাঘের মত হিংস্র দৃষ্টিতে তাহাদের নৃত্য দেখিতে লাগিল; তাহার চক্ষুতে ঈর্ষ্যার অনল জ্বলিয়া উঠিল।

ইউষ্টাস অপ্রসন্ন নেত্রে সেই দৃশ্য লক্ষ্য করিতেছিলেন; সেই সময় কে একজন ভদ্রলোক তাঁহাকে অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "ম্যাচের একটা কাঠী দিয়া আমার উপকার করিতে পারেন মহাশয়!"

ইউষ্টাস সেই কথা শুনিয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিতেই চুরুট-মুখে একটি পক্ককেশ বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সেই টেবিলের অন্য ধারে উপবিষ্ট দেখিলেন।

ইউষ্টাস তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দিয়েশলাইয়ের একটা কাঠী চাহেন? তাহা দেওয়া কঠিন হইলেও আমি আপনার চুরুট ধরাইয়া দিতেছি।"

ইউষ্টাস তাঁহার 'অটোমেটিক লাইটার' বাহির করিয়া তাহা জ্বালিয়া আগন্তুকের সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িলেন; আগন্তুক মুখের চুরুটটি ধরাইয়া লইবার

সময় মৃদুস্বরে বলিলেন, "ইউষ্টাস, বিচলিত হইয়া হঠাৎ একটা-কিছু করিয়া বসিও না। কিন্তু তুমি ঐ যুবতীর যে বিপদের আশঙ্কা করিতেছ তাহা অমূলক নহে; উহাকে যত শীঘ্র এস্থান হইতে চুপে চুপে সরাইয়া ফেলিতে পার সেজন্য চেষ্টার ত্রুটি করিও না।"

এই কথায় ইউষ্টাসের হাত হইতে সেই আলোকটা হঠাৎ খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। তিনি অতি কষ্টে সামলাইয়া লইয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "আপনি! এ কি অদ্ভুত ব্যাপার? ইন্দ্রজাল না কি?"

পক্ককেশ বৃদ্ধটি ছদ্মবেশী মিঃ ব্লেক, ইহা তাঁহার আকৃতি দেখিয়া বুঝিবার উপায় না থাকিলেও ইউষ্টাস তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াই তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি জানিতেন মিঃ ব্লেকের কিছুই অসাধ্য নহে, এবং তাঁহার অনেক কার্য্যই ইন্দ্রজালের মত অদ্ভুত! এ জন্য তিনি আকস্মিক বিস্ময় দমন করিয়া স্বাভাবিক স্বরে বলিলেন, "দেখুন বুড়া, ছদ্মবেশ ধারণে আপনার দক্ষতা অসাধারণ! কিন্তু আপনার এখন মতলবটা কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

মিঃ ব্লেক চুরুট টানিতে টানিতে মৃদুস্বরে বলিলেন, "ইউষ্টাস, আমরা পরে ও সকল কথার আলোচনা করিব। এখন তুমি যত শীঘ্র পার এনিড ট্রাভার্সকে এখান হইতে সরাইয়া লইয়া যাও। আমার এ কথা অত্যন্ত জরুরি। বিলম্বে বিপদের আশঙ্কা আছে। এনিড হয় ত সহজে রাজী হইবে না; কিন্তু তুমি তাহার কোন আপত্তি শুনিও না।—যাও, শীঘ্র তাহাকে বাহিরে লইয়া যাও।"

ইউষ্টাস উৎকণ্ঠিত চিত্তে বলিলেন, "আপনার আদেশ নিশ্চিতই পালন করিব কর্ত্তা!"

ইউষ্টাস মিঃ ব্লেককে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। মিঃ ব্লেকের কণ্ঠস্বরে যে উদ্বেগ পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহাই তিনি যথেষ্ট মনে করিলেন; এনিডকে অবিলম্বে সেই ক্লাব হইতে অপসারিত করিবার প্রয়োজন কি, তাহা বুঝাইবার জন্য মিঃ ব্লেক তাঁহাকে আর কোন কথা না বলিলেও ক্ষতি ছিল:

না। ইউষ্টাস বুঝিতে পারিলেন গ্রীণ ক্যানারীতে এরূপ কোন ভীষণ সঙ্কট ঘনীভূত হইতেছিল যে সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণা না থাকিলেও মিঃ ব্লেক তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিলেন। ইউষ্টাস মিঃ ব্লেকের আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। মিঃ ব্লেককে ছদ্মবেশে সেই ক্লাবে উপস্থিত হইতে দেখিয়া ইউষ্টাস বুঝিতে পারিলেন সেখারে কোন গণ্ডগোলের আশঙ্কা আছে। এনিডকে সেই স্থান হইতে অপসারিত করা একটা তুচ্ছ কায; এই কাযটি করিবার জন্যই মিঃ ব্লেক ছদ্মবেশে সেখানে আসিয়াছিলেন ইউষ্টাস ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না! মিঃ ব্লেক কোন কঠোর দায়িত্ব-ভার লইয়াই ছদ্মবেশে সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন—এ বিষয়ে ইউষ্টাস নিঃসন্দেহ হইলেন।

ইউষ্টাস নাচ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন না। তিনি নাচের মধ্যেই সেই নৃত্যরতা যুবতী ও তাহার সঙ্গীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার এই অনধিকারচর্চ্চার জন্য অস্ফুটস্বরে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া দূরে এনিডকে বলিলেন, "একটা কথা আছে।"

এনিড ইউষ্টাসের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া তীব্র দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু ইউষ্টাস তাহার সেই বিচলিত ভাব ও আরক্ত নেত্রের তীব্র দৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে ক্লাবের ম্যানেজার ওয়েসের বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য সবলে তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল। সেই আকর্ষণে এনিড তাঁহার নিকট সরিয়া আসিতে বাধ্য হইল; কিন্তু এই অশিষ্ট ব্যবহারে এনিডের ক্রোধ ও বিরক্তির সীমা রহিল না। ম্যানেজার ওয়েস্‌ও চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিল, "ওহে বেয়াদপ ছোকরা! তোমার মতলব কি? তোমার এত সাহস যে, তুমি এই প্রকার অভদ্র ভাবে—"

ইউষ্টাস তাহার কথায় বাধা দিয়া সম্পূর্ণ অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "কৈফিয়ৎ নিষ্প্রয়োজন। এই মহিলাটিকে এই মুহূর্ত্তেই এখান হইতে বাহিরে যাইতে হইবে।"

এনিড কম্পিত স্বরে বলিল, "ইউষ্টাস, শীঘ্র আমাকে ছাড়িয়া দাও। তোমার এই ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয়।"

ইউষ্টাস বলিলেন, "তথাপি আমাকে ইহা করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু তোমাকে এই মুহূর্ত্তেই আমার সঙ্গে এই স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। আমার সঙ্গে চল।"

ইউষ্টাসের কথা শুনিয়া এনিড রাগে কাঁপিতে লাগিল; কিন্তু জোর করিয়া ইউষ্টাসের কবল হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিলে, কি তাঁহার কার্য্যে বাধা দেওয়ার জন্য সোরগোল করিলে কেলেঙ্কারী ঘটিতে পারে এই ভয়ে সে ইউষ্টাসের অবাধ্য হইতে পারিল না। সে চারি দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইল অন্য যে সকল পুরুষ ও রমণী সেই আসরে নৃত্য করিতেছিল তাহারা সকলেই বিস্ফারিত নেত্রে তাহাদের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহারা সকলেই ইউষ্টাসের ব্যবহারে কৌতূহল বোধ করিতেছিল—ইহাও সে বুঝিতে পারিল। এনিড অগত্যা অনিচ্ছার সহিত বিচলিত ভাবে ইউষ্টাসের সঙ্গে সেই কক্ষের বাহিরে আসিল।

এলিড অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থানে আসিয়া ইউষ্টাসকে বলিল, "আমি তোমার উপর ভয়ঙ্কর রাগ করিয়াছি ইউষ্টাস! তুমি যে ব্যবহার করিলে তাহাতে তুমি ত হাস্যাস্পদ হইয়াছই, আমাকেও তুমি ভয়ানক অপদস্থ করিয়াছ! ছি, ছি, এরূপ বিড়ম্বনা অসহ্য।"

ইউষ্টাস তাহাকে ধরিয়া একটি কক্ষের দ্বারের সম্মুখে আসিলেন, এবং অচঞ্চল স্বরে তাহাকে বলিলেন, "ইহাই কি মহিলাগণের পরিচ্ছদাগার?"

এনিড রাগে ফুলিতে লাগিল; সে কোন কথা বলিল না।

ইউষ্টাস সেই দ্বারের সম্মুখে একজন পরিচারককে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাহাকে বলিলেন, "এই মহিলাটির আবরণ-বস্ত্র বাহির করিয়া দাও।—এনিড, তোমার টিকিট কোথায়? তোমার টিকিট দেখাও।"

এনিড তাহার হাত-ব্যাগ খুলিতে খুলিতে বলিল, "টিকিট দিতে হইবে?

কেন টিকিট দিব? না, আমি তোমার সঙ্গে যাইব না। তুমি কি জোর করিয়া নিজের ইচ্ছায় আমাকে এখান হইতে টানিয়া লইয়া যাইবে? এ রকম দুর্ব্যবহার আমি সহ্য করিব না। আমি টিকিট দিব না; তোমার যেখানে খুসী চলিয়া যাইতে পার। আমি তোমার ধৃষ্টতা কখন ক্ষমা করিব না। তুমি আমার হাত ছাড়।" (let go of my arm.)

ইউষ্টাস দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "যদি তুমি তোমার পোষাক না লও, তাহা হইলে আমার কিছুই বলিবার নাই; আপিস পরে এক সময় আসিয়া তাহা লইয়া যাইতে পারিব।"

ইউষ্টাস এনিডের হাত ছাড়িলেন না দেখিয়া এনিড বলিল, "ইউষ্টাস, তোমার এ কি রকম আক্কেল? তুমি অসভ্যের মত শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করিয়াও—"

ইউষ্টাস তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া এবং তাহাকে কথা শেষ করিতে দিয়া, তাহাকে হিড়-হিড় করিয়া টানিতে টানিতে সদর দরজায় লইয়া গেল। এনিড বুঝিতে পারিল—তাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ইচ্ছার বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা নাই; ইউষ্টাস তাহার কোন আপত্তি গ্রাহ্য করিতেছেন না, অথচ জোর করিয়া তাঁহার কবল হইতে তাহার মুক্তি লাভেরও উপায় নাই। নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। ক্রোধের পরিবর্ত্তে দারুণ অভিমানে সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার অহঙ্কার দর্প তেজ কোথায় ভাসিয়া গেল!

কিন্তু ইউষ্টাস তাহার মুখের দিকে না চাহিয়া, এবং তাহার মনোভাবের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া দ্বারপ্রান্ত হইতে একজন আরদালীকে আদেশ করিলেন, "ট্যাক্সি,—শীঘ্র একখান ট্যাক্সি ডাকো।"

অতঃপর ইউষ্টাস এনিডকে লইয়া সেই অট্টালিকা ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা বহির্দ্বারের বাহিরে আসিয়া পথে দাঁড়াইলে, ইউষ্টাস পথের অন্য ধারে গলির মোড়ে একখানি ট্যাক্সি দেখিতে পাইলেন। তিনি আরদালীকে

বলিলেন, "আর তোমাকে কষ্ট করিয়া ট্যাক্সি ডাকিতে হইবে না।—এনিড চল, আমরা ঐ ট্যাক্সিতেই যাইতে পারিব।"

ইউষ্টাস এনিডকে তাহার অনিচ্ছায় ক্লাবের সম্মুখস্থ পথ দিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। তাঁহারা পথ পার হইয়া গলির মোড়ে ট্যাক্সির নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই পাঁচ ছয় জন লোক হঠাৎ কোথা হইতে দৌড়াইয়া আসিয়া তাঁহাদের উভয়কে আক্রমণ করিল।

অষ্টম তরঙ্গ

ঈর্ষ্যার পরিণাম

মাটীতে কোন খাদ্যসামগ্রী পড়িয়া থাকিতে দেখিলে চীলগুলা যেমন তাহার উপর ছোঁ মারে, পাঁচ ছয় জন লোক সেই ভাবে যেন উড়িয়া আসিয়া ইউষ্টাস ও এনিডের উপর ছোঁ মারিল! (all pounced upon the pair) এই আক্রমণ এরূপ আকস্মিক যে, ইউষ্টাস হঠাৎ আত্মরক্ষার বা এনিডকে রক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "বাহা, বেশ!"

ইউষ্টাস যে ধীরে-সুস্থে কর্ত্তব্য স্থির করিবেন, তাহারও অবসর ছিল না। কিন্তু একটা কিছু করা প্রয়োজন—এ কথা তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। আরও অসুবিধার কথা এই যে, তিনি তাঁহাদের আততায়ীদের সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন না; কারণ তাঁহারা পথের যে অংশে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, গ্রীণ ক্যানারী ক্লাবের আলোকে সেই স্থান আলোকিত হয় নাই; অথচ পথ-প্রান্তবর্ত্তী আলোকস্তম্ভও সেই গলির খানিক দূরে ছিল। শকটাদির যাতায়াতও তখন বন্ধ হইয়াছিল; সুতরাং কাহারও সাহায্য লাভের আশা ছিল না।

ইউষ্টাসের আততায়ীরা সুবেশধারী; তাহাদের দুই এক জন সান্ধ্যপরিচ্ছদে সজ্জিত ছিল (were in evening clothes.) তাহাদের মধ্যে চারিজন ইউষ্টাসকে আহত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সেই গোলমালে ও অন্ধকারে এনিডের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে তাহা ইউষ্টাস বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সেই গুণ্ডাদিগের কবল হইতে মুক্তি লাভের জন্যই ক্রমাগত চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও এনিডের বিপদের কথা বিস্মৃত হইলেন না। তিনি তাঁহার আততায়ীদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কিরূপে

এনিডের নিকট উপস্থিত হইবেন এবং তাহাকে সাহায্য করিবেন—ইহাই তখন তাঁহার প্রধান চিন্তা।

ইউষ্টাসের আততায়ীরা মনে করিয়াছিল তাহারা অতি সহজেই তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিবে। তাহারা তাঁহাকে আয়ত্ত করিয়া স্থানান্তরিত করিবে—এইরূপই চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা শীঘ্রই তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিল। (they soon discovered their mistake.) যে ব্যক্তি প্রথমে ইউষ্টাসের হাত ধরিয়াছিল, ইউষ্টাস তাহার কবল হইতে হাত ছাড়াইয়া লইয়া তাহার মুখে এরূপ প্রচণ্ডবেগে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন যে, সেই আঘাতে সে বেসামাল হইয়া ইউষ্টাসের হাত ছাড়িয়া দিল এবং দুই হাতে মুখ মুখ গুঁজিয়া তৎক্ষণাৎ মাটীতে বসিয়া পড়িল। যে ব্যক্তি ইউষ্টাসের বাঁ-হাত ধরিয়াছিল, তাহারও অবস্থা প্রায় ঐরূপ হইল। ইউষ্টাস মুষ্টিযুদ্ধে অসামান্য দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার বাঁ হাতখানি লোহার হাতুড়ির মত মহাবেগে দ্বিতীয় আততায়ীর মুখে পড়িতেই সে আর্ত্তনাদ করিয়া চিৎ হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। তাহার দুই তিনটি দাঁত ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাহার মুখ হইতে শোণিতের স্রোত বহিল।

ইউষ্টাস তাঁহার আততায়ীদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের মতলবটা কি?"

কিন্তু তিনি কোন উত্তর পাইলেন না। দুইজন আততায়ী তাঁহার বাহু-বলে ধরাশায়ী হওয়ায় তাঁহার সাহস ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল। এরূপ বিপদকে তিনি বিপদ মনে করিতেন না, বরং ইহাতে বেশ আমোদ বোধ করিতেন। তাঁহার আশা হইল—তিনি তাঁহার সকল শত্রুকে অবিলম্বে পরাস্ত করিয়া তাহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। এরূপ মুষ্টিযুদ্ধে অভ্যস্ত ছিলেন বলিয়া তিনি ভীত হইলেন না; কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না, কারণ তিনি একাকী চারিজন শত্রুকে ধরাশায়ী করিবেন—ইহা তাঁহার অসাধ্য। অন্য দুইজন শত্রু দুই দিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, যে ব্যক্তি তাঁহার মুষ্টি-প্রহারে প্রথমে মাটীতে বসিয়া পড়িয়াছিল—সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আসিয়া

সঙ্গীদ্বয়ের সহিত যোগদান করিল, এবং তিনজনে একত্র তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ইউষ্টাস এনিডের সন্ধান লইবার জন্য একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু তাহাকে দেখিতে না পাওয়ায় তিনি অনুমান করিলেন অন্যান্য আততায়ীরা তাহাকে সেই স্থান হইতে অপসারিত করিয়াছে। এনিডের বিপদের আশঙ্কায় তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইলেন; কিন্তু শত্রুরা তখন তাঁহাকে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিয়াছিল। তিনি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ভাবিলেন—এনিড যদি কোন কৌশলে তাহার আততায়ীদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পলায়নে সমর্থা হইয়া থাকে—তাহা হইলে তিনি নিজের জন্য কিছুমাত্র ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইবেন না। তাঁহার আশা হইল এনিড পলায়ন করিয়া গোপনে ট্যাক্সির ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, অথবা বীটের পুলিশ-প্রহরীর সাহায্য প্রার্থনা করিতে গিয়াছে। এনিড তাঁহার প্রতি যতই অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হউক, তাঁহাকে বিপন্ন দেখিয়া সে প্রাণভয়ে পলায়ন করিবে না, তাঁহার উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে—তাহার প্রতি তাঁহার ততটুকু বিশ্বাস ছিল।

ইউষ্টাস একাকী তিন জনের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন যাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে—তাহারা কে? তাহারা কি উদ্দেশ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিল? তাহারা ভদ্রবেশধারী হইলেও গুণ্ডা বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল; কারণ গুণ্ডা ভিন্ন অপরে এরূপ কায করে না। কিন্তু তাঁহার আততায়ীরা সাতাত্তর নম্বর দলের গুণ্ডা, কি অন্য কোন দলের গুণ্ডা, তাহা অনুমান করা তাঁহার অসাধ্য হইল।—তিনি এই সকল চিন্তায় অভিভূত হইয়াও আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করিলেন না।

মিঃ ব্লেক কয়েক দিন পূর্ব্বে ইউষ্টাসকে জিযুৎসুর একটা নূতন 'প্যাঁচ' শিখাইয়া দিয়াছিলেন; একাধিক শত্রু একত্র আক্রমণ করিলে তাহাতে বেশ ফল পাওয়া য়াইত। আততায়ীদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সেই প্যাঁচটির কথা তাঁহার স্মরণ হইল এবং তাহার উপযোগিতা পরীক্ষা করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ হইল। তিনি তাঁহার একজন আততায়ীর ডান হাত নিজের

বাঁ হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিলেন, এবং ডান হাতখানি তাহার কবল হইতে মুক্ত করিয়া তাহার দুই পায়ের ভিতর পুরিয়া দিলেন; অতঃপর তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাকে কাঁধের উপর তুলিয়া অন্যান্য আততায়ীর দেহের উপর সবেগে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার আততায়ীরা এই ভাবে আহত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহাদের সকলেরই মনে ত্রাসের সঞ্চার হইল। তাহারা মাটীতে পড়িয়া জড়াজড়ি করিতে করিতে তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল। ইউষ্টাস তাহাদের অবস্থা দেখিয়া আমোদ বোধ করিলেন। তিনি উভয় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া পুনরাক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি সেই সুযোগে পলায়ন করিতে পারিতেন; কিন্তু প্রাণভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা তিনি সঙ্গত মনে করিতেন না, এবং তাঁহার সেরূপ অভ্যাসও ছিল না।

কিন্তু তিনি অধিক কাল নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। দুইজন আততায়ী তাড়াতাড়ি ধরাশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এবার তিনি তাহাদের হাতে কি একটা চক্‌চকে জিনিস দেখিতে পাইলেন! তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে বুঝিতে পারিলেন—এবার তাহারা ছোরা বাহির করিয়াছে! ছোরার আঘাত তিনি কি কৌশলে প্রতিহত করিয়া আত্মরক্ষা করিবেন—তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

সেই মুহূর্ত্তে ইউষ্টাসের পশ্চাতে কে তাঁহার পরিচিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এখানে এ কি ব্যাপার! যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে না কি? ক্যাভেণ্ডিস্! আমি বোধ হয় তোমাকে সাহায্য করিতে পারি?"

ইউষ্টাস উৎসাহ ভরে বলিলেন, "সাহায্য? হাঁ, তোমার সাহায্য পাইলে আমি এই কাপুরুষ গুণ্ডাগুলার মুণ্ডপাত করিতে পারিব। আমাকে একাকী দেখিয়া উহারা কয়েকজন দলবদ্ধ হইয়া আমাকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইয়াছে।"

ইউষ্টাস আগন্তুকের কণ্ঠস্বর শুনিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন—সে রিউপার্ট ওয়াল্‌ডো। ওয়াল্‌ডো মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই যুদ্ধে যোগদান করিল।

তাহার পর দুই এক মিনিটের মধ্যে কি ব্যাপার ঘটিল—ইউষ্টাস তাহা বুঝিতে পারিলেন না; তাঁহার মনে হইল তিনি কি একটা মজার স্বপ্ন দেখিতেছেন!

আততায়ীদের মধ্যে যাহাদের হাতে ছুরী ছিল তাহাদের একজন ছুরী লইয়া ওয়াল্‌ডোকে আক্রমণ করিল। কিন্তু ছুরীখানি চক্ষুর নিমেষে তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে 'মটাস্' করিয়া তাহার হাতের কব্জি ভাঙ্গিবার শব্দ হইল। গুণ্ডাটা ভাঙ্গা হাত ঝুলাইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে মাটীতে বসিয়া পড়িল। তাহার পর ওয়াল্‌ডো বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া 'আর একজন আততায়ীর পা ধরিয়া তাহাকে মাথায় তুলিল, এবং তাহাকে লাঠীর মত ব্যবহার করিয়া তদ্বারা অন্য দুইজনকে ঠ্যাঙ্গাইতে লাগিল। সেই আঘাতে কাহারও হাত পা ভাঙ্গিল, কাহারও পাঁজরের হাড় পেটে ঢুকিল! তাহারা দুই মিনিটের মধ্যে মাটীতে দেহভার প্রসারিত করিল। চারি জন আততায়ীকে এই ভাবে ধরাশায়ী করিয়া ওয়াল্‌ডো বিন্দুমাত্র পরিশ্রান্ত হইল না। তাহার পক্ষে ইহা যেন ছেলেখেলা! (was realy child's play for him.)

অতঃপর ওয়াল্‌ডো আততায়ী-চতুষ্টয়ের ধরা-লুণ্ঠিত দেহ পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিল। ইউষ্টাস আত্মসংবরণ করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু তিনি কোন দিকে আর একজনও আততায়ীকে দেখিতে পাইলেন না। কিছুকাল পরে একজন সংবাদপত্র-বিক্রেতা, একজন ট্যাক্সিওয়ালা এবং গ্রীণ ক্যানারীর একজন আরদালী সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

ইউষ্টাস সাগ্রহে ওয়াল্‌ডোর উভয় হস্ত ধরিয়া উৎসাহ ভরে বলিলেন, "তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ, ওয়াল্‌ডো! কিন্তু এনিডের জন্য আমার বড় দুশ্চিন্তা হইয়াছে। তাহার সংবাদ কি? তুমি বোধ হয় তাহার সংবাদ—"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "হাঁ, তাহার সংবাদ জানি বৈ কি! সে আবার গ্রীণ ক্যানারীতেই ফিরিয়া গিয়াছে।"

ইউষ্টাস বলিলেন, "কি বেহায়া লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে-মানুষ! সে বিপন্ন হইবে

ভাবিয়া আমি তাহার জন্য এত কষ্ট সহ্য করিলাম আর সে আমার বিপদে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া—”

ওয়াল্‌ডো বলিল, “কিন্তু তুমি অকারণ তাহার নিন্দা করিতেছ! সে নিজের ইচ্ছায় ক্লাবে ফিরিয়া গিয়াছে—ইহা আমি বিশ্বাস করি না। আমি এই পথে আসিবার সময় সেই সময়ের ঘটনা কিছু কিছু প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। দেখিলাম সান্ধ্য পরিচ্ছদধারী একজন লোক দ্রুতবেগে ক্লাবের বাহিরে আসিল; সে এখানকার দু'জন গুণ্ডাকে তাড়াতাড়ি কি বলিল। তাহার কথা শুনিয়া সকলে সেই যুবতীকে ধরিয়া লইয়া ক্লাবের ভিতর প্রবেশ করিল। হাঁ, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।”

ইউষ্টাস বিস্মিত ভাবে বলিলেন, “এনিডকে যখন তাহারা ধরিয়া লইয়া গেল তখন কি তাহার চোখে মুখে আতঙ্কের চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলেন?—দূর হোক, ও কথা শুনিয়াই বা কি ফল? আমি এই গুণ্ডাগুলার সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলাম—ইহা সে কি দূরে থাকিয়া অবিচলিত ভাবে লক্ষ্য করিতেছিল?”

ওয়ালডো বলিল, “সে সময় দুইজন লোক তাহার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল; আমার বিশ্বাস তাহারা তাহাকে সেই ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু তাহারা এরূপ কৌশলে তাহাকে আটক করিয়াছিল যে, দূর হইতে দেখিয়া তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। আমার বিশ্বাস, সেই যুবতীকে তাহারা তাহার অনিচ্ছায় জোর করিয়া ক্লাবের ভিতর ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। যাহাই হউক, তুমি তাহার উদ্ধারের ভার আমার হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পার।”

ইউষ্টাস বলিলেন, “কিন্তু কি করিয়া তাহা হইবে?—আমিই যে স্বয়ং সেই ভার গ্রহণ করিয়াছি।”

ওয়াল্‌ডো গম্ভীর ভাবে বলিল, “তুমি বৃথা সময় নষ্ট করিও না ইউষ্টাস! তুমি যত শীঘ্র পার একখানি ট্যাক্সি আনিয়া ঐ দরজায় প্রতীক্ষা করিবে। তুমি সেই যুবতীকে স্থানান্তরিত করিবে; কে তাহাকে উদ্ধার করিল তাহা ভাবিয়া তোমার ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন নাই।”

ওয়াল্‌ডো ইউষ্টাসকে সেই স্থানে একাকী রাখিয়া তাড়াতাড়ি ক্লাবে প্রবেশ করিল। ইউষ্টাস হতাশ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ওয়াল্‌ডো গ্রীণ ক্যানারীতে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই পরিচ্ছদাগারের দ্বারে উপস্থিত হইল, এবং সেই কক্ষের রক্ষকের নিকট তাহার টুপি ও ওভার-কোটটা ফেলিয়া দিয়া, টিকিটের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই সম্মুখে অগ্রসর হইল। সেই সময় সান্ধ্য পরিচ্ছদধারী একজন লোক তাহার গমনে বাধা দিলে সে এক ধাক্কায় তাহাকে সরাইয়া দিয়া একটি দ্বারের নিকট যাইতেই দুই জন জোয়ানকে একটি কামরার বাহিরে আসিতে দেখিল। ওয়াল্‌ডো সেই কামরার দরজায় দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল তাহাতে উজ্জ্বল ধাতু-ফলকে লেখা ছিল—'ম্যানেজার—প্রাইভেট।'

সেই মুহূর্ত্তে পূর্ব্বোক্ত সান্ধ্যপরিচ্ছদধারী ওয়াল্‌ডোর সম্মুখে আসিয়া বলিল, "মহাশয়, আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে—"

ওয়াল্‌ডো তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "রাখ তোমার অভিযোগ! অরচেষ্ট্রার রেলিংএর পাশে যে কামরা আছে—উহাই রেগানের আফিস কি না জানিতে চাই।"

আগন্তুক সভয়ে ওয়াল্‌ডোর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি কি মিঃ সমারটনের কথা বলিতেছেন?"

ওয়ালডো বলিল, "মিঃ সমারটন? যদি রেগানকে ঐ নামেই পরিচিত করিতে চাও—তাহাতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু আমি আমার প্রশ্নের উত্তর চাই। আমার নাম ওয়াল্‌ডো; আমি এক কথার মানুষ।"

লোকটা ওয়াল্‌ডোর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, আপনি কে, এখন তাহা বুঝিতে পারিলাম। হাঁ, মিঃ ওয়াল্‌ডো, ঐ কামরাই রে—অর্থাৎ মিঃ সমারটনের আফিস।"

ওয়াল্‌ডো আর সেখানে না দাঁড়াইয়া রেগানের আফিসের দিকে চলিল। ইউষ্টাসের তরুণী বান্ধবীকে রেগান কি উদ্দেশ্যে আটক করিয়াছিল—তাহা সে বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু তাহা জানিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইয়াছিল।

ওয়াল্‌ডো মিঃ ব্লেকের সহিত পরামর্শ না করিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারেই ক্লাবে উপস্থিত হইয়াছিল। রেগানের সহিত সাক্ষাৎ করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। সে রেগানকে জানাইতে আসিয়াছিল— তাহাকে যে তিন দিনের সময় দিয়াছিল, তাহার পর এক মুহূর্ত্তও তাহাকে সে লণ্ডনে থাকিতে দিবে না, এবং কোন কারণেই তাহার এই সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইবে না।

ওয়াল্‌ডো ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া রেগানের আফিসের দ্বারে উপস্থিত হইল এবং রুদ্ধদ্বারে দুইবার সবেগে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। দ্বার ভিতর হইতে অর্গল-রুদ্ধ থাকিলেও তাহার হাতের প্রচণ্ড ধাক্কায় দ্বারের ভিতরের ছিট্‌কিনি ঘুরিয়া যাওয়ায় দ্বার খুলিয়া গিয়াছিল।

সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ওয়াল্‌ডো মুহূর্ত্তের জন্য হতবুদ্ধি হইল; সে সেই কক্ষে রেগানকে দেখিতে পাইল না; এমন কি, ইউষ্টাসের বান্ধবী এনিভ ট্রাভার্স ও সেখানে ছিল না। ক্লাবের ম্যানেজার ওয়েস্ একখানি টেবিলের ধারে বসিয়া ছিল; সে ওয়াল্‌ডোকে তাহার বিনানুমতিতে জোর করিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিল, এবং তীব্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "তুমি এখানে কি চাও? ও রকম জোর করিয়া দরজা খুলিয়া তোমার এখানে আসিবারই বা কারণ কি?"

ওয়াল্‌ডো নরম হইয়া বলিল, "আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করুন মহাশয়! আমি মনে করিয়াছিলাম ইহা রেগানের আফিস।"

ম্যানেজার রুক্ষ স্বরে বলিল, "রেগান! তুমি কি করিয়া জানিলে যে—"

ওয়াল্‌ডো তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "রেগান আমার বহুদিনের পুরাতন বন্ধু। আমার নাম ওয়াল্‌ডো। আমার বিশ্বাস, তুমিও রেগানের দলের লোক। তুমি আমার কথা শুনিয়া কি বুঝিতে পারিতেছ না—আমি তোমাদের ঘরের সকল খবরই জানি?"

ম্যানেজার ভয় পাইয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "আপনারই নাম ওয়াল্‌ডো? হাঁ, রেগান আমাকে আপনার কথা বলিয়াছেন। আপনার সাহায্যের

আশাতেই তিনি—কিন্তু সে সকল কথা থাক। রেগান এখানে নাই; তিনি এখন পর্য্যন্ত ক্লাবে আসেন নাই!"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "কখন তাহার এখানে আসিবার সম্ভাবনা আছে?"

ম্যানেজার ওয়াল্‌ডোর আবির্ভাবে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিয়া বলিল, "আমি ঠিক জানি না; তিনি যে-কোন মুহূর্ত্তে আসিতে পারেন। তাঁহার আসিবার সময় হইয়াছে। আপনি এখন আমার সময় নষ্ট করিবেন না, মিঃ ওয়াল্‌ডো! আমি আমার আফিসের কায কর্ম্ম লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত আছি; আপনি এখন বাহিরে যাইলে ভাল হয়।"

ওয়াল্‌ডো বিদ্রূপ ভরে বলিল, "কায কর্ম্ম লইয়া বড় ব্যস্ত আছ! কি কি রকম কায? এখনই বুঝি কোকেনের কোন খদ্দের আসিবে, তাহাকে বিদায় করিতে হইবে? হাঁ, ইহা অত্যন্ত জরুরি কায বটে!"

ম্যানেজার হাসিয়া বলিল, "আপনি ঠাট্টা করিতেছেন; ওরকম ঠাট্টা ভাল নয়। আপনি রেগানকে ক্লাবের ভিতর দেখিতে পাইবেন।"

ওয়াল্‌ডো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই কক্ষের চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "এখানে বসিয়া তুমি কি কায কর বলিতে পার? আমি এখানে হঠাৎ আসিয়া পড়ায় তোমাকে অত্যন্ত বিচলিত হইতে দেখিয়াছিলাম; আমার বিশ্বাস, আমার উপস্থিতিমাত্রই তাহার কারণ নহে। তবে তুমি সত্য কথা বলিবে—ইহা বিশ্বাস করি না, আর তাহা জানিবার জন্যও আমি বিশেষ ব্যস্ত নহি।"

ওয়াল্‌ডো রেগানের সাক্ষাৎ না পাওয়ায় ক্ষুণ্ণ মনে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। ওয়েস্ তৎক্ষণাৎ দ্বার রুদ্ধ করিল। ওয়াল্‌ডো ক্লাবের মজলিসের দিকে অগ্রসর হইয়া আমোদলিপ্সু দলবদ্ধ নরনারিগুলিকে দেখিতে লাগিল। তখন সঙ্গীত আরম্ভ হইয়াছিল; নাচের আসর সুবেশধারী নরনারিবর্গে পূর্ণ। ক্লাব যেন আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছিল। কিন্তু ক্লাবের মুরুব্বিরা জানিত না তাঁহাদের অদূরে কি কাণ্ড চলিতেছিল!

ওয়াল্‌ডো ম্যানেজারের আফিসের বাহিরে আসিয়া কিছুদূর অগ্রসর

হইতেই একটি কৃষ্ণকুন্তলা দীর্ঘাঙ্গী তরুণীকে অদূরবর্ত্তী টেবিল হইতে উঠিয়া আসিতে দেখিল। তখন তাহার উজ্জ্বল নেত্রে ঘৃণা ও ক্রোধ পরিস্ফুট। তাঁহার পরিচ্ছদ অত্যন্ত রঙদার; তাহার ভিতর দিয়া যুবতীর সুগঠিত দেহের নগ্নতা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাহাতে শ্লীলতার চিহ্নমাত্র ছিল না।

যুবতী ম্যানেজারের কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দ্বার ঠেলিল। ম্যানেজার ওয়েস্ সেই কক্ষের দ্বার অর্গলরুদ্ধ না করিয়া দ্বারের সম্মুখে একখানা চেয়ার রাখিয়া তদ্দ্বারা তাহা বন্ধ করিয়াছিল; সুতরাং যুবতী দ্বার ঠেলিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। সে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

যুবতী ম্যানেজারকে সেখানে দেখিতে পাইল না। ওয়েস্ পাশের একটি গুপ্ত কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল; এনিড সেখানে আবদ্ধ ছিল।

ওয়েস্‌কে সেই কক্ষে উপস্থিত দেখিয়া এনিড সক্রোধে বলিল, "ওরে পশু! শীঘ্র আমাকে ছাড়িয়া দে! আমি আর এক মুহূর্ত্ত এখানে থাকিব না।"

ওয়েস্ বিপদে পড়িল। এনিড সেই কক্ষে আবদ্ধ ছিল; অথচ পাশের আফিসে তাহার প্রণয়িণী হঠাৎ উপস্থিত! নবাগতা যুবতী ওয়েস্‌কে তাহার আফিসে না দেখিয়া পাশের সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে এনিডকে ও ওয়েস্‌কে সেখানে একত্র দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। সে ওয়েসকে তীব্র ভাষায় গালি দিতেই ওয়েস্ এনিডকে বলিল, "যাও, তুমি বাহিরে যাও।"

এনিড সেই যুবতীর মুখের দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। ইউষ্টাস কি উদ্দেশ্যে তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া ক্লাবের বাহিরে লইয়া গিয়াছিলেন, এনিড তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল; এজন্য ইউষ্টাসের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল।

এনিড সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে ওয়েসের প্রণয়িণী ইনেজ সেই কক্ষের দ্বারে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল। সে কঠোর দৃষ্টিতে ওয়েসের মুখের দিকে চাহিয়া কি বলিতে উদ্যত হইল; কিন্তু সে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই ওয়েস্ তাহাকে বলিল, "ইনেজ, তুমি কেন অনর্থক রাগ করিতেছ? শান্ত হও; সামান্য ব্যাপার লইয়া কেলেঙ্কারী করিয়া ত কোন লাভ নাই।"

ইনেজ শান্ত হইল না ; ওয়েসের কথায় অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিল, "ওরে কুকুর ! তুই ইংরেজের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিস্ ! আমি আর তোর মুখ দর্শন করিব না। যথেষ্ট হইয়াছে, আজ সব শেষ ! (it is enough, it is the end) কার্ল, আজ আমি সকল জ্বালা জুড়াইব।"

ওয়েস্ সভয়ে যুবতীর মুখের দিকে চাহিল। সে তাহার হাতে একটি ক্ষুদ্র অটোমেটিক পিস্তল দেখিতে পাইল। সেই ক্রুদ্ধা, ক্ষুব্ধা, মর্ম্মাহতা ঈর্ষ্যান্বিতা যুবতীর কথায় কিছু মাত্র জটিলতা ছিল না। ওয়েস্ ভয়ে শিহরিয়া উঠিল।—ঈর্ষ্যান্বিতা নারীর প্রকৃতি সর্ব্বত্রই একরূপ তাহা ওয়েসের অজ্ঞাত ছিল না।

নবম তরঙ্গ

বিস্ময়ে পরিসমাপ্তি

ক্লাবের বহির্দ্বারের নিকট রেগানের সহিত ওয়াল্‌ডোর সাক্ষাৎ হইলে ওয়াল্‌ডো তাহাকে বলিল, "আমি আসিয়া এখানে তোমারই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।"

রেগান সাদরে ওয়াল্‌ডোর করমর্দ্দন করিয়া বলিল, "আমি তোমাকে দেখিয়াছিলাম; হাঁ তুমি আমার আফিসে গিয়া ওয়েসের সঙ্গে আলাপ করিতেছিলে।"

ওয়াল্‌ডো শুষ্কস্বরে বলিল, "আলাপ তেমন-কিছু নয়। আমি সেখানে তোমারই সন্ধানে গিয়াছিলাম। তোমার সঙ্গে দুই একটা কথা আছে—কোথায় বসা যায়?"

রেগান একখান খালি টেবিল দেখাইয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িল। আফিসের দরজার দিকে তাহারা পিছন করিয়া বসিল। মুহূর্ত্তপরে এনিড ট্রাভার্স গুপ্ত কক্ষের বাহিরে আসিল। তাহার মুখ বিবর্ণ, কিন্তু মুখে দৃঢ়তা পরিস্ফুট। সে দরজার নিকট গিয়া ইউষ্টাসকে সেখানে অধীর ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিল।

এনিড ব্যগ্রভাবে তাহার হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ইউষ্টাস, আমার অবাধ্যতার জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর!"

ইউষ্টাস বলিলেন, "ঐ দেখ ট্যাক্সি প্রস্তুত, শীঘ্র উঠিয়া পড়; চলিতে চলিতে আমাদের কথা হইবে। আমরা বেশী দূরে যাইব না, কারণ শীঘ্রই এখানে ফিরিয়া আসিবার জন্য আমি অধীর হইয়াছি। আমার মনে হইতেছে আজই রাত্রেই ক্লাবের ভিতর আতসবাজির বাহার খুলিবে!"

এনিড বলিল, "এই ক্লাবের বাতাশ পর্য্যন্ত আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে! আমাকে লইয়া পথের মোড়ের ফাকেতে রাখিয়া এসো। আমি সেই কাফের কর্ত্রীকে চিনি; সে চমৎকার স্ত্রীলোক। সেখানে আমি কিছু কাল হাঁপ জুড়াইব; পরে তোমাকে সকল কথাই বলিব।"

রেগান ওয়াল্‌ডোকে তাহার ক্লাবে আসিতে দেখিয়া খুসি হইয়াছিল; সে ইহা সুলক্ষণ মনে করিয়া ওয়াল্‌ডোর মনোরঞ্জনের জন্য নানাবিধ মুখরোচক পানীয় আনাইবার ব্যবস্থা করিল। তাহার পর বলিল, "দেখ ব্রাদার, তুমি এখানে স্বেচ্ছায় না আসিলেও আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতাম। তুমি আসিয়াছ দেখিয়া আমার ভারী আনন্দ হইয়াছে। আমি ওয়েস্‌কে আফিস হইতে বাহির করিয়া দিই; সেখানে গোপনে দু'জনে আলাপ করিব, কি বল?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "আমার যাহা কিছু বলিবার আছে—তাহা এখানেই বলিতে পারিব। এখানে কেহ আমাদের লক্ষ্য করিবে না; গোপনে কোন কথা শুনিবারও চেষ্টা করিবে না।"

কিন্তু সেখানে তাহাদের কথা শুনিবার লোকের অভাব ছিল না, বিশেষতঃ, একজন পক্ককেশ বৃদ্ধ একাকী অদূরে বসিয়া তাহাদের লক্ষ্য করিতেছিলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে নাই, কারণ নাচের মজলিসের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল।

ওয়াল্‌ডো বলিল, "দেখ রেগান, তুমি বোধ হয় বুঝিয়াছ আমরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী; কারণ আমি—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ইনেজ তীব্র চিৎকারে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া ম্যানেজারের আফিস হইতে ঝড়ের মত বেগে ব্যগ্র ভাবে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

তাহাকে ক্ষিপ্তের ন্যায় চিৎকার করিতে দেখিয়া রেগান বলিল, "ব্যাপার কি?—এরকম চিৎকার করিয়া—"

যুবতী হী-হী করিয়া হাসিয়া বলিল, "মরিয়াছে: একদম সাবাড়!—ওয়েস্ অক্কা পাইয়াছে।"

রেগান তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সেই যুবতীর ঘাড় ধরিল, এবং তাহাকে প্রচণ্ড বেগে ঝাঁকুনি দিয়া তীব্রস্বরে বলিল, "কেন চ্যাঁচাইয়া মরিতেছ? কি হইয়াছে শীঘ্র বল।"

যুবতী বলিল, "বলিতেছি, ঘাড় ছাড়।—ওয়েস্ মরিয়াছে। হাঁ, সে পিস্তলের গুলীতে নিহত হইয়াছে; মৃতদেহ মেঝের উপর পড়িয়া আছে।"

রেগান যুবতীকে ছাড়িয়া দিয়া ম্যানেজারের আফিসে প্রবেশ করিল, এবং মেঝের উপর ডেস্কের নিকট ওয়েসের মৃতদেহ দেখিতে পাইল। তাহার ললাটে পিস্তলের গুলী প্রবেশ করায় তাহার মৃত্যু হইয়াছিল,—রেগান ইহা চক্ষুর নিমেষেই বুঝিতে পারিল।

রেগান তৎক্ষণাৎ ক্লাবের দ্বারগুলি বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর সে সেই যুবতীকে একজন অনুচরের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিল, "উহাকে তফাতে লইয়া যাও। উহার মাথা খারাপ হইয়াছে—এজন্য আবোল-তাবোল বকিতেছে।"

যুবতী স্থানান্তরে অপসারিত হইলে রেগান বলিল, "বাজনা হঠাৎ বন্ধ হইল কেন? ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ, আপনারা সেই যুবতীর কথা কানে তুলিবেন না; এখানে কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই। আমার বিশ্বাস, সেই যুবতী জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল।"

পুনর্ব্বার ঐকতান বাদ্য আরম্ভ হইল। যুবতীর কথায় আর কেহ আমোল দিল না। রেগান তৎক্ষণাৎ ওয়াল্‌ডোর নিকট ফিরিয়া আসিল। সে ওয়াল্‌ডোকে বলিল, "তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?"

ওয়াল্‌ডো বলিল, "শীঘ্রই তাহা শুনিতে পাইবে; কিন্তু ঐ যুবতী যে সকল কথা বলিতেছিল—তাহা কি সত্য?"

রেগান বলিল, "ক্ষ্যাপার কথায় কি কান দিতে আছে? ও কিছুই নয়! কিন্তু তুমি এখানে কেন আসিয়াছ তাহা আমার অজ্ঞাত নহে।"

ওয়াল্‌ডো অচঞ্চল স্বরে বলিল, "যদি তুমি ভুল বুঝিয়া আকাশ-কুসুমের আবাদ করিয়া থাক—তাহা হইলে আমি তোমার সেই ভ্রম দূর করিতে আসিয়াছি। তুমি যখন আমার আফিসে গিয়াছিলে সেই সময় আমি

‘ তোমাকে সকল কথাই বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। আমি তোমাকে দল বল লইয়া এই দেশ ত্যাগ করিবার জন্য তিন দিন মাত্র সময় দিয়াছি। পুনর্ব্বার তোমাকে সেই কথা স্মরণ করাইতে আসিয়াছি। শনিবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তোমরা এখানে থাকিতে পাইবে; তাহার পর এক মুহূর্ত্ত তোমাদের এখানে থাকা হইবে না।”

রেগান বলিল, “ইহাই তোমার শেষ কথা?”

ওয়াল্‌ডো বলিল, “হাঁ, শেষ কথা।”

রেগান বলিল, “আর আমি যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম—তাহা তুমি প্রত্যাখ্যান করিতেছ?”

ওয়াল্‌ডো দৃঢ়স্বরে বলিল, “তুমি আমার নিকট যে সকল গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়াছিলে, কেবল তাহাতেই নির্ভর করিয়া, অন্য কোন প্রমাণ না লইয়াই আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিতাম। কিন্তু আমি সেরূপ ইতর নহি, তোমার বিশ্বাসের মর্য্যদা নষ্ট করিবার জন্য আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। তুমি স্বেচ্ছায় যাহা বলিয়াছিলে, আমি ইচ্ছা করিয়াই তাহা ভুলিয়াছি। তুমি একদিন আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলে তাহা ভুলি নাই, এই জন্যই তোমাকে তিন দিন সময় দিয়া আমার সেই পুরাতন ঋণ পরিশোধ করিলাম।”

ওয়াল্‌ডোর কথায় রেগানের মুখ ক্রোধে জবাফুলের মত লাল হইল, সে বিকৃত স্বরে বলিল, “তুমি ছুঁচো, তুমি অত্যন্ত ইতর; বিশ্বাসঘাতক!—ইহারই নাম ঋণ পরিশোধ?”

ওয়াল্‌ডো বলিল, “এ তোমার অন্যায় কথা।”

রেগান তখন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল; সে কিরূপে ওয়াল্‌ডোকে বিপন্ন করিবে—তাহাই চিন্তা করিতে লগিল। হঠাৎ একটা ফন্দী তাহার মাথায় আসিল; সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, “আমি তোমাকে কিছু কাল আগে ওয়েসের আফিস হইতে বাহির হইতে দেখিয়াছি। তুমিই তাহাকে গুলী করিয়া মারিয়াছ। হাঁ, তুমিই, ওয়েসের হত্যাকারী।”

রেগান হয় ত সত্যই ইহা বিশ্বাস করিয়াছিল ; কারণ সে ওয়াল্‌ডোকে শত্রু বলিয়া জানিত এবং তাহাকে ওয়েসের কামরায় প্রবেশ করিয়া বাহিরে আসিতে দেখিয়াছিল, অথচ এনিডের বা তাহার ঈর্ষাপরায়ণা বিদেশিনী যুবতী ইনেজের সহিত ওয়েসের ঘনিষ্ঠতার সংবাদ তাহার বিদিত ছিল না। এই জন্য সে বিশ্বাস করিল ওয়াল্‌ডোর গুলীতেই তাহার ম্যানেজার নিহত হইয়াছিল।

রেগান সক্রোধে বলিল, "এই হত্যাপরাধে আমি তোমাকে ফাঁসিতে না ঝুলাইয়া ছাড়িব না।"

সেই মুহূর্ত্তেই কি একটা চক্‌চকে জিনিস রেগানের হাতে ঝক্‌-মক্‌ করিয়া উঠিল ! তাহার পরই ওয়াল্‌ডোর পাঁজরে যেন একটা খোঁচা লাগিল। রেগানের হাতের সেই জিনিস একটি 'অটোমেটিক' পিস্তল ! রেগানের তখন বাহ্য-জ্ঞান রহিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহার কার্য্যের কি ফল হইবে—সে চিন্তা তাহার মাথায় আসিল না ।

'ক্রিং' করিয়া একটা শব্দ হইল ; সেই মৃদু শব্দ ভিন্ন পিস্তলের আওয়াজ শুনিতে পাওয়া গেল না ; রেগানের পিস্তলের গুলীতে ওয়াল্‌ডো আহত হইল না, সে মাটীতেও পড়িল না ; তাহার পরিবর্ত্তে ওয়াল্‌ডোর ডান হাত চক্ষুর নিমেষে উর্দ্ধে উঠিল, এবং সবেগে লোহার হাতুড়ির মত রেগানের চুয়ালের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। গ্রীণ ক্যানারী ক্লাবের মালিক সেই সজীব ঘুসির প্রচণ্ড মহিমা বরদাস্ত করিতে না পারিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে মুখগুঁজিয়া মেঝের উপর দীর্ঘদেহ প্রসারিত করিল।

ওয়াল্‌ডোর মনে হইয়াছিল রেগানের পিস্তলের গুলীতে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য ! সে সাময়িক উত্তেজনায় ঘুসি মারিয়া রেগানকে ধরাশায়ী করিয়াছিল বটে, কিন্তু রেগানের অটোমেটিক পিস্তলের গুলী কি কারণে ব্যর্থ হইল, সেই গুলীতে কেন তাহার পঞ্জর চূর্ণ হইল না, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

ওয়াল্‌ডোর ধারণা হইয়াছিল অলৌকিক উপায়ে সে মৃত্যু-কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল। (By miracle he had escaped death.)

ওয়াল্‌ডো উঠিয়া দাঁড়াইল। ইউষ্টাস সেই সময় রেগানের ধরা-লুণ্ঠিত দেহের নিকট উপস্থিত হইয়া, মেঝের উপর হইতে তাহার পিস্তলটি কুড়াইয়া লইয়া জ্যাকেটের ভিতরের পকেটে নিক্ষেপ করিলেন, তাহার পর রেগানের পাশে বসিয়া তাহার ভাঙ্গা চুয়ালে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "আহা, তোমার বন্ধুর চুয়ালটি ভাঙ্গিয়া তুবড়াইয়া গিয়াছে যে!"

চারি দিক হইতে অনেক লোক সেখানে আসিয়া জুটিল; নৃত্য গীত-বাদ্য মুহূর্ত্ত মধ্যে বন্ধ হইল। ক্লাবের লোক আমোদ প্রমোদ ত্যাগ করিয়া ক্লাবের নূতন নূতন বিপদ-সম্বন্ধে নানাপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ কেহ ওয়াল্‌ডোকে রেগানের সহিত তাহার বিরোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। প্রশ্নের উপর প্রশ্ন-বর্ষণে ওয়াল্‌ডো বিব্রত হইয়া বলিল, "কিছুই নয়! আমাদের একটু কথান্তর হইয়াছিল মাত্র। উহার অল্পই আঘাত লাগিয়াছে।—বেশ, আমি এখনই চলিয়া যাইতেছি।"

কিন্তু ওয়াল্‌ডো ক্লাব ত্যাগ করিল না। সে যখন লোকগুলির সহিত কথা কহিতেছিল, সেই সময় ক্লাবের বিভিন্ন দ্বার একসঙ্গে খুলিয়া গেল এবং একদল দস্যু ক্লাবে প্রবেশ করিল! তাহাদের কাহারও পুলিশের ছদ্মবেশ ছিল না; এমন কি, কেহ সান্ধ্য পরিচ্ছদেও সজ্জিত ছিল না। তাহাদের প্রত্যেকের মুখে কালো মুখোস, এবং হাতে এক একটি পিস্তল। তাহারা জোয়ারের জলের মত সবেগে ক্লাবে প্রবেশ করিয়া কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ক্লাব অধিকার করিল।

তাহার পর একজন কঠোর স্বরে বলিল, "তোমরা সকলে দুই হাত মাথার উপর তোল।—এবার আর আমরা ভুল করিব না; আজ আমরা সকল কায শেষ করিব।"

চতুর্দ্দিকে আর্ত্তনাদ, কোলাহল আরম্ভ হইল; কিন্তু কেহই দস্যুদের কোন কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। কেহই তাহাদের বিরুদ্ধে হাত তুলিল না। এমন কি, তেজস্বী ইউষ্টাসকেও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় ভাবে বসিয়া থাকিতে হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন ইহারা দুর্দ্দান্ত

সাতাত্তর নম্বর গুণ্ডার দল ! তাহারা মিঃ ব্লেকের ও ওয়াল্‌ডোর পুলিশের চাকরী গ্রহণের কথা শুনিয়াছিল, এবং প্রকাশ্য ভাবে তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের সঙ্কল্প করিয়া, পুলিশের দর্প চূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে দলবদ্ধ হইয়া গ্রীণ ক্যানারী ক্লাব আক্রমণ করিয়াছিল। ইউষ্টাস মুহূর্ত্ত মধ্যে বুঝিতে পারিলেন—তাহারা পুলিশের শক্তি অগ্রাহ্য করিয়া জন সাধারণের মনে আতঙ্ক সঞ্চারের জন্যই এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। গবর্মেণ্ট লণ্ডনের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন—তাহা তাহারা অগ্রাহ্য করিতে উদ্যত হইয়াছে।

ওয়াল্‌ডো তখন কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল।—ওয়েস্ নিহত হইয়া কক্ষান্তরে পড়িয়া ছিল, তাহার মহাশত্রু রেগান তাহার প্রচণ্ড ঘুসিতে বে-সামাল হইয়া মৃতবৎ নিপতিত, ক্লাবে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা ;—সেই সময় গুণ্ডাদের আকস্মিক আবির্ভাব ও ক্লাব আক্রমণ ! দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনা যেন সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় ক্লাবটি গ্রাস করিতে উদ্যত ! কিন্তু ওয়াল্‌ডোর মস্তিষ্ক শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইল। বর্ত্তমান সঙ্কটকালে সে কিরূপে তাহার ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। সে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডেপুটি কমিশনর ; দস্যুদলের ক্লাব আক্রমণকালে সে স্বয়ং ক্লাবে উপস্থিত ; তাহার সম্মুখেই তাহারা ক্লাব অধিকার করিয়াছে ! এ অবস্থায় তাহার বর্ত্তব্য অসম্পন্ন থাকিতে পারে না বুঝিয়া সে তাহার পূর্ণ শক্তি প্রয়োগে কৃতসঙ্কল্প হইল।

কিন্তু তাহার উপরওয়ালা পুলিশ-কমিশনর মিঃ ব্লেকও স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ; তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া তাহার কিছুই করিবার উপায় ছিল না। সে জানিত মিঃ ব্লেকের ব্যবস্থানুসারেই সকল কার্য শেষ করিতে হইবে।

সহসা অরচেষ্টার বেষ্টনীর ভিতর হইতে দুমদাম্ শব্দ উত্থিত হইল, যেন 'মেসিন-গন্' হইতে মুহুর্মুহু গুলী বর্ষিত হইতে লাগিল ! সাতাত্তর নম্বর গুণ্ডার দল এই শব্দের সহিত পরিচিত ছিল। তাহারা আকস্মিক বিপদের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া অবিলম্বে একত্র সম্মিলিত হইল। তাহাদিগকে মুহূর্ত্তের জন্য কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় দেখিয়া মিঃ ব্লেক ইঙ্গিতে আদেশ জ্ঞাপন করিলেন।

সান্ধ্য পরিচ্ছদধারী যুবকের দল, আমোদপ্রয়াসী প্রৌঢ়েরা, ক্লাবের আরদালী, খানসামা, পরিচারক প্রভৃতি একযোগে আততায়ীগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল।

মিঃ ব্লেক উচ্চৈঃস্বরে আদেশ করিলেন, "উহাদের সকলকে এক সঙ্গে আক্রমণ কর। প্রত্যেককে বাঁধিয়া ফেল; কেহই যেন পলায়ন করিতে না পারে।"

ইউষ্টাস বলিলেন, "আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না:! ক্লাবের লোকের সাধ্য কি যে তাহারা এই পরাক্রান্ত দস্যুদলকে আক্রমণ করিয়া আটক করিয়া রাখে?"

ইউষ্টাস জানিতেন না যে, সেই ক্লাবে যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারা সকলেই ছদ্মবেশধারী সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী। মিঃ ব্লেক পূর্ব্বেই পুলিশ-ফৌজ সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে সাতাত্তর নম্বর গুণ্ডাদের আক্রমণ করিবার জন্য ছদ্মবেশে সেখানে সজ্জিত রাখিয়াছিলেন। তাহাদের সকলেই বীরপুরুস, সাহসী যোদ্ধা। ইউষ্টাস মিঃ ব্লেকের ইঙ্গিতে ইহা বুঝিতে পারিযা মহা উৎসাহে সেই দলের সহিত সম্মিলিত হইলেন।

কোন কোন গুণ্ডা দুই একবার তাহাদের পিস্তল হইতে গুলী বর্ষণ করিয়াছিল; সেই গুলীর আঘাতে দুই একজন পুলিশ-প্রহরীকে আহত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু পুলিশ একই সময়ে চারি দিক হইতে এ ভাবে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল যে, গুণ্ডার দল কাহাকেও হত্যা করিবার সুযোগ পাইল না। তাহারা পুলিশ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলায়নের জন্য এরূপ ব্যাকুল হইয়াছিল যে, শত্রুগণকে আক্রমণ করিবার জন্য কেহই উৎসুক হইল না। বিপদের আশঙ্কায় তাহাদের উৎসাহ উদ্যম বিলুপ্ত হইয়াছিল।

মেসিন-গনের যে গম্ভীর নির্ঘোষ উত্থিত হইয়াছিল—তাহা প্রকৃতপক্ষে মেসিন-গনের শব্দ নহে, উহা মিঃ ব্লেকের অনুষ্ঠিত কৌশলমাত্র, কিন্তু তাহাতেই তিনি যথেষ্ট ফল পাইয়াছিলেন। ওয়াল্‌ডো পুলিশ-ফৌজের সহিত মিশিয়া মহা উৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিল; কিন্তু সে ইহাতে

আন্তরিক কুণ্ঠা বোধ করিতে লাগিল। কারণ সে রেগানকে কথা দিয়াছিল—তিন দিনের মধ্যে রেগানের কোন বিপদ ঘটিবে না; লণ্ডনে সে তিন দিন সদলে নিরাপদ। কিন্তু মিঃ ব্লেক ওয়াল্‌ডোর সহিত পরামর্শ না করিয়া স্বেচ্ছার যে কায করিলেন তাহাতে তাহার অঙ্গীকার বিফল হইল। অবশেষে ওয়াল্‌ডো ভাবিয়া দেখিল—মিঃ ব্লেকের এই ব্যবহারে তাহার অপদস্থ হইবার কারণ নাই; মিঃ ব্লেক রেগানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই, এবং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী সাতাত্তর নম্বর গুণ্ডাদের দমনের জন্যই তিনি এই অভিযানের আয়োজন করিয়াছিলেন। মিঃ ব্লেক গোপনে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, সাতাত্তর নম্বর গুণ্ডার দল তাঁহার স্পর্দ্ধা চূর্ণ করিবার জন্যই দ্বিতীয়বার গ্রীণ ক্যানারী আক্রমণের সঙ্কল্প করিয়াছিল। মিঃ ব্লেক গোপনে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত চেষ্টা করিয়া সেই রাত্রেই ক্লাবটি পুলিশ-ফৌজ দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেই রাত্রে বাহিরের কোন লোককে ক্লাবে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। রাত্রে বিভ্রাট ঘটিবার আশঙ্কা থাকায় মিঃ ব্লেক এনিডকে ক্লাব হইতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য ইউষ্টাসকে আদেশ করিয়াছিলেন। ইউষ্টাস প্রকৃত ব্যাপার জানিতে না পারিলেও মিঃ ব্লেকের আদেশ পালন করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই রাত্রে সহসা ক্লাবে অন্য যে বিভ্রাট ঘটিয়াছিল, মিঃ ব্লেক সে সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারেন নাই।

রেগানের অনুচরেরা যখন জানিতে পারিল ক্লাবের ম্যানেজার ওয়েস্ নিহত হইয়াছে এবং রেগান স্বয়ং পুলিশ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আহত হইয়াছে—তখন তাহাদের ধারণা হইল—পুলিশ কেবল সাতাত্তর নম্বর গুণ্ডার দলকেই বিধ্বস্ত করিয়া নিরস্ত হইবে না,তাহাদিগকেও লণ্ডন হইতে বিতাড়িত করিবে। সুতরাং তাহারা উৎকণ্ঠাকুল চিত্তে এই যুদ্ধের পরিণাম লক্ষ্য করিতে লাগিল।

সহসা ক্লাবের সকল দীপালোক এক সঙ্গে নির্ব্বাপিত হইল। তখন চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলার সীমা রহিল না। অন্ধকারেই যুদ্ধ চলিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক সেই অন্ধকারে তাঁহার অনুচরবর্গকে সাময়িক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। সেই সময় বাহির হইতে দলে দলে পুলিশ-ফৌজ তাঁহাকে

সাহায্য করিতে আসিল। পুলিশ-বাহিনীতে ক্লাব পূর্ণ হইল। তাহাদের সকলের নিকট বিজলি-বাতি থাকায় অন্ধকারের অসুবিধা দূর হইল।

ক্লাবে শান্তি স্থাপিত হইলে রেগানের সন্ধান মিলিল না। তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে কখন সে ক্লাব হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল তাহা কেহ জানিতে পারে নাই। তাহার দলের অধিকাংশ গুণ্ডাই বিপদের আশঙ্কায় পলায়ন করিয়াছিল; কিন্তু মিঃ ব্লেকের চেষ্টা যত্নে সাতাত্তর নম্বর গুণ্ডাদের অধিকাংশই ধরা পড়িল। মিঃ ব্লেকের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল। তিনি পুলিশ-কমিশনরের পদ গ্রহণ করিয়াই দুর্দ্দান্ত গুণ্ডার দলকে গ্রেপ্তার করায় তাঁহার প্রশংসায় লণ্ডনের দৈনিকগুলির কলেবর পূর্ণ হইল। কর্ত্তৃপক্ষও তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইলেন।

গুণ্ডার দল গ্রেপ্তার হইলে ওয়াল্‌ডো রেগানের সহিত তাহার আলাপের মর্ম্ম মিঃ ব্লেক ও ইউষ্টাসের নিকট প্রকাশ করিল।

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু রেগানের কবল হইতে আমি তোমার প্রাণরক্ষা করিয়াছি, তাহা ত তুমি বুঝিতে পার নাই। আমি রেগানকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু আমার সন্দেহ হইয়াছিল—সে সাতাত্তর নম্বরের দলভুক্ত গুণ্ডা। সে যখন টেবিলের ধারে আমার অদূরে বসিয়া ছিল, সেই সময় আমি তাহার পকেট হইতে কৌশলে পিস্তলটা বাহির করিয়া লইয়া তাহার টোটা অপসারিত করিয়াছিলাম, এবং তাহার অলক্ষিত ভাবেই পিস্তলটা তাহার পকেটে রাখিয়াছিলাম। (removed the cartridges and slipped the gun back) সুতরাং তুমি যে ভাবিয়াছিলে দৈবানুগ্রহে তোমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল—তোমার এই অনুমান সত্য নহে।"

ওয়াল্‌ডো মাথা চুলকাইয়া বলিল, "আপনি আর একবার আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিলেন; একথা জীবনে ভুলিব না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "একটা জনরব শুনিয়াছিলাম, তুমি না কি ম্যানেজার ওয়েস্‌কে গুলী করিয়া মারিয়াছ! কিন্তু আমি এই জনরব বিশ্বাস করি নাই; তবে আমি তোমাকে তাহার আফিসে প্রবেশ করিতে ও সেখানে হইতে বাহির হইতে দেখিয়াছিলাম। আমি এই হত্যারহস্য ভেদ করিতে পারি নাই।"

ওয়াল্‌ডো বলিল "হত্যাকে আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি; আমি যখন ওয়েসের অফিস ত্যাগ করি, তখন সে জীবিত ছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, ইহা যুবতী ইনেজেরই কায! তুমি ওয়েসের কামরা হইতে বাহিরে আসিবার পর সে সেই কামরায় প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার অল্পকাল পরে এনিড ট্রাভার্সকে সেই কক্ষের বাহিরে আসিতে দেখিয়াছিলাম। সুতরাং সেই কক্ষে কি ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। এনিডের প্রতি ওয়েসের পক্ষপাতের জন্য ইনেজ ঈর্ষ্যাবশতঃ ওয়েস্‌কে গুলী করিয়া মারিয়াছিল। ঈর্ষ্যান্বিতা নারীর ইহা অসাধ্য নহে।"

অতঃপর রেগান একটি গুপ্ত আড্ডায় তাহার অনুচরবর্গের সহিত সম্মিলিত হইয়া ওয়াল্‌ডোর সহিত তাহার আলাপের মর্ম্ম তাহাদের গোচর করিল। ওয়েসের হত্যাকাণ্ডের জন্য সে ওয়াল্‌ডোকেই দায়ী করিল, এবং প্রতিজ্ঞা করিল—বিশ্বাসঘাতক ওয়াল্‌ডো ও তাহার মুরুব্বি রবার্ট ব্লেককে হত্যা না করিয়া তাহারা লণ্ডন ত্যাগ করিবে না।—ওয়াল্‌ডোই তাহার সর্ব্বনাশের মূল :—ওয়াল্‌ডো তাহার মুখ ভাঙ্গিয়াছে, ওয়াল্‌ডোর আদেশে তাহার মহামূল্য সম্পত্তি গ্রীণ ক্যানারী পুলিশ দখল করিয়াছে। সে তাহাকে নিরাশ্রয় করিয়াছে। ওয়াল্‌ডোর প্রতি তাহার ক্রোধ শতগুণ বর্দ্ধিত হইল; সে প্রতিজ্ঞা করিল, "আমরা এখন কয়েক দিন এখানে লুকাইয়া থাকিব, তাহার পর আন্দোলন ও পুলিশের সতর্কতা হ্রাস হইলে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পুলিশের দলকে এমন শিক্ষা দিব যে,তাহাদের সকল শক্তি চূর্ণ হইবে,আর তাহারা কখন মাথা তুলিতে পারিবে না; কিন্তু ওয়াল্‌ডো ও ব্লেকের মাথাই আগে ভাঙ্গিব।... তাহার পর লণ্ডনের রাজপথ নররক্তে প্লাবিত করিব।"

রেগান তাহার এই প্রতিজ্ঞা কি ভাবে পূর্ণ করে, আশা করি তাহা আমরা যথাসময়ে জানিতে পারিব।

সমাপ্ত

লোমহর্ষণ অত্যাচার !

রহস্য-লহরীর ১৫৮ নং উপন্যাস

শাদা ঠগী

এদেশী ঠগীদের অপেক্ষা কিরূপ ভীষণপ্রকৃতি ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, তাহাদের ষড়যন্ত্র কিরূপ অমোঘ, বিয়ের ক'নে আটক করিয়া,— তাহাকে হত্যার ভয় দেখাইয়া, বিপুল মুক্তিপণের দাবী ! বিভিন্ন কোম্পানীর মোটর-গাড়ী পথে বাহির হইলেই তাহাতে অগ্নি-সংযোগ ! নবাব আলিবর্দ্দীর নিকট মারাঠা দস্যুদের 'চৌথ' আদায় অপেক্ষা কত ভয়ানক,

আগামী মাসে তাহার পরিচয় পাইবেন।